চোর ও সারমেয় সমাচার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

THE THIEF AND THE DOGS

Naguib Mahfouz

Trnslation : Ali Ahmed

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯৮৮'র নোবেল বিজয়ী মিশরীয় ঔপন্যাসিক

নগীব মাহফুজ-এর

চোর ও সারমেয় সমাচার

অনুবাদ : **আলী আহমদ**

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চোর ও সারমেয় সমাচার
মূল : নগীব মাহফুজ
অনুবাদ : আলী আহমদ

অনুবাদস্বত্ব © আলী আহমদ

প্রথম বুক ক্লাব সংস্করণ : বইমেলা ফেব্রুয়ারি ২০০৩
প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯৯১

প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ

প্রকাশক:
শামীম রহমান
বুক ক্লাব
৫৩ আজিজ সুপার মার্কেট,
শাহ্‌বাগ, ঢাকা-১০০০।

কম্পোজ:
সোহেল কম্পিউটার
৫৬ বড় মগবাজার
ঢাকা-১২১৭।

মুদ্রক:
ক্রিসেন্ট প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৪৩৫ ওয়ার্লেস রেলগেট
মগবাজার
ঢাকা-১২১৭।

পরিবেশক:
সন্দেশ
১৬ আজিজ সুপার মার্কেট,
শাহ্‌বাগ,
ঢাকা-১০০০।

মূল্য: ১০০.০০ টাকা

ISBN-984-821-015-6

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উৎসর্গ

আর যা কিছুই হোক,
ওরা অন্তত 'সানা'র মতো হবে না
এই প্রত্যাশায়
ইভানা ও ইমরোজকে–

–আব্বু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আলী আহমদ অনূদিত নোবেল পুরস্কার বিজয়ী লেখকদের আরো কয়েকটি বই :

বারো অভিযাত্রীর কাহিনী / গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ
প্রেম ও অন্যান্য দানব / গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ
খোঁজ / নগীব মাহ্‌ফুজ
শিকার / কেনজাবুরো ওয়ে (প্রকাশিতব্য)
হে সুন্দর হে বিষন্নতা / ইয়সুনারি কাওয়াবাতা (প্রকাশিতব্য)
ব্লাইণ্ডনেস / যোসে সারামাগো (প্রকাশিতব্য)
পাস্কুয়াল দুয়ার্তের পরিবার / কামিলো হোসে সেলা (প্রকাশিতব্য)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

চোর ও সারমেয় সমাচার প্রকাশের বছর দুয়েকের মধ্যে প্রথম সংস্করণ শেষ হয়ে গেলেও নানা কারণে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করতে দেরি হয়ে গেল। এক যুগেরও বেশি আগে যখন বইখানির প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল তখনকার মানদণ্ডে অনেক বেশি জনপ্রিয়তা পেয়েছিল এই ছোট্ট উপন্যাসখানি। সমালোচকদের অনেক প্রশংসা পাওয়া গিয়েছিল তখন। এর পেছনে বেশ কয়েকটি কারণ কাজ করেছিল বলে আমার ধারণা। প্রথমত, অনেক বিরুদ্ধবাদী বক্তব্য সত্ত্বেও আমার মনে হয় যে দ্রুত প্রসারমান শিক্ষার ফলে সব ধরনের বইয়েরই পাঠক সংখ্যা আগের তুলনায় অনেক বেড়েছে এবং সে কারণে বিদেশী বইয়ের চাহিদাও পূর্বের তুলনায় এখন বেশি। তবে শিক্ষা তথা অক্ষরজ্ঞান বাড়লেও, বিদেশী, বিশেষত ইংরেজী ভাষায় জাতি হিসেবে আমাদের দক্ষতা আনুপাতিক হারে অনেক কমে গেছে। অথচ বিশ্বায়নের ফলে অন্যান্য সব কিছুর সাথে সাথে আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্পর্কেও এখনকার পাঠকশ্রেণী আগের তুলনায় অনেক বেশি খোঁজ-খবর রাখেন। তাই পৃথিবীর বিখ্যাত লেখকদের বইয়ের সফল অনুবাদের চাহিদা দেশে এখন অনেক বেশি।

এই উপন্যাসের লেখক নগীব মাহফুজ মিশরের লোক। মিশর তৃতীয় বিশ্বের একটি দেশ এবং আমাদের সাথে সে দেশের সামাজিক-সাংস্কৃতিক মিল অনেক বেশি। নগীব মাহফুজের সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পাওয়ার ফলে তাঁর সাহিত্য সম্পর্কে আমাদের দেশের পাঠক মহলে আগ্রহ তাই অনেক বেশি জন্মেছিল। তাছাড়া তাঁর নোবেল প্রাপ্তির পূর্বে আমাদের এখানে প্রায় কেউ তাঁর নাম পর্যন্ত শোনে নি। বই পড়া তো দূরের কথা। সে জন্য বাংলা অনুবাদে তাঁর এই প্রথম বইটি পাঠক সমাজ খুব আগ্রহভরেই গ্রহণ করেছিল বলে মনে হয়। তাছাড়া, উপন্যাসের নায়ক-নায়িকাদের নাম আমাদের পাঠক-পাঠিকাদের নামের মতই এবং ঘটনার স্থানও তাদের কাছে পরিচিত, অন্তত এই অর্থে যে কায়রো, আলেকজান্দ্রিয়া, নীল নদ আমাদের দেশের অল্প শিক্ষিত লোকদের নিকটও সুপরিচিত। এই উপন্যাসের কাহিনীও বেশ জমজমাট। এই সব কারণে বইখানি পাঠকদের ভাল লেগেছিল বলে আমার ধারণা। এর জনপ্রিয়তা দেখে নগীব মাহফুজের আরেকখানি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছোট উপন্যাস 'খোঁজ' নাম দিয়ে অনুবাদ করে প্রকাশ করেছিলাম। সেটিও একই রকমের জনপ্রিয়তা পেয়েছে।

প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় নগীব মাহফুজের লেখক ও ব্যক্তিজীবন নিয়ে মোটামুটি আলোচনা করেছি। সেটি এবারে পুনর্মুদ্রিত হলো। তাছাড়া, নগীব মাহফুজকে এখন আর পরিচয় করিয়ে দেবার প্রয়োজন নেই। এখন তাঁর বয়স একানব্বই ছাড়িয়ে গেছে। তিনি কানে প্রায় শোনেনই না বলা চলে। এবং লেখালেখি বেশ আগেই বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তবে মানব-হিতৈষী যে-কোনো আন্দোলনে এখনও তাঁর সমর্থন দ্ব্যর্থহীন। তাঁর উদার মানবিক চিন্তাধারার জন্য কট্টরপন্থীরা সব সময়ই তাঁকে অপছন্দ করে এসেছে। বছর কয়েক পূর্বে তাঁকে হত্যা করার লক্ষ্যে তার ওপর ধারালো তলোয়ার নিয়ে ঝাপিয়ে পড়েছিল এক উগ্রপন্থী মৌলবাদী। ভাগ্যিস, তিনি প্রাণে বেঁচে গেছেন! তাঁর লেখা সমগ্র আরব বিশ্বে যেমন অবিশ্বাস্য রকমের জনপ্রিয় আবার বিভিন্ন সময়ে তা নিষিদ্ধও হয়েছে সেখানে। তাঁর 'Children of Gebelawi' নিষিদ্ধ হয়েছিল মাতৃভূমি মিশরে প্রকাশের পূর্বেই। আনোয়ার সাদাত ইসরাইলের সাথে শান্তিচুক্তি করলে তিনি তার প্রতি সমর্থন দিয়েছিলেন। সে কারণে অন্যান্য আরব দেশে তখন তাঁর সমস্ত লেখা নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছিল। এখন অবশ্য সে নিষেধাজ্ঞা আর নেই।

নগীব মাহফুজের লেখার মূল্যায়ন প্রচেষ্টায় আরবী তথা বিশ্ব সাহিত্যে তাঁর স্থান নির্দেশের চেষ্টা করেছি অন্য লেখায়। তবু সামান্য দু'য়েকটি কথা এখানে না বললেই নয়। আরবী অত্যন্ত সুপ্রাচীন ও ঋদ্ধ ভাষা। প্রাক-ইসলামী যুগের সাহিত্যে– মূলত কাব্যে– আরবী ছিল অত্যন্ত সমৃদ্ধ। কোরানের ভাষা ও সাধারণ দৃষ্টিতে ইসলাম ধর্মের সাথে সবচেয়ে বেশি ঘনিষ্ঠতার ফলে পরবর্তী সময়ে ধর্মনিরপেক্ষ সাহিত্যের ক্ষেত্রে আরবী তুলনামূলকভাবে পিছিয়ে পড়ে পাশ্চাত্যের ভাষা-সাহিত্যের তুলনায়। সেজন্য সমসাময়িক বিশ্ব সাহিত্যের সবচেয়ে তেজী ঘোড়সওয়ার উপন্যাসের উদ্ভব আরবী সাহিত্যে অনেক বিলম্বে ঘটে। বলতে গেলে বিশ শতকের চল্লিশ/পঞ্চাশ দশকে নগীব মাহফুজের হাত ধরেই আধুনিক উপন্যাস আরবী সাহিত্যের অঙ্গনে প্রবেশ করে। ঐ শতকের দ্বিতীয়-তৃতীয় দশকে অবশ্য দুয়েকখানি উপন্যাস লিখেছেন কেউ কেউ– তবে আধুনিক অর্থে তা উপন্যাস হয় নি। নোবেল-বিজয়ী মাহফুজ তাই আরবী উপন্যাসের পথিকৃতও বটে। এবং এখনও পর্যন্ত সবচেয়ে জনপ্রিয়। নোবেল পুরস্কারের কারণে আরো বেড়ে গেছে এই জনপ্রিয়তা।

নগীব মাহফুজ তাঁর উপন্যাসে অনেকটা পাশ্চাত্যের অনুকরণে চেতনা প্রবাহ, অন্তর্গামী সংলাপ ইত্যাদি পদ্ধতি আমদানী করেছেন অত্যন্ত সাফল্যের সাথে। তবুও মূলত ক্লাসিক রীতির ঔপন্যাসিক তিনি। নগীবের পর পরই বিভিন্ন আরব দেশে তাঁর অনুসারী একদল ঔপন্যাসিক তৈরি হয়। কিন্তু ছায়া যেমন প্রাণহীন অনুসারীরাও তেমনি নিস্তেজই থেকে যায়। আধুনিক সময়ে লেবাননের ইলিয়াস খৌরির মত তরুণ ঔপন্যাসিকের আবির্ভাব ঘটছে। পাশ্চাত্যে যাকে উত্তর-আধুনিক ধারা বলে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেই ধারার অন্যতম সার্থক ঔপন্যাসিক এই ইলিয়াস। এছাড়া আরো কেউ কেউ এগিয়ে আসছেন এই পথ ধরে। সাহিত্যে অবশ্য উত্তর-আধুনিকতার ভবিষ্যত নিয়ে সংশয় এখনো কাটে নি। তবুও বিশ্ব-সাহিত্যের চলমান ধারার সাথে তাল মিলিয়ে এগিয়ে আসছে অনেক বিলম্বে শুরু করা আরবী উপন্যাস সে কম আশার কথা নয়। নগীবোত্তর যুগে কোন দিকে মোড় নেয় আরবী উপন্যাস তা দেখার জন্য অপেক্ষা করব আমরা। কিন্তু বর্তমানের মত ভবিষ্যতে আরো বহুদিন নগীব মাহফুজই সম্ভবত আরবী সাহিত্যের সবচেয়ে জনপ্রিয় ঔপন্যাসিকের আসনটি দখল করে রাখবেন বলে মনে হয়। তাঁর এই উপন্যাসটির দ্বিতীয় বাংলা সংস্করণের প্রকাশ উপলক্ষ্যে আমরা তাঁর সুস্বাস্থ্য ও সুন্দর জীবন কামনা করি।

রাজশাহী, ২৫ আগস্ট ২০০২

আলী আহমদ

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নগীব মাহফুজ : জীবন ও সাহিত্য

বেশ খানিকটা আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করার পর, ১৯৮৮ সনের সাহিত্যের নোবেল পুরস্কার যখন ঘোষিত হল, তখন চমকে উঠেছিলাম। স্বদেশী অনেকের মতো আমারও তখন মনে হয়েছিল, এটা নোবেল পুরস্কারের রাজনীতি নয়ত! যথাসময়ে সংবাদপত্রে সংক্ষিপ্ত সংবাদ-নিবন্ধ, নামকরা দুয়েকটি বইয়ের নাম এবং পাশ্চাত্য সংবাদমাধ্যমে প্রচারিত সে সম্পর্কে দুয়েকটা কথা। পরবর্তী দু-তিন সপ্তাহ প্রখ্যাত দৈনিকগুলোর সাহিত্য-সাময়িকীতে সচিত্র প্রতিবেদন, দুয়েকজন লেখকের দুয়েকটা বইয়ের সাথে খানিক পরিচিতির কথা পড়ে পরিষ্কার কোনো ধারণা পাওয়া গেল না। ইতোমধ্যে সংশ্লিষ্ট মহলে মুখে মুখে রটে গেল যে নগীব মাহফুজ মিশরীয় ও আরব হলেও ইসলামবিরোধী ও ইসরাইলপন্থী, সুতরাং সেজন্যই তাঁকে নোবেল পুরস্কার দেয়া হয়েছে। এমনি আরো সব কথা। তখনো সারা দেশে সালমান রুশদী ও তাঁর 'স্যাটানিক ভার্সেস' নিয়ে তুমুল হৈচৈ। পরিষ্কার কোনো ধারণা তাই সাহিত্যে নোবেল বিজয়ী প্রথম আরব ঔপন্যাসিক নগীব মাহফুজ সম্পর্কে করা গেল না। সেজন্য অপেক্ষা করতে হল আরো যথেষ্ট দিন। তবে প্রথমেই বলে রাখি, নগীব মাহফুজের কয়েকখানা বই পড়ে, বিশেষ করে তাঁর সবচেয়ে বিতর্কিত 'চিলড্রেন অব জিবেলাবি' পড়ে, আমার এই ধারণা হয়েছে যে, তাঁর বিরুদ্ধে কথা শুধু অপপ্রচারই; এবং নোবেল পুরস্কার তিনি পেয়েছেন কোনো রাজনীতির কারণে নয়, নিজ মেধা ও সুকৃতির ফলেই।

১৯১১ সনের ১১ ডিসেম্বর মিশরের রাজধানী কায়রোর জামালিয়া কোয়ার্টারে এক মধ্যবিত্ত পরিবারে নগীব মাহফুজের জন্ম। পুরো নাম নগীব মাহফুজ আবদুল আজীজ ইব্রাহীম আহমদ আল-বাশা। চাকরিজীবী পিতা ও স্বল্পশিক্ষিত কিন্তু সংস্কৃতিমনস্ক মায়ের সপ্তম সন্তান নগীব মাহফুজ প্রশান্ত পারিবারিক পরিবেশে বড় হয়ে ওঠেন। কিন্তু তাঁর নিকটস্থ বড় ভাইয়ের বয়স তাঁর থেকে পনের বছর বেশি হওয়ায় তাঁর ও তাঁর ভাই-বোনের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের পরিবর্তে একটি স্নেহ ও সমীহের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। পরবর্তী আমলে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে মাহফুজ জানান যে, এ কারণেই তিনি তাঁর অনেক উপন্যাসে ভাই-ভাইয়ের অত্যন্ত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের ছবি এঁকেছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যা হোক, কায়রো বিশ্ববিদ্যালয় (তখনকার আল-ফুয়াদ বিশ্ববিদ্যালয়) থেকে দর্শনে দ্বিতীয় শ্রেণীর অনার্স নিয়ে ১৯৩৪ সনে তিনি বি.এ. পাস করেন। পরবর্তী দু-বছর এম.এ. অধ্যয়ন করলেও তিনি তা শেষ করেননি। স্কুলে থাকতেই ছোটগল্প লেখা শুরু করেন এবং ১৯৩২ সনে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় জেমস্ বেকির 'Ancient Egypt' বই আরবিতে অনুবাদ করেন। এর থেকেই প্রাচীন মিশরীয় ইতিহাসকে উপজীব্য করে উপন্যাস লেখার প্রেরণা পান এবং ১৯৩৯, '৪৩ ও '৪৪ সনে যথাক্রমে তিনটি ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করেন। কিন্তু ফেরাউনী মিশরের সময়কে কেন্দ্র করে ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখলেও তাঁর সমসাময়িক সমাজচেতনা তখনই দেখা যায়। 'থীবিস এর সংগ্রাম' নামক এই তিনটির শেষের উপন্যাসে তিনি তখনকার দেশপ্রেমিক ফেরাউনের নেতৃত্বে দুশো বছর যাবৎ মিশর দখলকারী হিক্সস নামক বিদেশীদের বিতাড়ন করার যে চিত্র এঁকেছেন তাতে মনোযোগী পাঠকের বুঝতে একটুও অসুবিধা হয় না যে, তিনি তখনকার ব্রিটিশ দখলদার শক্তির বিরুদ্ধে দেশপ্রেমী মিশরবাসীকেই উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করছিলেন। মনে রাখা দরকার, পাশ্চাত্যের বাক-স্বাধীনতা চল্লিশের দশকের মিশরে অকল্পনীয় ছিল। বিশেষ করে বিশ ও তিরিশের দশকের প্রখ্যাত ঔপন্যাসিকদের রাজনৈতিক নির্যাতনের শিকার হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে মাহফুজকে ভাষা-ব্যবহারে সাংকেতিকতার চাতুর্য ব্যবহার করতে শিখতে হয়েছিল আত্মরক্ষারই প্রয়োজনে।

নগীব মাহফুজের লেখার বাঁক ফিরেছে এ-যাবৎ চারবার। প্রাচীন মিশরের ইতিহাসভিত্তিক আরো উপন্যাস রচনার পরিকল্পনা আদিতে তাঁর ছিল এবং সেই লক্ষে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতিও তিনি নিয়েছিলেন। কিন্তু ঐ তিনটি উপন্যাস লেখার পর সেদিকে আর না গিয়ে ১৯৪৫ মতান্তরে ১৯৪৬ সালে 'নব কায়রো' উপন্যাসে তিনি সমসাময়িক সমাজচিত্র আঁকলেন। এ থেকে বা তার অব্যবহিত আগের উপন্যাস দিয়ে তাঁর তথাকথিত বাস্তবভিত্তিক উপন্যাস লেখা শুরু। এ পর্বে তাঁর ছয়টি উপন্যাস। তার মধ্যে 'মিদাক গলি,' 'মরীচিকা,' 'আদি-অন্ত' ও বিশ্ববিখ্যাত 'ট্রিলজি' রয়েছে। শিল্পীর নিপুণ হাতে সমসাময়িক কায়রোর দারিদ্র্য, হতাশা, অবক্ষয় ও মানবিকতা নিয়ে যে ছবি তিনি এ উপন্যাসগুলোতে এঁকেছেন তা অনবদ্য। বিশেষ করে ট্রিলজিতে। ১৯৫২ সনে এটি রচনা শেষ হলেও ১৯৫৬/৫৭ সনের আগে এর জন্য কোনো প্রকাশক পাওয়া যায়নি। তার প্রধান কারণ ছিল প্রায় হাজার খানেক পৃষ্ঠার ঢাউস আকৃতি। দুই বিশ্বযুদ্ধ মধ্যবর্তী একটি মধ্যবিত্ত কায়রো-পরিবারের তিন প্রজন্মের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখ, দারিদ্র্য-স্বাচ্ছন্দ্য ও ব্যথা-বেদনার এমন নির্মোহ হৃদয়গ্রাহী ছবি তিনি এই ট্রিলজিতে এঁকেছেন যা না-পড়লে বিশ্বাস করা মুশকিল। এটিকে আরবি ভাষায় শ্রেষ্ঠ উপন্যাস আখ্যা দিলে সম্ভবত অত্যুক্তি করা হবে না।

এর মধ্যে ১৯৫২ সনে মিশরের সামরিক অভ্যুত্থান হয়ে জেনারেল নগিব (ঔপন্যাসিকের কেউ নন) ও কর্নেল নাসের রাজতন্ত্র উৎখাত করে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসেন। ১৯৫২ থেকে ১৯৫৯ পর্যন্ত নগীব মাহফুজ আর তেমন কিছু লেখেননি। কেন লেখেননি তা নিয়ে একাধিক মত প্রচলিত। একটি মত যা, মাহফুজ নিজেও সমর্থন করেন তা হল এই যে, তিনি আর লেখার জন্য কোনো প্রেরণা অনুভব করেননি। অব্যবহিত পূর্ব মেয়াদের বাস্তবতাভিত্তিক উপন্যাস সমগ্রে যে সমস্ত সামাজিক অন্যায় ও অসাম্য চিত্রিত করেছিলেন তিনি, নাসেরের বিপ্লবী সরকার তা নিরসনকল্পে বিভিন্ন স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা হাতে নিয়ে কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু ঘালি শুক্‌রি নামক মাহফুজ-বিষয়ক একজন গবেষক মত প্রকাশ করেছেন যে, উল্লিখিত ট্রিলজিতে বাস্তবধর্মী উপন্যাসের আকার-প্রকার ও প্রকৃতি বক্তব্য তিনি এমন একটি নিখুঁত পর্যায়ে উন্নীত করেছিলেন যে এদিকে আর তেমন কিছু করণীয় ছিল না। তাই থেমে, চিন্তা করে নতুন বাঁক নিতে হয়েছিল তাঁকে।

কিন্তু সাত বছরের নীরবতার পর ১৯৫৯ সনে দৈনিক আল-আহরাম পত্রিকায় 'আওলাদে হারাতিনা' বা ইংরেজিতে 'Children of Gebelawi' প্রকাশিত হতে শুরু করলে প্রচণ্ড আলোড়ন শুরু হয় মিশরে। ডানপন্থী মোল্লা সম্প্রদায় মিটিং-মিছিল-শোভাযাত্রা করে এর প্রকাশনা বন্ধ করতে চাইল। নাসেরের ব্যক্তিগত হস্তক্ষেপে প্রকাশনা বন্ধ করতে হল না। কিন্তু মিশরের কোনো প্রকাশক এটিকে পুস্তকাকারে প্রকাশ করতে সাহস পেল না। অবশেষে লেবাননের এক প্রকাশক এটিকে পুস্তকাকারে ছেপে বের করল। পরবর্তী আমলের সালমান রুশদীর কথা বাদ দিলে কোনো বই নিয়ে এর আগে এত হইচই হয়নি। বইটিকে তাঁর লেখার নতুন মোড় ফেরা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এটিকে দর্শনতাত্ত্বিক (Metaphysical) উপন্যাস হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। ধর্মগ্রন্থসমূহে বর্ণিত ইহুদী, খ্রিষ্টিয় ও ইসলাম ধর্মের প্রধান পুরুষদিগকে [যথা, হজরত মুসা, ঈসা ও হজরত মোহাম্মদ (দঃ)] তাঁদের ঐশী আবরণ খুলে সমাজ-সংস্কারক ও অসত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত মানুষ হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে এ গ্রন্থে। সৃষ্টির পর আল্লাহ আর দৃষ্টিগ্রাহ্য থাকেননি, কিন্তু যুগ যুগ ধরে এমনি সত্য-সৈনিক এসে অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে সত্য প্রতিষ্ঠা করে গেছেন, কিন্তু আবার অন্যায় তার স্থান দখল করে নিয়েছে। অনন্তকাল ধরে এমনি মানুষের সংগ্রাম চলেছে। অবশেষে এসেছে বিজ্ঞান। সে জিবেলাবি [ভগবান]-কে হত্যা করেছে। কিন্তু অত্যাচারী শক্তির সাথে হাত মিলিয়ে সেও মানুষের ওপর জুলুম চালিয়ে যাচ্ছে। প্রচণ্ড হতাশায় শেষ হত এই উপন্যাস, কিন্তু আশার একটু আলো দিয়েই তা শেষ করা হয়েছে। অত্যাচারী শক্তি বিজ্ঞানকে দখল করে নিলেও যে নোটবইটি সে রেখে যায় তার মধ্যে প্রগতি ও শান্তির বীজমন্ত্র লেখা রয়েছে।

এরপর তাঁর লেখা আরেকটি নতুন বাঁক ঘুরে যায়। এর মধ্যে তাঁর ইংরেজি ও ফরাসি ভাষায় পাশ্চাত্য তথা বিশ্বসাহিত্যের পাঠ চলতে থাকে। এ প্রসঙ্গে একটি সাক্ষাৎকারে (মিশরীয় ত্রৈমাসিক 'প্রিজম'কে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে, সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ২৩ নভেম্বর, ১৯৯০ দ্রষ্টব্য) তিনি বলেছেন যে, পড়াশুনা বিশেষ করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লেখকদের জন্য, এক ধরনের মানসিক পুষ্টিসাধন। লেখকরা আধুনিক শিল্পধারার সাথে পরিচিত হয়ে লাভবান হন। ১৯৬২ সনে প্রকাশিত হল 'আল-লিস ওয়া আল-কিলাব' (The Thief and the dogs)। বাংলা করলে হয় 'চোর ও সারমেয় সমাচার।' এ বইটির মাধ্যমে নগীব মাহফুজ আরবি উপন্যাসে একটি সম্পূর্ণ নতুন ধারার প্রবর্তন করেন। ইতোমধ্যে পাশ্চাত্য উপন্যাসে চেতনা-প্রবাহ পদ্ধতি সুপ্রতিষ্ঠিত, যার চরম উৎকর্ষ সাধন করেছেন জেমস্ জয়েস তাঁর 'ইউলিসিস'-এর মাধ্যমে। এ উপন্যাসে নগীব মাহফুজ চেতনা-প্রবাহ ও মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতি অবলম্বন করেন। এটাকে অন্তর্লীন স্বগতোক্তি বলেও কেউ কেউ আখ্যায়িত করেছেন। ব্যাপক এবং বিশাল সামাজিক ক্যানভাস বাদ দিয়ে গুটিকয়েক ব্যক্তির অন্তর্লীন ব্যথা-বেদনা, আনন্দ-সুখ এতে চিত্রিত হয়েছে। তাই বলে মাহফুজ তাঁর সামাজিক-রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি ভুলে যাননি। তা মাঝে মাঝেই ফুটে উঠেছে এ উপন্যাসের পরতে পরতে। এক হতাশা-তিক্ত নায়ক সায়ীদের কথায়ই তা ফুটে উঠেছে। প্রচণ্ড শ্লেষ বেরিয়ে এসেছে নূরের ছোট্ট ছোট্ট কথায় কখনো কখনো। কিন্তু বাইরের বৃহত্তর সমাজ বা প্রকৃতি এ উপন্যাসে মুখ্য ভূমিকা নেয়নি। সে স্থান দখল করেছে মুখ্য চরিত্র সায়ীদ। সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার লক্ষে উৎসর্গীকৃত-প্রাণ সায়ীদ বন্ধু রউফের দীক্ষায় ও আদর্শে সে উপলক্ষে যে পথ বেছে নেয় তা হচ্ছে ডাকাতির। সে পথ ভ্রান্ত। ইতোমধ্যে তার প্রেম করে বিয়ে-করা স্ত্রী নবাইয়া গোপন সম্পর্ক গড়ে তোলে সায়ীদেরই আশ্রিত ইলীষের সাথে। ওরা ষড়যন্ত্র করে সায়ীদকে পুলিশে ধরিয়ে দিলে তার চার বছরের জেল হয়ে যায়। জেল থেকে বেরিয়ে তার রেখে যাওয়া দু-বছরের মেয়ে সানা'র সাথে দেখা করতে যায়। ইতোমধ্যে তার স্ত্রী ইলীষকে বিয়ে করে ফেলেছে। কন্যা সানাও চিনতে না পেরে তাকে অস্বীকার করে। চরম তিক্ততা নিয়ে প্রতিশোধ নেয়ার মানসে সে দু দু-টো ভুল মানুষকে হত্যা করে ফেরারি হয়ে যায়। ফেরারি জীবনে তাকে অনেক ভালবাসত এমন মেয়ে নূরের সাথে সে আত্মগোপন করে থাকে। তারপর একসময় পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। কাহিনীতে তেমন নতুনত্ব হয়ত নেই, কিন্তু এর গতি অতি দ্রুত, আকর্ষণীয় তার গড়ন। এবং উপন্যাসের ফর্ম হিসেবে আরবি সাহিত্যে নতুন।

১৯৬৭ সনে ছয়দিনের যুদ্ধে ইসরাইলের নিকট আরব তথা মিশরের পরাজয়ের পর নগীব মাহফুজ মিশরের একজন সচেতন নাগরিক ও আরবি ভাষার লেখক হিসেবে মনে হয় এক প্রচণ্ড চোট পান মনে। এই আঘাত থেকে মনে হয় আজো তাঁর লেখনি পুরোপুরি সেরে উঠতে পারেনি। এরপরে অনেকগুলো ছোটগল্প লেখেন তিনি। 'লাভ আন্ডার দি রেইনস' (১৯৭৩) ও 'দি কর্নক' (১৯৭৪) নামের দুটি উপন্যাস লেখেন। তেমন উল্লেখযোগ্য সংযোজন হিসেবে এ দুটোকে দেখা হয় না তার বিশাল সাহিত্যভাণ্ডারে। এই সময়কালে এক সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীকে তিনি বলেন যে, তিনি এখন এমন উপন্যাস লিখতে চান যা ক্ষণজীবী হবে এবং যে উদ্দেশ্যে লেখা হবে সেই উদ্দেশ্য পুরো হলেই যেন ঝরে পড়ে যায় মরসুমি ফুলের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মতো। এ সময়ের উপন্যাস 'এক ঘণ্টা মাত্র বাকি' (১৯৮২) তে তিনি দেখিয়েছেন যে, নেতার পর নেতার চেষ্টাতেও সাধারণ মানুষের অবস্থার কোনো উন্নতি হয়নি। 'নেতা যেদিন নিহত হন' (১৯৮৫) উপন্যাসে আনোয়ার সাদাতের সময়কার মিশরীয় সমাজের অবস্থা তুলে ধরেছেন তিনি। এগুলোর তেমন চিরস্থায়ী সাহিত্যিক মূল্য হবে বলে মনে হয় না।

সত্তর দশকের মাঝামাঝি এসে তাঁর উপন্যাস লেখা আরেক নতুন আঙ্গিক পরিগ্রহ করেছে বলে মনে হয়। প্রচলিত কোনো পদ্ধতিতে এ উপন্যাস রচিত নয়। হতে পারে যে, ষাটের দশকের ফর্মে আর তিনি ফিরে যেতে পারছিলেন না, কিংবা ইউরোপীয় ফর্মের আর অনুকরণ করতে চাননি। তাঁর নিজের সম্পূর্ণ আরবিয় পদ্ধতি হয়ত তিনি প্রবর্তন করতে চেয়েছেন এ উপন্যাসগুলোতে। 'দি এপিক অব দি রিফ র‍্যাফ,' 'দ্য নাইট্স্ অব দ্য থাউজ্যান্ড এণ্ড ওয়ান নাইট্স্' এই পর্যায়ভুক্ত। এর মধ্যে ১৯৭৭ সনে প্রকাশিত 'হারাফিস্ মহাকাব্য' নামীয় বাস্তবধর্মী উপন্যাস একটি মাইলফলক এবং বর্তমান লেখকের অনুবাদে সাপ্তাহিক বিচিত্রার উল্লিখিত সাক্ষাৎকারে নগীব মাহফুজ যে দুইটি গ্রন্থকে তাঁর সবচেয়ে প্রিয় বলে বর্ণনা করেছেন তার একটি হল 'ট্রিলজি' ও অপরটি 'হারাফিস মহাকাব্য'।

১৯৮৮ সন পর্যন্ত নগীব মাহফুজ ৩৮টি উপন্যাস ও ১২টি ছোটগল্প গ্রন্থের প্রণেতা। তাছাড়া, অনেক একাঙ্কিকা ও সিনেমার চিত্রনাট্য তিনি লিখেছেন। তাঁর উপন্যাস ও ছোটগল্প অবলম্বনে তিরিশটিরও বেশি সিনেমা তৈরি হয়েছে।

আরবি উপন্যাস নগীব মাহফুজেরই সমসাময়িক। তাঁর জন্ম ১৯১১ সনে এবং প্রথম আরবি উপন্যাস প্রকাশিত হয় ১৯১৩ সনে-হাসনাইন হাইকলের 'জয়নব'। নিজের এক জীবনে প্রায় পঞ্চাশ বছরের সাধনায় এই নবজাতককে মাহফুজ শুধু বয়োপ্রাপ্তিই ঘটাননি, বিশ্বসাহিত্যের আসরে তার জন্য গৌরবময় আসন করে দিয়েছেন। ইউরোপীয় উপন্যাসের প্রায় সবকটি মূলধারা তিনি আরবিতে প্রয়োগ করেছেন। তাঁর 'চোর ও সারমেয় সমাচার' ও 'হারাফিস মহাকাব্য' ইত্যাদি উপন্যাস পড়ে কেউ কেউ তাঁকে অস্তিত্ববাদী ঔপন্যাসিক বলে আখ্যায়িত করতে চেয়েছেন। এই ধারার প্রধান ঔপন্যাসিক জাঁ পল সার্ত্র ও আলবেয়ার কাম্যু। অস্তিত্ববাদী উপন্যাসের নায়ক নিরীশ্বর, নিজের কাজের জন্য যেমন জবাবদিহি করেন না কারো কাছে, তেমনি তার যন্ত্রণাও সবটুকু নিজের। জীবন তার কাছে প্রায় নিরর্থক। 'চোর ও সারমেয় সমাচার' কিংবা 'হারাফিস মহাকাব্য'র কতিপয় চরিত্র দেখে এমন ধারণা হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই বুঝা যাবে কাম্যুর 'The Outsider' বা 'The Fall'-এর নায়কের সাথে মাহফুজের নায়কের মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। নগীব মাহফুজ নিজেই অস্তিত্ববাদী নন বলে ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি বলেন, অস্তিত্ববাদীর কাছে জীবন নিরর্থক কিন্তু তাঁর কাছে জীবনের অর্থ ও উদ্দেশ্য দুই-ই আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথমেই উল্লেখ করেছিলাম মাহফুজ ইসলামবিরোধী ও ইসরাইলপন্থী বলে একটি রটনা আছে। এর কোনোটাই সত্যি নয়। 'Children of Gebelawi' উপন্যাসের কারণেই সম্ভবত ইসলামবিরোধিতার কথা উঠেছে। নিবন্ধে ঐ উপন্যাস সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত আলোচনায় বুঝা যাবে এটা তাঁর ইসলামবিরোধিতা নয়। তাঁর নোবেল বক্তৃতা যাঁরা পড়েছেন তাঁরা জানেন কী গর্বভরে প্রাক-ইসলামি ফেরাউনি সভ্যতা ও ইসলামি-সভ্যতা দুটোরই উত্তরাধিকারী হওয়ার কথা তিনি ঘোষণা করেছেন। ইসলামের নবীকে শ্রেষ্ঠতম মানব বলে পাশ্চাত্যের অনেকেই যে স্বীকার করেছেন এ কথা সগৌরবে তিনি ঐ বক্তৃতায় উল্লেখ করেছেন। কাজেই তাঁর বিরুদ্ধে এই প্রচারণা অমূলক। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ভারতীয় এক সাংবাদিকের সাথে সাক্ষাৎকারের সময় নগীব মাহফুজ জানিয়েছেন যে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের তিনি অত্যন্ত ভক্ত এবং প্রত্যেক রোজ সকালে প্রায় ধর্মগ্রন্থ পাঠের মতো তিনি রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়েন। বাঙালিদের জন্য এটা নিশ্চয়ই আত্মশ্লাঘার বিষয়।

এ প্রসঙ্গে নগীব মাহফুজের ব্যক্তিগত অভ্যাস সম্পর্কে দু-একটি কথা বলা যেতে পারে। তাঁর ঘুম, খাওয়া, লেখা, আড্ডা দেয়া সবই রুটিনমাফিক এবং সাধারণত এর কোনো নড়চড় হয় না। ভোর পাঁচটায় ঘুম থেকে উঠে এক কাপ নেসকাফে পান করে হালকা নাস্তা সেরে ঠিক ছটায় একটি নির্দিষ্ট সড়ক ধরে তাহরির স্কোয়ারে আলিবাবা ক্যাফেতে আড্ডা মারতে যান। খবরের কাগজ পড়া, বন্ধু-বান্ধবদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ, মাঝে-মধ্যে রেডিও-টিভি, সাংবাদিকদের সাথে সাক্ষাৎকার এখানেই হয়। দুপুরে বাড়িতে খাবার পর একটু ঘুমিয়ে নিয়ে পাঁচটায় লিখতে বসেন। প্রায় শোবার ঘরে তাঁর টেবিলে পায়জামা পরা অবস্থায় সিগারেট টানতে টানতে এমনিতরো দু-তিন ঘণ্টা ধরে তিনি লেখেন। রাতে হালকা কিছু খেয়ে ঠিক সাড়ে দশটায় শুতে যান। ক্যাফে তাঁর জীবনে এক বিরাট ভূমিকা পালন করেছে। এবং কায়রোর বিখ্যাত সব ক্যাফেতে তাঁর আড্ডা চলে। তাঁর উপন্যাসেও ক্যাফে অত্যন্ত পরিচিত একটি বিষয়। বিয়ে এবং সাংসারিক জীবন এতে ছেদ টানতে পারেনি। পারেনি তাঁর সুদীর্ঘ চাকরিজীবন। সরকারের বিভিন্ন দায়িত্বপূর্ণ পদে বহাল থাকার পর ১৯৭১ সনে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। কিন্তু ক্যাফেতে যাওয়া তাঁর চিরকালই নিয়মিত চলেছে। নোবেল প্রাইজের ঘোষণা স্ত্রীর মারফত যেদিন বাড়িতে বসে পান সেদিনও একটু পরেই গল্প-গুজবের জন্য গিয়ে উপস্থিত হন তাঁর প্রিয় ক্যাফেতে।

দুয়েক বছর আগ পর্যন্তও তিনি নিয়মিত একটি ছোট্ট কলাম লিখতেন 'দৈনিক আল-আহরাম' পত্রিকায়। অশীতিপর মাহফুজ এখন শারীরিকভাবে বেশ অসুস্থ, কানে অনেক কম শোনেন। তাঁর দুই কন্যা উম্মে কুলসুম ও ফাতিমা বাবাকে লেখাপড়ায় সাহায্য করেন। তাঁরা দুজনেই কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছেন। স্ত্রী আতিয়াতাল্লা ও দুই কন্যাকে নিয়ে মাহফুজ কায়রোতে বসবাস করছেন। আমরা তাঁর সুস্থ ও সক্রিয় জীবন কামনা করছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবার এ বইটি সম্পর্কে দু-একটি কথা। এ সম্পর্কে পূর্বেই কিছুটা আলোচনা হয়েছে। মিশর ও বাংলাদেশ একই তৃতীয় বিশ্বের অন্তর্ভুক্ত। তাছাড়া মিশরের সাথে বাংলাদেশের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক মিল রয়েছে অনেক। কাজেই এটা খুবই স্বাভাবিক যে মিশরীয় তথা আরবি সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম লেখকের লেখার সাথে পরিচিত হওয়ার আগ্রহ বাংলাদেশী তথা বাংলাভাষীদের থাকবে। বিশেষ করে সেই লেখক যখন নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত। বাংলাভাষায় নগীব মাহফুজের কোনো বইয়ের এটাই সম্ভবত প্রথম অনুবাদ।

আলী আহমদ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এক

আবার সে স্বাধীনতার প্রাণদায়ী বাতাস বুক ভরে গ্রহণ করল। কিন্তু অসহ্য ভ্যাপসা গরম আর ধূলিমলিন বাতাসে দম প্রায় বন্ধ হয়ে আসছিল এবং পুরনো নীল রঙের একটি স্যুট ও একজোড়া জুতো ছাড়া তার জন্য আর কেউই বাইরে অপেক্ষা করছিল না।

ভেতরের অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশাসহ জেলের দরজা যতই তার থেকে পিছু হটে যেতে থাকল, ততই রোদে তেতে-ওঠা রাস্তা, ঘ্যাঁচঘ্যাঁচ আওয়াজ তুলে চলে-যাওয়া গাড়ি এবং স্থির কিংবা চলমান মানুষের দঙ্গল নিয়ে পৃথিবী তার দিকে ফিরে আসতে লাগল।

কারো মুখে একটু হাসি নেই, কিংবা কাউকে দেখে সুখী মনে হচ্ছিল না। কিন্তু এই লোকদের মধ্যে তার চেয়ে কে বেশি দুর্ভোগ সহ্য করেছে? বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হয়ে তার জীবনের চার চারটি বছর নিঃশেষে ঝরে গেছে। এবার সময় ঘনিয়ে আসছে মোকাবেলার, যখন তার ক্রোধ বিস্ফোরণ ঘটিয়ে আগুন জ্বালাবে, যখন বিশ্বাসঘাতকেরা আমরণ যন্ত্রণায় ছটফট করবে, এক কথায় বিশ্বাসঘাতকতা চরম মূল্যে তার দেনা শোধ করবে এবার।

নবাইয়া। ইলীষ। তোমাদের দুটো নাম আমার মনে একাকার হয়ে যায়। বছর-বছর ধরে এই দিনটির কথা তোমরা নিশ্চয়ই ভেবে থাকবে, কিন্তু এর মধ্যে একবার কল্পনাও করিনি যে, জেলের দরজা সত্যি-সত্যিই একদিন খুলবে। এখন তোমরা পর্যবেক্ষণ করতে থাকবে, কিন্তু ফাঁদে পা আমি দেব না। সঠিক সময়ে নিষ্ঠুর নিয়তির মতো আঘাত হানব আমি।

আর সানা? সানার কী হয়েছে?

ওর কথা মনে পড়তেই গরম ও ধূলা, ঘৃণা ও ব্যথা সব দূর হয়ে গিয়ে এক বৃষ্টিধোয়া স্বচ্ছ আকাশের মতো অন্তর্লোক ভালবাসায় জ্বলজ্বল করতে লাগল।

জানি না ছোট্ট খুকীটি তার বাপ সম্পর্কে কতখানিই বা জানে। হয়ত কিছুই না। এই রাস্তা, জনস্রোত কিংবা রৌদ্রগলিত বাতাসের চেয়ে সে একটুও বেশি জানে না।

স্বপ্নে একটি আদল যেমন একটু-একটু করে আকার-আকৃতি পায় তেমনি সুদীর্ঘ চার বছর ধরে সে ধীরে ধীরে তার মনে ও চিন্তার জগতে আস্তে আস্তে করে বড় হয়ে উঠেছে। এবার কী অদৃষ্ট তাকে থাকার মতো সুন্দর একটি জায়গা দেবে যেখানে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এরূপ ভালবাসা সমান ভাগাভাগি করে নেয়া যায়, যেখানে সে আবার পাওয়ার আনন্দ পেতে পারে, নবাইয়া ইলীষ তাকে যা করেছে তা যেখানে কষ্টদায়ক হলেও প্রায়-ভুলে-যাওয়া স্মৃতিমাত্র হয়ে থাকবে?

তোমার যত চালাকি, যত শঠতা আছে তা সব একত্র করে কারাপ্রাচীরের ভেতরে যে অদ্ভুত সহ্য ক্ষমতা তুমি দেখিয়েছ সেইরকম ক্ষমতা দিয়ে প্রচণ্ড আঘাত হানতে হবে। দেখো এই একটি মানুষ– যে মাছের মতো ডুবতে পারে, বাজের মতো উড়তে পারে, ইঁদুরের মতো দেয়াল টপকাতে পারে, আর পারে গুলির মতো সুঠাম দরজা ভেদ করে চলে যেতে।

তোমার সামনে যখন প্রথম পড়বে তখন তাকে দেখতে কেমন লাগবে? কী করে তার চোখ সরাসরি তোমার চোখের দিকে চাইবে? তুমি কী ভুলে গেছ, ইলীষ, কেমন কুত্তার মতো আমার পায়ে পায়ে ঘুরতে? আমিই তো সে ছিলাম, নাকি, যে তোমাকে নিজের দু'পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে শিখিয়েছিল, যে সিগারেটের পরিত্যক্ত শেষাংশের মতো তোমাকে মানুষ করেছিল? তুমি ভুলে গেছ, ইলীষ, কিন্তু এ ব্যাপারে তুমি একা নও। সেও ভুলে গেছে, সেই মহিলা যে কীট, পঙ্ক, বিশ্বাসঘাতকতা ও অসতীত্বের নরক থেকে উঠে এসেছিল।

এই সমস্ত অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে, সানা, শুধু তোমার মুখের হাসিটিই আমার চোখে পড়ে। দেখা হলেই বুঝতে পারব আমাকে তুমি কী চোখে দেখবে। একদা মানুষ যেখানে আনন্দফূর্তি করত কিন্তু এখন বিষণ্ন তোরণশ্রেণী ছাড়িয়ে রাস্তার এই দৈর্ঘ্যটুকু শেষ করলেই, সামনে এবং ওপরের দিকে, কিন্তু গৌরবের পথে নয়। আল্লাহ্‌র কসম, আমি তোমাদের সবাইকে ঘৃণা করি।

দোকান-পাট, ঘর-দুয়ারের দরজা বন্ধ। অলিগলির ভেতরই শুধু খোলা। ওখানে শুধু ষড়যন্ত্রই আঁটা হয়।

সে যে ফুটপাত দিয়ে হেঁটে আসছিল তার উপর মাঝে-মাঝেই ফাঁদের মতো গর্ত ছিল; রাস্তার চলমান গাড়ির গর্জন ও চিৎকার যেন অসহ্য গালমন্দ।

ফুটপাতের দিকের আবর্জনাস্তূপ থেকে যেন বিভ্রান্ত চিৎকার চুঁয়ে-চুঁয়ে পড়ছে। (আল্লার কসম, আমি তোমাদের সবাইকে ঘৃণা করি।) প্রলোভনের গৃহবিতান, চোখবিহীন হয়েও ওদের জানালা যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে, পলেস্তারা খসে পড়া দেয়াল যেন হাউ-হাউ করে ভর্ৎসনা করছে। এবং সেই অদ্ভুত গলি, আল-সেরাফি লেন, আহ! যার চিন্তা মনকে বিষাদময় স্মৃতিতে ভারাক্রান্ত করে তোলে। যেখানে চুরি করার পর চোর সুড়ুৎ করে সরে পড়ে হাওয়া হয়ে গিয়েছিল। (জাহান্নামে যাক বিশ্বাসঘাতকেরা)। ঐখানেই আস্তে করে ঢুকে পড়ে পুলিশ তোমাকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলেছিল)।

এই সেই ছোট্ট সড়ক যেখান দিয়ে বছরখানেক আগে ঈদের মিষ্টান্ন বানানোর জন্য তুমি মাথায় করে ময়দা নিয়ে যাচ্ছিলে, আর সেই মেয়েমানুষটি কাপড়ের পট্টিতে সানাকে জড়িয়ে নিয়ে তোমার আগে আগে হাঁটছিল। গৌরবময় দিন– কেউ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জানে না কী বাস্তবই না সেগুলো ছিল– ঈদ, ভালবাসা, পিতৃত্ব, অপরাধ। এ জায়গাটুকুতে সব যেন মিলেমিশে আছে।

বিশাল বিশাল মসজিদ এবং তারও ওপারে, নির্মল আকাশের পটভূমিতে দাঁড়ানো দুর্গ। তারপর রাস্তা গিয়ে পড়েছে যে উন্মুক্ত চত্বরে সেখানে তপ্ত সূর্যের নিচে সবুজ পার্কে শুকনো বাতাস বয়, গরম সত্ত্বেও বেশ আরামদায়ক– সমস্ত জ্বালাময় স্মৃতিসমেত দাঁড়ানো দুর্গ-চত্বর।

এখন যা জরুরি তা হল তোমার মুখমণ্ডলকে প্রশান্ত করা, তোমার অনুভূতির ওপর খানিকটা ঠাণ্ডা পানি ছিটিয়ে দেয়া, আপোসকামী ও বন্ধুভাবাপন্নরূপে নিজেকে উপস্থাপিত করা, এক কথায় পরিকল্পিত ভূমিকাটি যোগ্যতার সাথে পালন করে যাওয়া।

চত্বরের মাঝ দিয়ে আড়াআড়ি হেঁটে গিয়ে সে ইমাম সড়কে পড়ল এবং এর শেষ মাথায় তিনতলা বাড়িটির কাছাকাছি না-আসা পর্যন্ত ঐ সড়ক ধরেই আসতে লাগল। এ সড়কের শেষ মাথায় এসে ছোট দুটো রাস্তা বড় রাস্তায় এসে মিশেছে।

এই সামাজিক সাক্ষাৎকারেই বুঝা যাবে তাদের মনে কী আছে। সুতরাং এই রাস্তা ও তার ওপর যা যা আছে ভালো করে খেয়াল করো। যেমন ধরো, ঐ দোকানগুলো ইঁদুরের মতো ঠাসাঠাসি করে যেখান থেকে লোকগুলো তোমার দিকে ড্যাবড্যাব করে চেয়ে আছে।

"সায়ীদ মাহরান" তার পেছন থেকে একটি কণ্ঠ বলে উঠল। "কী অবিশ্বাস্য!"

হাঁটার গতি খানিকটা কমিয়ে দিয়ে লোকটিকে সে তাকে ধরতে দিল; উভয়ের হাসির অন্তরালে আসল অনুভূতি গোপন রেখে তারা পরস্পর সালাম বিনিময় করল।

হুঁ, বেজন্মার বন্ধুও আছে। সে এখন জানতে পারবে এই শুভেচ্ছা বিনিময়ের হেতু কী। মেয়েদের মতো নিজেকে গোপন রেখে তুমি হয়ত দরজার ফাঁক দিয়ে চেয়ে আছো, ইলীষ।

"আপনাকে ধন্যবাদ, বায়াযা সাহেব।"

রাস্তার উভয় পাশের দোকানপাট থেকে লোকজন এসে তাদের কাছে জড়ো হতে লাগল; সুউচ্চ আর উষ্ণ কণ্ঠে অভিনন্দন আসতে লাগল এবং সায়ীদ অচিরেই নিজেকে লোকজন দ্বারা পরিবেষ্টিত দেখতে পেল– নিঃসন্দেহে তার শত্রুর বন্ধুরা– আন্তরিকতা দেখানোর প্রতিযোগিতায় যারা একে অপরকে ছাড়িয়ে যাবার চেষ্টা করতে লাগল।

"আল্লাহ্ মেহেরবান, তুমি ভালয় ভালয় আবার ফিরে এসেছ!"

"এই আমরা তোমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি।"

"আমরা সবাই আশা করেছি, বলেছি, তুমি বিপ্লব-বার্ষিকীতে মুক্তি পাবে।"

"আল্লাহ্ এবং তোমাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, ভাইসব," তার পটলচেরা বাদামি চোখে তাদের দিকে সরাসরি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সে বলল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বায়াযা তার কাঁধ চাপড়ে দিল। "চলো, দোকানের মধ্যে গিয়ে কোমল পানীয়সহকারে তোমার মুক্তি উদ্‌যাপন করি।"

"পরে," আস্তে করে সে বলল, "আমি যখন ফিরে আসব।"

"ফিরে?"

বাড়িটির দোতলা লক্ষ্য করে একজন চেঁচিয়ে বলল : "ইলীষ সাহেব, ইলীষ সাহেব, সায়ীদ মাহরানকে অভিনন্দন জানাতে নিচে নেমে আসুন।"

কালো কুত্তার বাচ্চা, ওকে সাবধান করে দেবার কোনো প্রয়োজন নেই! আমি তো প্রকাশ্য দিবালোকেই এসেছি। আমি জানি তোরা নজর রাখছিলি।

"কীসে থেকে ফিরে?" বায়াযা জিজ্ঞেস করল।

"জরুরি কিছু কাজ শেষ করতে হবে।"

"কার সাথে?" বায়াযা বলল।

"তুমি কী ভুলে গেছ, আমি একজন বাপ? এবং আমার ছোট্ট মেয়েটি ইলীষের কাছে আছে?"

"না। কিন্তু প্রত্যেক মতানৈক্যেরই একটি সমাধান আছে। পবিত্র আইনে।"

"এবং একটা সমঝোতায় পৌঁছানোই সর্বোত্তম পন্থা," কেউ একজন বলে উঠল।

"সায়ীদ, তুমি সবে জেল থেকে খালাস পেয়েছ," তৃতীয় একজন আপোসের সুরে বলল। "বুদ্ধিমানেরা তাদের অবস্থা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে।"

"মীমাংসায় পৌঁছুনো ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশে এখানে এসেছি কে বলল?"

দোতলার একটি জানালা খুলে গেলে তা দিয়ে ইলীষ নিচের দিকে গলা বাড়িয়ে দিল এবং নিচের সবাই চাপা উত্তেজনা নিয়ে তার দিকে চোখ তুলল। কেউ একটি শব্দ উচ্চারণ করার আগেই পুলিশী বুট ও ডোরাকাটা কাপড় পরনে বড়সড় গোছের একটি লোক সামনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল। সায়ীদ গোয়েন্দা হাসিবুল্লাহকে চিনতে পেরে অবাক হওয়ার ভান করল।

"উত্তেজিত হয়ো না। আমি কেবল একটি সন্তোষজনক সমঝোতায় পৌঁছার জন্যই এসেছি," বেশ অনুভূতিসহকারে সে বলল।

গোয়েন্দাটি এগিয়ে এসে অর্জিত গতি ও কৌশলসহকারে তার সমস্ত শরীরে হাত বুলিয়ে তল্লাশি চালিয়ে নিল। "চুপ, বেজন্মা শয়তান। কী চাস্ বলছিলি?"

"আমার মেয়ের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একটি সমঝোতায় পৌঁছানোর জন্যই এসেছি।"

"সমঝোতা বলতে কী বুঝায় তা তুই যেন কত বুঝিস!"

"আমার মেয়ের খাতিরে আমি সত্যিই বুঝি।"

"কোর্টে গিয়ে দেখতে পারো।"

ওপর থেকে ইলীষ চেঁচিয়ে বলল, "ওকে ওপরে আসতে দাও। এসো, এসো, তোমরা সবাই ওপরে উঠে এসো।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সবাইকে তোমার পেছনে জড়ো করো, ভীতু। তোমার রক্ষাব্যূহ কতখানি শক্ত তা-ই কেবল পরীক্ষা করতে এসেছি। তোমার সময় এসে যখন উপস্থিত হবে, তখন গোয়েন্দা কিংবা শক্ত দেয়াল তোমাকে রক্ষা করতে পারবে না।

সবাই বসার ঘরে জড়ো হয়ে চেয়ার ও সোফায় গ্যাঁট হয়ে বসল। জানালাগুলো সব খুলে দেয়া হল; আলোর সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দিক থেকে ঝাঁকেঝাঁকে মাছিও এসে ঘরে ঢুকল। আকাশি রঙের কার্পেটে সিগারেট-পোড়ার কালো কালো দাগ। একদিকের দেয়ালে দুহাতে একটি ছড়ি ধরা ইলীষের বড় ধরনের একখানা ছবি। ঘরসুদ্ধ লোকজনদের দিকে সে যেন তাকিয়ে আছে। গোয়েন্দাটি এসে ইলীষের পাশে বসে তসবিহ টিপতে লাগল।

ইলীষ সিদ্রা বসার ঘরে এসে ঢুকল। তার পিঁপের মতো শরীরের চতুর্দিকে ঢিলেঢালা জোব্বা আরো যেন ফেঁপে উঠেছে, বর্গাকৃতি চিবুকের ওপর যেন মাংসল গোলাকৃতির মুখমণ্ডলটি আরো মাংসল দেখাচ্ছে। বিশাল নাসিকার মাঝখানটা একটা ভাঁজ দিয়ে সোজা এসে ঠোঁটের ওপর শাস্ত্রীর মতো দাঁড়িয়ে আছে। "আল্লাহ্‌র হাজারো শুকরিয়া, তুমি ভালোয়-ভালোয় ফিরে এসেছ!" তার যেন ভয় পাবার কিছু নেই এমনি একটি ভঙ্গিতে সে বলল। কিন্তু কেউ টুঁ শব্দটি উচ্চারণ করছিল না, সবার চোখের ব্যগ্র চাহনি এর মুখ থেকে ওর মুখের ওপর ঘুরে বেড়াচ্ছিল। সব মিলিয়ে একটি চাপা উত্তেজিত বাতাবরণ। অবশেষে ইলীষ আবার শুরু করল, "যা হবার তা হয়ে গেছে, এমন ঘটনা আজকাল হরহামেশাই ঘটছে; অশান্তি ঘটে, পুরনো বন্ধুত্ব কখনো কখনো ভেঙে যায়, কিন্তু লজ্জাজনক কাজই কেবল মানুষকে লজ্জা দিতে পারে।"

তার আঁটোসাঁটো শক্তিমান শরীর ও চকচকে চোখ নিয়ে সায়ীদের নিজেকে একটা মস্ত হাতির ঝাঁপ দিতে উদ্যত গুটিশুটি মারা সিংহের মতো মনে হচ্ছিল। নিজের অজান্তেই সে ইলীষের কথাগুলো পুনরায় উচ্চারণ করে গেল ঃ "লজ্জাজনক কাজই কেবল মানুষকে লজ্জা দিতে পারে।"

অনেক জোড়া চোখ তার দিকে ঘুরে তাকাল, তসবিহ টিপতে টিপতে গোয়েন্দার আঙুল হঠাৎ থমকে দাঁড়াল; এদের সবার মনে চিন্তার স্রোত কোন দিকে বইছিল অনুভব করতে পেরে, সে অনুচিন্তন হিসেবে যোগ করল, "তুমি যা বলেছ তার প্রত্যেকটি বর্ণের সাথে আমি একমত।"

"বাজে বকবকানি বন্ধ করে কাজের কথায় আসো।" গোয়েন্দাটি ফোঁড়ন কাটল।

"কোন্ কাজের কথা?" কিছু না বুঝতে পারার মতো করে সায়ীদ বলল।

"কাজের কথা তো একটাই, আর তা হচ্ছে তোমার মেয়ে সম্পর্কে।"

আর আমার স্ত্রী ও টাকা-পয়সা– তার কী হবে, ঘেঁয়ো কুকুর। তোকে দেখিয়ে ছাড়ব। একটু অপেক্ষা কর। তোর চোখে তখন যে দৃষ্টি ফুটে উঠবে তা আমার এখনই দেখতে অনেক সাধ জাগে। তোর সে করুণ দৃষ্টি দেখে তোর চেয়ে তখন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গুবরে পোকা বিছা ও কীটকেও সম্মান করতে ইচ্ছে করবে, হারামজাদা। মেয়েদের সুমিষ্ট কণ্ঠস্বরে যে লোক আকুল হয় সে অভিশপ্ত।

কিন্তু সায়ীদ সম্মতিসূচক মাথা নাড়ল।

চাটুকারদের মধ্যে একজন বলল, "মায়ের সঙ্গে তোমার মেয়ে নিরাপদেই আছে। আইনানুসারে দু-বছরের মেয়ে মায়ের সাথেই থাকার কথা। তুমি চাইলে প্রত্যেক সপ্তাহেই একবার তোমার সাথে দেখা করিয়ে আনতে পারি।"

বসার ঘরের বাইরেও যাতে শব্দ পৌঁছায় সেই উদ্দেশে গলার স্বর খানিকটা উঁচু করে সায়ীদ বলল : "তার কারণে যে সমস্ত ঘটনা ঘটে গেছে তাই আইনানুসারে মেয়ের আমার তত্ত্বাবধানেই থাকা উচিত।"

"কী বলতে চাও?" হঠাৎ রাগান্বিত স্বরে ইলীষ বলল।

"তর্ক-বিতর্কে তোমার মাথা ধরে যাবে–," তাকে শান্ত করার উদ্দেশে গোয়েন্দাটি বলল।

"আমি কোনো অন্যায় করিনি। আমি যা করেছি তা আংশিক নিয়তি ও ঘটনাচক্রে এবং আংশিক শিষ্টাচার ও আমার কর্তব্যবোধ থেকেই করেছি। এবং ছোট্ট মেয়েটার কথা চিন্তা করেই অনেকটা এ পথে এগিয়েছি।"

সত্যিই কর্তব্যবোধ ও সৌজন্যের কী পরাকাষ্ঠা, কালসাপ! প্রতারণা, বিশ্বাসঘাতকতা ও অনির্ভরযোগ্যতায় দ্বিগুণিত প্রতিমূর্তি! হাতুড়ি-কুড়াল দিয়ে পিটিয়ে নিঃশেষ করা উচিত। গলায় ফাঁস দিয়ে ঝুলিয়ে রাখা উচিত। জানি না, সানা দেখতে এখন কেমনটি হয়েছে।

"আমি তাকে অভাবের মধ্যে ফেলে রেখে যাইনি," যতটা সম্ভব শান্তভাবে সায়ীদ বলল।

"আমার টাকা এবং তা প্রচুর, সবই তো তার কাছে ছিল।"

"অর্থাৎ তোমার লুটের টাকা"-, গোয়েন্দাটি গর্জন করে উঠল, "যার অস্তিত্ব তুমি আদালতে অস্বীকার করেছ!"

"ঠিক আছে, ঐ টাকাকে তুমি যেভাবে ইচ্ছা বর্ণনা করতে পারো। কিন্তু তা গেল কোথায়?"

"তোমরা বিশ্বাস করো, ভাইসব, একটা পয়সাও ছিল না," জোরালো কণ্ঠে প্রতিবাদ করে উঠল ইলীষ, "মহিলা দুঃসহ দুরবস্থার মধ্যে ছিল। আমি আমার মানবিক কর্তব্য করেছি মাত্র।"

"তাহলে এই আরাম ও বিলাস-ব্যসনে তুমি থাকতে সক্ষম হচ্ছ কি করে," চ্যালেঞ্জের সুরে সায়ীদ বলল, "এবং এত উদার হস্তে অন্যের পেছনেও পয়সা ঢালছ?"

"তুমি কি আল্লাহ্ নাকি যে আমার হিসেব নিতে বসেছ?"

"থামো, থামো, শয়তানকেও তুমি লজ্জা দিচ্ছ, সায়ীদ," ইলীষের আরেক বন্ধু বলল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"আমি তোমার নাড়িনক্ষত্রের খবর জানি, সায়ীদ," ধীরে-ধীরে গোয়েন্দা বলল। "অন্য সবার চেয়ে তোমার চিন্তার গতিধারা আমি ভালো বুঝতে পারি। তুমি কেবল নিজেরই ধ্বংস ডেকে আনবে। মেয়েটির বিষয়েই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখো। তোমার জন্য সেটাই সবচেয়ে মঙ্গলজনক হবে।"

দৃষ্টি গোপন করার উদ্দেশে সায়ীদ নিচের দিকে তাকাল, তারপর হাল ছেড়ে দেয়ার ভঙ্গিতে একটু হাসি দিয়ে বলল, "আপনি ঠিকই বলেছেন, অফিসার।"

"আমি তোমার ভেতর-বাহির সবটুকুই দেখতে পাই। কিন্তু তোমার পথেই এখন চলব। উপস্থিত ভদ্রলোকদের সম্মানেই। কেউ একজন মেয়েটিকে নিয়ে আসুন তো। ও-কী ভাবছে তাই-ই প্রথমে দেখা ভালো হবে, না কী?"

"আপনি কী বলতে চান, অফিসার?"

"সায়ীদ, আমি তোমাকে চিনি। তুমি মেয়ে চাও না। এবং তুমি ওকে রাখতেও পারবে না, কারণ তোমার নিজের মাথা গোঁজার ঠাঁই পাওয়াই বেশ কষ্টসাধ্য হবে মনে হয়। কিন্তু মেয়েকে তোমাকে দেখানো উচিত ও ন্যায়ানুগ। মেয়েটিকে এখানে নিয়ে আসুন।"

অর্থাৎ ওর মাকে এখানে নিয়ে এসো। ইচ্ছা হয় তার সাথে যদি একবার চোখাচোখি হয়ে যেত তাহলে নরকের অন্যতম গোপন সুড়ঙ্গ দেখতে পেতাম। আহ, হাতুড়ি ও কুড়াল দিয়ে সব তছনছ করে দিতে পারতাম যদি!

মেয়েটিকে আনার জন্য ইলীষ বেরিয়ে গেল। ফিরতি পদক্ষেপের শব্দে সায়ীদের হৃৎপিণ্ডে যেন হাতুড়ির ঘা পড়তে লাগল এবং দরজার দিকে দৃষ্টি ফেলতে গিয়ে বেখেয়ালে নিজের ঠোঁটের ভেতরের দিকটা কামড়ে দিল। আশাপূর্ণ অপেক্ষা ও স্নেহকোমল অনুভূতি তার সমস্ত ক্রোধ নিশ্চিহ্ন করে দিল।

মনে হল হাজার বছরের অপেক্ষার পর যেন মেয়েটি এসে উপস্থিত হল। সে মনে হল অবাক হয়েছে। পরনে সুন্দর একটি সাদা ফ্রক। সাদা পিপারের ফাঁক দিয়ে মেহেদিরাঙানো ওর পায়ের সুন্দর-সুন্দর আঙুলগুলো দেখা যাচ্ছিল। শ্যামলপনা মুখে বড়-বড় দুটো চোখ দিয়ে ও জুলজুল করে সায়ীদের দিকে তাকিয়ে থাকল। মাথায় অবিন্যস্ত কালো চুল কপালের ওপর এসে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। সায়ীদ তার সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে যেন নিঃশেষে ওর সবটুকু সত্তাকে শুষে নিতে লাগল। হকচকিয়ে সে আশপাশে অন্য সবার মুখের দিকে চাইল, তারপর বিশেষ করে সায়ীদের দিকে। সে কিন্তু পলকহীন চোখে গভীর দৃষ্টি দিয়ে মেয়ের দিকে তাকিয়ে আছে তো আছেই। কিছুতেই দৃষ্টি সে অন্যত্র সরিয়ে নিতে পারছিল না। পেছন দিয়ে কেউ ঠেলছিল বলে কার্পেটের ওপর পা শক্ত করে গোঁজ হয়ে দাঁড়াল এবং সায়ীদ যেদিকে তার উল্টোদিকে বেঁকে থাকল। হঠাৎই সর্বস্ব হারানোর এক বেদনার্ত অনুভূতির বিষম চাপে সে পিষ্ট হয়ে যেতে লাগল।

তার পটলচেরা চোখ, ডিম্বাকৃতির লম্বাটে মুখমণ্ডল এবং সুন্দর সরু নাসিকা সত্ত্বেও সে যেন তার মেয়ে নয়। অন্তরাত্মা ও রক্তের সহজাত সম্পর্ক কোথায়? তাও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কি প্রতারক, বিশ্বাসহন্তা? এতসব সত্ত্বেও ওকে চিরকালের জন্য বুকে জড়িয়ে রাখার সর্বগ্রাসী আকাঙ্ক্ষা সে কী করে প্রতিহত করবে?

"এই তোমার বাবা, খুকি," অধৈর্য হয়ে গোয়েন্দাটি বলল।

"ওকে সালাম দাও," ভাবলেশহীন মুখে বলল।

ও একটি ইঁদুরের মতো। কীসের ভয় ওর? ও কী জানে না, আমি ওকে কত ভালবাসি?

সায়ীদ ওর দিকে হাত বাড়াল, কিন্তু দম আটকে আসায় কিছুই বলতে পারল না, ঢোক গিলে কোনোরকমে কোমল ও বন্ধুত্বসুলভ একটি হাসি ঠোঁটে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হল।

"না!" সানা বলল। সে পিছিয়ে গিয়ে আস্তে করে ঘর থেকে সরে পড়ার চেষ্টা করল, কিন্তু পেছনে দাঁড়ানো এক লোক ওকে ধরে ফেলল। "আম্মু!" ও চেঁচিয়ে উঠল, কিন্তু লোকটি পেছন থেকে আস্তে করে সামনে ঠেলে দিতে-দিতে বলল, "আব্বুর সাথে কথা বলো।" একধরনের বিদ্বেষপূর্ণ কৌতূহল নিয়ে সবাই তাকিয়ে থাকল।

সায়ীদ এবার বুঝল যে, জেলের বেত্রাঘাত সে যতটা নিষ্ঠুর ভাবত ততটা নিষ্ঠুর তা নয়। "আমার কাছে এসো, সানা," অর্ধ-দাঁড়ানো অবস্থায় ওর দিকে এগোতে-এগোতে করুণ আকৃতি জানাতে লাগল সায়ীদ। মেয়ের অস্বীকৃতি সে আর সহ্য করতে পারছিল না।

"না?" মেয়ে চিৎকার করে বলল।

"আমি তোমার আব্বু।" অবাক বিস্ময়ে সানা ডাগর-ডাগর চোখ তুলে ইলীষ সিদ্রার দিকে তাকাল, কিন্তু বেশ জোর দিয়ে সায়ীদ আবার বলল, "আমি তোমার আব্বু, আমার কাছে এসো।" ও আরো পিছিয়ে গেল। সায়ীদ প্রায় জোর করে ওকে কাছে টেনে আনল। এতে সে চেঁচানো শুরু করে দিল এবং যত তার বাপ কাছে টানতে লাগল তত সে হাত-পা ছুঁড়তে-ছুঁড়তে আরো জোরে চেঁচাতে লাগল। ব্যর্থতা ও হতাশা অবজ্ঞা করে সামনের দিকে ঝুঁকে মেয়েকে সে চুমু খাওয়ার চেষ্টা করল, কিন্তু তার ঠোঁটে এসে লাগল ছোট্ট একটি বাহুর ধাক্কা। "আমি তোমার আব্বু। ভয় পেয়ো না, আমি তোমার বাপ।" ওর চুলের ঘ্রাণ ওর মায়ের স্মৃতি মনে পড়িয়ে দিল, সায়ীদের চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল। বাচ্চাটি ধ্বস্তাধ্বস্তি করতে-করতে আরো জোরে কান্নাকাটি করতে লাগল। অবশেষে গোয়েন্দাটি মধ্যস্থ হয়ে বললঃ "একটু আস্তে-আস্তে, বাচ্চা তো তোমাকে চেনে না।"

পরাজয় মেনে নিয়ে সায়ীদ ওকে ছেড়ে দিল। সটান বসে সায়ীদ রাগতস্বরে বলল, "আমি ওকে নিয়ে যাব।"

নীরবতার একটি মুহূর্ত কেটে গেলে বায়াযা বলল, "আগে শান্ত হও।"

"ও আমার কাছে থাকবে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"সেটা জজ সাহেবকেই ঠিক করতে দাও–," বেশ চড়া সুরে গোয়েন্দাটি বলল, তারপর জিজ্ঞাসু চোখে ইলীষের দিকে চেয়ে বলল, "ঠিক আছে?"

"এ ব্যাপারে আমার কিছুই করণীয় নেই। ওর মা একমাত্র আদালতের নির্দেশ ছাড়া ওকে হাতছাড়া করবে না।"

"আমি প্রথমেই তাই বলেছিলাম। আর কিছু বলার নেই। এখন কোর্টের ওপরই সবকিছু নির্ভর করছে।"

সায়ীদ বুঝল, তার ক্রোধ একবার যদি প্রকাশ পাওয়া শুরু করে তাহলে তা নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্পূর্ণভাবে তার সাধ্যাতীত; সুতরাং সুদূর অতীতের যে ঘটনাবলি সে ভুলে গেছে সেই সমস্ত মনে এনে অনেক কষ্টে নিয়ন্ত্রণে এনে যতটা শান্তভাবে সম্ভব বলল, "হ্যাঁ, আদালতের ওপরই নির্ভর করছে।"

"এবং তুমি নিজেই দেখতে পাচ্ছ, মেয়ের যত্নআত্তির কোনোরকম ত্রুটি হচ্ছে না," বায়াযা বলল।

"প্রথমে ভদ্রগোছের একটা কিছু কাজ জুটিয়ে নাও," শ্লেষাত্মক হাসি দিয়ে গোয়েন্দাটি বলল।

নিজেকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে এনে সায়ীদ বলল, "হ্যাঁ, অবশ্যই। সবই সত্য। মন খারাপ করার কিছু নেই। সমস্ত বিষয়টিই আমি আবার ভেবে দেখব। অতীত ভুলে গিয়ে একটা কাজের বন্দোবস্ত করে সময় যখন আসবে তখন মেয়ের যুৎসই একটি থাকার জায়গা করাই হবে সর্বোত্তম পন্থা।"

বক্তব্য শেষ হলে ঘরময় যে বিস্মিত নীরবতা বিরাজ করছিল সেই অবসরে পারস্পরিক দৃষ্টি বিনিময় হতে লাগল, তার কিছু অবিশ্বাসের, কিছু হয়ত বা নয়। তসবিহটি আবার হাতে তুলে নিয়ে গোয়েন্দা জিজ্ঞেস করল, "এবার কী তাহলে শেষ হল?"

"হ্যাঁ," সায়ীদ উত্তর দিল। "আমি শুধু আমার বইগুলো চাই।"

"তোমার বই?"

"হ্যাঁ।"

"অধিকাংশই সানা হারিয়ে বা নষ্ট করে ফেলেছে," বেশ জোরেই ইলীষ বলল, "কিন্তু যা' অবশিষ্ট আছে আমি তোমাকে এনে দিচ্ছি।" কয়েক মিনিটের জন্য সে অদৃশ্য হয়ে গেল এবং হাতে একগাদা বই নিয়ে ফিরে এসে সেগুলো কক্ষের মাঝখানে রাখল।

সায়ীদ একটার পর একটা বই নেড়েচেড়ে পৃষ্ঠা উল্টেপাল্টে দেখতে লাগল। "হ্যাঁ" বিষাদ ভারাক্রান্ত কণ্ঠে সে মন্তব্য করল, "অধিকাংশই নিখোঁজ হয়ে গেছে।"

"এত বিদ্যা তুমি অর্জন করলে কী করে?" মিটিং শেষ হয়ে গেছে এমন ইঙ্গিত দিয়ে দাঁড়াতে-দাঁড়াতে হেসে বলল, "পড়ার বইপত্তরও কী চুরি করে যোগাড় করেছ নাকি?"

শুধু সায়ীদ ছাড়া আর সবাই ঠোঁট টিপে হাসল। সে বইগুলো বগলদাবা করে বেরিয়ে গেল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুই

জবল সড়ক ধরে হাঁটতে-হাঁটতে বাড়িটির দরজার দিকে চেয়ে সে দেখল যে অন্য সব সময়ের মতো আজো তা খোলা। মুকাত্তাম পাহাড়ের দেয়াল দিয়ে ঘেরা অনেক সুখময় স্মৃতির দারাসা কোয়ার্টার এখানেই অবস্থিত। বালুময় ভূমির সবখানে বাচ্চাকাচ্চা সমেত ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে বিভিন্ন রকমের পশু। আবেগ ও পরিশ্রমে হাঁসফাঁস করতে থাকা ছোট-ছোট মেয়েগুলোর দিকে সায়ীদ সন্তুষ্টচিত্তে চেয়ে দেখতে লাগল। অস্তগামী সূর্যের উল্টোদিকে পাহাড়ের ছায়ায় তার চতুর্দিকে এখানে সেখানে ইতস্তত লোকেরা গা এলিয়ে বসেছিল।

খোলা দরজার সামনে এসে থমকে দাঁড়িয়ে সে কবে এখানে শেষবার এসেছিল তা স্মরণ করতে চেষ্টা করল। প্রায় বাবা আদমের সময়কার মতো বাড়িটির সৌষ্ঠবহীনতা চোখে পড়ার মতো। বেশ বড় আকারের উন্মুক্ত উঠানের বাম কোণে বাঁকা মাথা নিয়ে দাঁড়ানো লম্বা এক তালগাছ; ডানদিকে খোলা দরজাঅলা একটা লম্বা করিডোর একটা একক কক্ষে গিয়ে শেষ হয়েছে, এই অদ্ভুত ঘরে কোনো দরজাই বুঝি কখনো বন্ধ থাকে না। তার হৃৎপিণ্ড বেশ জোরে-জোরে ধপ-ধপ করতে-করতে তাকে যেন সুদূর অতীতে বাল্যকালের প্রশান্ত সময়ে নিয়ে গেল যখন স্বপ্ন ছিল, ছিল এক স্নেহময় পিতা এবং তার নিষ্পাপ মনের অনেক প্রত্যাশা। তার মনে পড়ল, সমস্ত উঠানভর্তি মানুষ, অন্তরের গভীর প্রদেশ থেকে আল্লাহ্‌র নাম প্রতিধ্বনিত করে যিকির করতে-করতে মৃদু দুলছিল। "দেখো এবং শোনো, শেখো এবং মন খুলে দাও," তার বাবা বলত। ঈমাম ও স্বপ্নের দ্বারা তার মধ্যে যে স্বর্গীয় আনন্দের সঞ্চার হত তাছাড়াও আরো আনন্দের ব্যাপার ছিল। আর তা হল সবুজ চা পান আর গান গাওয়ার আনন্দ। আলী আল জুনায়েদী কেমন আছে সে ভাবতে লাগল।

কক্ষের মধ্য দিয়ে কারো মোনাজাতের শব্দ ভেসে আসছিল। মৃদু হেসে সায়ীদ বইগুলো নিয়ে ভেতরে ঢুকল। দেখতে পেল জায়নামাজের ওপর হাঁটু গেড়ে বসে নিঃশব্দে তেলাওয়াতে মগ্ন শেখ। পুরনো কক্ষটি প্রায় আগের মতোই আছে। শেখ সাহেবের মুরিদবর্গকে ধন্যবাদ, মেঝের শতরঞ্চি পাল্টেছে, কিন্তু তার ওপরের খোলা জানালা দিয়ে অস্তগামী সূর্যের শেষ রশ্মি এসে সায়ীদের পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়েছে। ঘরের অন্য দেয়ালগুলো বইভর্তি শেল্‌ফ দিয়ে প্রায় অর্ধেকটাই ঢাকা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আতর-আগরবাতির সুঘ্রাণে সারা ঘর ম-ম করছে, যেন বহু বছর পূর্বের সেই ঘ্রাণ এখনো লেগে আছে সারা ঘরে। বইয়ের বোঝা নামিয়ে রেখে গুটিগুটি পায়ে সে শেখের কাছে এগিয়ে গেল।

"আসসালামু আলাইকুম, হুজুর।"

মোনাজাত শেষ করে শেখ সাহেব মুখ তুলে তাকাল। কপালের দুপাশে সাদা হয়ে আসা একরাশ লম্বা চুলের ওপর চেপে বসানো একটি টুপি, স্বর্গীয় আভা বিস্তার করে খানিকটা কৃশ কিন্তু জীবনীশক্তি বিচ্ছুরণকারী মুখমণ্ডলের চারদিকে ছড়িয়ে আছে শ্বেতশুভ্র দাড়ি। গত আশি বছর ধরে এই পৃথিবী এবং আভাসে খানিকটা পরজগৎও দেখা চোখ দিয়ে শেখ সাহেব তাকে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখতে লাগল, সেই চোখ যার আবেদন, তীক্ষ্ণতা ও আকর্ষণে এখনো কিছু ঘাটতি পড়েনি। সায়ীদ তার বাপের জন্য নস্টালজিয়া, তার নিজের বালসুলভ আশা-আকাঙ্ক্ষা, দূর অতীতের নিষ্পাপ পবিত্রতার স্মরণে দুচোখ উপচিয়ে আসা পানি কোনো রকমে সংবরণ করে ঝুঁকে পড়ে শেখ সাহেবের হাতে চুমু খেল।

"ওয়া আলাইকুমুস্ সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারকাতুহু।" মহাকালের মতো কণ্ঠে শেখ সাহেব বলল।

তার বাবার কণ্ঠস্বর কেমন ছিল? সে তার বাপের মুখ ও ঠোঁট দেখতে পেল এবং তার চোখ দিয়ে কানের কাজ করাবার চেষ্টা করল, কিন্তু কণ্ঠস্বরটি অন্তর্হিত হয়ে গেল। এবং সেই শিষ্যগণ যারা "হে প্রভু, পয়গম্বর তোমার দরজায় উপস্থিত," বলে সুফি মতে যিকীর করত তারা কোথায় এখন?

শেখের সামনে শতরঞ্জির ওপর সে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল।

"আপনার অনুমতি না নিয়েই আমি বসলাম," সে বলল। "আমার মনে আছে আপনি তাই পছন্দ করেন।" সে অনুভব করল শেখ সাহেব একটু হাসল, যদিও সাদা দাড়ি-গোঁফে ঢাকা সে ঠোঁটে কোনো হাসিই পরিদৃশ্যমান হবার কথা নয়। শেখ সাহেবের কী তাকে মনে আছে? "এমন হুট করে আপনার বাড়িতে এসে পড়ার জন্য মাফ করবেন। কিন্তু এ পৃথিবীতে আমার যাওয়ার অন্য কোনো জায়গা নেই।"

শেখ সাহেবের মাথা বুকের ওপর ঝুলে পড়ল। "তুমি তো দেয়াল খোঁজ করো, হৃদয় নয়," সে ফিসফিস করে বলল। সায়ীদ হতবুদ্ধি হয়ে গেল; কী বলা উচিত বুঝতে না-পেরে সে একটি নিশ্বাস ছেড়ে আস্তে মন্তব্য করল, "আমি আজ জেল থেকে মুক্তি পেলাম।"

"জেল?" শেখ সাহেব বলল, চোখ এখনো বন্ধ।

"হ্যাঁ, আপনি গত দশ বছর যাবৎ আমাকে দেখেননি এবং ঐ সময়ের মধ্যে আমার ওপর দিয়ে অনেক অদ্ভুত ঘটনা ঘটে গেছে। আপনার শিষ্যদের মধ্যে যারা আমাকে চেনে তাদের কারো কাছ থেকে হয়ত আপনি তা শুনে থাকবেন।"

"যেহেতু আমি অনেক কিছু শুনি, তাই প্রায় কিছুই শুনতে পাই না।"

"যা হোক, ছদ্মাবরণে আমি আপনার সাথে দেখা করতে চাইনি, তাই বলছি যে, আমি আজই জেল থেকে খালাস পেলাম।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শেখ সাহেব মৃদুভাবে মাথা নাড়তে লাগল, তারপর চোখ খুলে বলল, "তুমি জেল থেকে আসোনি।" কণ্ঠস্বরটি বিষাদ মাখানো।

সায়ীদ মৃদু হাসল। আবার সেই পুরনো দিনের ভাষা, শব্দ যেখানে দ্ব্যর্থক।

"হুজুর, সরকারি জেল ছাড়া অন্য সব জেলই সহনীয়।"

পরিষ্কার চোখে শেখ সাহেব তার দিকে সরাসরি তাকাল, তারপর বিড়বিড় করে বলল, "সে বলছে সরকারি জেল ছাড়া আর সব জেলই সহনীয়।"

সায়ীদ আবার মৃদু হাসল, যদিও ভাব বিনিময়ের আশা সে প্রায় ছেড়েই দিয়েছে এবং জিজ্ঞেস করল, "আমাকে কি আপনার মনে পড়ে?"

"বর্তমান সময় নিয়েই তোমার মাথাব্যথা।"

তার কথা মনে আছে এ সম্পর্কে অনেকটা নিশ্চিত হয়েও সে পাকাপাকি করার জন্য জিজ্ঞেস করল; "আমার বাবা মাহরানের কথা আপনার মনে আছে, আল্লাহ তাঁর রুহের মাগফেরাত করুন।"

"আল্লাহ আমাদের সবার প্রতি দয়া করুন।"

"আহ্, কী চমৎকারই না-ছিল সেই দিনগুলো!"

"যদি পারো তাহলে বর্তমান সম্পর্কে সে কথা বলো।"

"কিন্তু ..."

"আল্লাহ আমাদের সবার প্রতি সহায় হোন।"

"বলছিলাম, আজই আমি জেল থেকে মুক্তি পেয়েছি।"

শেখ সাহেব হঠাৎ করে বেশ শক্তি দেখিয়ে মাথা নাড়াল। এবং ক্রুশের ওপর সে যখন নিস্প্রভ হয়ে আসতে লাগল তখন মৃদু হেসে বলল, "আল্লাহর ইচ্ছা এই-ই ছিল যে এভাবে তাঁর সাথে আমার সাক্ষাৎ হবে।"

আমার বাবা আপনাকে বুঝতে পারত। কিন্তু আমার দিক থেকে আপনি তো চোখ ফিরিয়েই থাকলেন, যেন আমাকে আপনার ঘর থেকেই বের করে দিলেন। এবং তবুও আমি স্বেচ্ছায় এখানে ফিরে এসেছি, এই অস্থিরতা ও ধূপদানের গন্ধের বাতাবরণে, কারণ মাথার ওপর ছাদবিহীন একটি নিঃসঙ্গ লোকের আর কিছু করার ছিল না।

"হুজুর, আমার নিজের একমাত্র মেয়ের প্রত্যাখ্যানের রিক্ততা নিয়ে আমি আপনার কাছে এসেছি।"

শেখ একটি নিশ্বাস ছাড়ল। "আল্লাহ্ তাঁর ক্ষুদ্রতম প্রাণীর কাছে তাঁর গোপন তথ্য ফাঁস করে থাকেন।"

"ভাবলাম আল্লাহ যদি আপনাকে দীর্ঘায়ু করে থাকেন, তাহলে আপনার দরজা আমি খোলা পাব।"

"এবং বেহেশতের দরজা? সেটা কেমন পেলে?"

"কিন্তু পৃথিবীতে আমার যাওয়ার অন্য কোনো জায়গা নেই। এবং আমার নিজের মেয়ে আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"সে যেন একদম তোমারই মতো।"

"কীভাবে, হুজুর?"

"তুমি আশ্রয় খোঁজ করছ, উত্তর নয়।"

খাটো করে ছাঁটা কোঁকড়ানো চুলসমেত মাথাটি তার কালচে চিকন হাতের ওপর এলিয়ে দিয়ে সায়ীদ বলল, "বিপদে পড়লে আমার বাবা আপনাকেই খুঁজে বের করত, সুতরাং আমিও তাই..."

"তুমি একটু আশ্রয় ছাড়া আর কিছুই খোঁজ না।"

সায়ীদ বুঝাতে পারল না কেন, তবু শেখ তাকে চিনতে পেরেছে এ সম্পর্কে নিশ্চিত হবার পর সে অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। "মাথার ওপর শুধু একটু ছাদই নয়," সে বলল। "আমি তার চেয়ে আরো বেশি কিছু চাই। আল্লাহ যেন আমার প্রতি মেহেরবান হন আমি সেই প্রার্থনা জানাতে চাই।"

স্তব পাঠের মতো যেন সুর করে শেখ উত্তর করল। "স্বর্গালোকের দেবী বলল, "তুমি নিজে যখন তাঁর ওপর তেমন সন্তুষ্ট নও, তখন তাঁর সন্তুষ্টি ভিক্ষা করতে লজ্জা করছে না?"

বাইরের শূন্য চত্বরে একটি গাধা ডেকে উঠল, যা কান্নার মতো একটি ঘরঘরে আওয়াজে এসে শেষ হল। কাছে কোথাও কেউ কর্কশ কণ্ঠে গেয়ে উঠল, "কোথা গেল ভাগ্যময় সুন্দর শুভদিন?" মনে আছে একবার "তুমি তিনটি মাত্র আন্দাজ করো" গান গাইতে গিয়ে সে তার বাবার কাছে ধরা পড়ে গিয়েছিল। বাবা মৃদু চপেটাঘাত করে বলেছিল, "পুণ্যবান শেখের কাছে যাওয়ার জন্য এই কী যথোচিত গান হল?" তার মনে পড়ে আধ্যাত্মিক গান গাইতে-গাইতে পরম পুলকে বাবা কেমন মোচড় খেতে থাকত, চোখ ঊর্ধ্বগামী, গলার স্বর ভাঙা, মুখমণ্ডল দিয়ে দর দর করে ঘাম গড়িয়ে পড়ছে। আর সে তখন তালগাছের নিচে বসে স্বর্গীয় আশীর্বাদ স্নাত হয়ে লণ্ঠনের আলোয় শিষ্যদেরকে দেখতে-দেখতে আস্তে-আস্তে কামড়ে এক-আধটি ফল খেত। এ সমস্তই তখন ঘটেছিল যখন পর্যন্ত সে ভালবাসার তপ্ত প্রস্রবণের জ্বালাময় অভিজ্ঞতা অর্জন করেনি।

যেন ঘুমিয়ে আছে এমনিভাবে শেখের চোখ মোদা ছিল এবং ইতোমধ্যে সায়ীদ এই প্রতিবেশ ও বাতাবরণে এতটা খাপ খাইয়ে ফেলেছিল নিজেকে যে, আতর-লোবানের গন্ধ আর তার নাকে বাজছিল না। তার মনে হল, অভ্যাসই হচ্ছে আলস্য, একঘেঁয়েমি ও মৃত্যুর মূল; মনে হল, তার দুর্ভোগ, বিশ্বাসঘাতকতা, অকৃতজ্ঞতা এবং কঠোর পরিশ্রমলব্ধ ফলের অপচয়, এসব কিছুর জন্য অভ্যাসই দায়ী। "এখনো কি এখানে জিকিরের জমায়েত হয়?" শেখকে জাগিয়ে তোলার প্রচেষ্টায় সে বলল।

কিন্তু শেখ কোনো উত্তর করল না। এখন আরো অস্বস্তি বোধ করতে লাগল সায়ীদ। পুনরায় জিজ্ঞেস করল : "আপনি কী আমাকে এখানে থাকতে বলবেন না?"

এবারে চোখ খুলে শেখ বলল, "অনুসন্ধানকারী ও অনুসন্ধেয় উভয়ই দুর্বল।"

"কিন্তু আপনিই তো বাড়ির মালিক।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"বাড়ির মালিক তোমাকে স্বাগত জানাচ্ছে," হঠাৎ বেশ পুলকিতভাবে শেখ বলে উঠল, "যেমন সে প্রত্যেক বস্তু ও প্রাণীকে জানায়।" সাহস পেয়ে সায়ীদ মৃদু হাসল, কিন্তু যেন অনুচিন্তন রূপে শেখ যোগ করল, "আমি অবশ্য কোনো কিছুরই মালিক নই।"

শতরঞ্চির ওপর থেকে সূর্যালোক পিছাতে-পিছাতে দেয়ালে এসে ঠেকেছে।

"যাই হোক," সায়ীদ বলল, "আমার পিতার জন্য যেমন, প্রত্যেক অনুকম্পাপ্রার্থীর জন্য যেমন সবসময়ই এটা নিজের বাড়ি ছিল, আমারও সেরূপ এটা আসল বাড়ি। আপনি, মনিব হিসেবে আমাদের সমস্ত কৃতজ্ঞতা পাবার যোগ্য।"

"আল্লাহ, তুমি জানো ধন্যবাদ দিয়ে তোমার প্রতি সুবিচার করতে আমি কত অপারগ, তাই আমার পক্ষ থেকে তুমি নিজেকেই ধন্যবাদ দিয়ে নাও।" জনৈক কৃতজ্ঞচিত্ত এমনি বলেছিল।"

"এখন আমার সান্ত্বনার দরকার।" সায়ীদ আকুতি জানাল।

"মিথ্যে বলো না।" আস্তে করে শেখ বুকের চতুর্দিকে দাড়ি ছড়িয়ে দিয়ে মাথা নিচু করল এবং মনে হয় চিন্তার রাজ্যে হারিয়ে গেল।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে সায়ীদ খানিকটা পিছিয়ে গিয়ে একটা বইয়ের শেলফের সঙ্গে হেলান দিয়ে সৌম্যদর্শন বৃদ্ধটিকে দেখতে লাগল। অবশেষে অধৈর্য হয়ে সে জিজ্ঞেস করল, "আমি কি আপনার জন্য কিছু করতে পারি?"

শেখ এ কথার উত্তর দেয়ার প্রয়োজন বোধ করল না। ঘরময় তখন অখণ্ড নীরবতা বিরাজ করছিল। সায়ীদ তখন লক্ষ্য করে দেখতে লাগল যে, শতরঞ্চির একটি ভাঁজ দিয়ে পিঁপড়ের একটি সারি দল বেঁধে চলে যাচ্ছে। হঠাৎ শেখ বলে উঠল, "একখানা কোরান নিয়ে পড়ো।"

কিছুটা বিভ্রান্ত, সায়ীদ ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে ব্যাখ্যা করে বলল, "আমি জেল থেকে মুক্তি পেয়েছি এবং এখনো অজু করিনি।"

"এখন অজু করে এসে পড়ো।"

"আমার নিজের মেয়ে আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। আমি যেন শয়তান, আমাকে দেখে সে তেমনি ভয় পেয়েছে। এবং তার পূর্বে ওর মা আমার প্রতি বিশ্বাসঘাতিনী হয়েছে।"

"অজু করে এসো," কোমলভাবে শেখ বলল।

"আমার অনুগত, আশ্রিত, দাস্যভাবাপন্ন একটি অতি সাধারণ লোকের সাথে সে এর আগে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছে। আমার জেলে যাওয়ার ছুতায় সে বিবাহ-বিচ্ছেদের আবেদন জানায় এবং সেই লোকটিকে বিয়ে করে।"

"অজু করে এসে কোরান শরিফ তেলাওয়াত করো।"

"এবং আমার যা কিছু ছিল, টাকাপয়সা, গয়নাগাটি সমস্ত কিছুই সেই লোকটি নিয়ে গেছে। এখন সে বড়লোক এবং আশপাশের যত গুণ্ডা-বদমাশ সব এখন তার শিষ্য।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"অজু করে কোরান শরিফ পড়ো।"

"আমাকে গ্রেফতার করতে পুলিশের ঘাম ছুটাতে হয়নি।" সায়ীদ বলে চলল, রাগে তার কপালের শিরা দপ দপ করতে লাগল। "না, তা ছুটাতে হয়নি। আমি যথারীতি আমার নিরাপত্তা সম্পর্কে নিশ্চিত ছিলাম। ঐ মহিলার সাথে ষড়যন্ত্র করে সেই সারমেয়টিই আমাকে ধরিয়ে দেয়। তারপর দুর্ভাগ্যের পর দুর্ভাগ্য এসে আমাকে নাস্তানাবুদ করে দিয়েছে। সবশেষে আমার নিজের মেয়ে আমাকে প্রত্যাখ্যান করল।"

"অজু করে এসে এই আয়াতগুলো পড়ো : "তাদেরকে বলো : যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাসো, তাহলে আমাকে অনুসরণ করো এবং আল্লাহও তাহলে তোমাদেরকে ভালবাসবেন" এবং "আমি তোমাকে আমার জন্য মনোনীত করেছি।" এই কথাগুলো বারবার বলো। "ভালবাসাই গ্রহণ তার মানে আল্লাহ্‌র আদেশ মেনে চলা এবং তিনি যা নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাকা এবং যা বলেন ও দান করেন তা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা।"

আমি দেখতে পাচ্ছি, শুনে-শুনে আমার বাবা আনন্দে মাথা দোলাচ্ছে এবং হাসি-হাসি মুখে আমার দিকে চেয়ে যেন বলছে; "শুনে শিখে নাও।" তখনই সুখী ছিলাম, শিষ্যদের সুরে-সুরে গান গাইতাম, ভাবতাম কেউ দেখছে না, সেই ফাঁকে খেজুরগাছ বেয়ে উঠে কিংবা ঢিল ছুঁড়ে খেজুর পাড়তাম। তারপর শহরে হোস্টেলে ফিরে আসার পর এক সন্ধ্যায় তাকে দেখলাম একটি ঝুড়ি নিয়ে আমারই দিকে আসছে, সুন্দরী ও আকর্ষণীয়া, বেহেশতের সমস্ত আনন্দ ও দোজখের সকল যন্ত্রণা, যার অভিজ্ঞতা লাভ আমার বিধিলিপি ছিল, তা সবই তখন তার মধ্যে লুকোনো ছিল।

তারা সুর করে যখন গাইত তখন এ গানের মধ্যে আমি এমন কী পছন্দ করতাম: "তাঁর উপস্থিতির সঙ্গে-সঙ্গেই ঈমানের আলো উজ্জ্বল হয়ে উঠল" এবং : "বাঁকা-চাঁদের বুকে আমি হেরেছি প্রিয়ার মুখ?" কিন্তু সূর্য এখনো অস্ত যায়নি। আলোর শেষ সোনালি রশ্মি জানালা থেকে ধীরে-ধীরে সরে যাচ্ছে। সুদীর্ঘ রাত, মুক্তির প্রথম রাত, আমার জন্য অপেক্ষা করছে। আমার স্বাধীনতা নিয়ে আমি একাকী, বরঞ্চ বলা যেতে পারে শেখের সঙ্গে আছি। সে স্বর্গে মগ্ন হয়ে এমন সব বাণী দিচ্ছেন যা নরকগামীজনের কাছে দুর্বোধ্য। আমার অন্য আর কি আশ্রয় আছে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিন

গত রাতে সে যেখানে কাটিয়েছে সেই শেখ আলী আল-জুনায়েদীর বাড়ি থেকে কয়েক গজ দূরে পৌঁছুতেই খুব আগ্রহ সহকারে 'আল-যাহরা' পত্রিকার পাতা ওল্টাতে-ওল্টাতে রউফ ইলওয়ানের কলাম পেয়ে সায়ীদ পড়া শুরু করে দিল। কিন্তু ইলওয়ানের প্রেরণা আজকাল আসে কোত্থেকে? মেয়েদের ফ্যাশান, লাউডস্পিকারের ওপর মন্তব্য এবং অজ্ঞাতনাম্নী এক স্ত্রীর কোনো অভিযোগের উত্তর লেখার মধ্যে সায়ীদ এর বেশি কিছু পেল না। যথেষ্ট বিনোদনমূলক, কিন্তু সে যে রউফ ইলওয়ানকে চিনত, সে কোথায় গেল? ছাত্র হোস্টেলের সেই পুরনো সোনালি দিনগুলোর, বিশেষ করে মস্ত হৃদয়বান অবিন্যস্ত পোশাকধারী সেই কৃষক যুবা যার চেহারা থেকে ঝরে পড়ত এক আশ্চর্য আন্তরিকতা এবং যার লেখার স্টাইল ছিল সরাসরি ও চকচকে শানানো– তার কথা সায়ীদের মনে পড়ল। পৃথিবীতে কী ঘটে গেছে? এই সমস্ত অদ্ভুত ও রহস্যজনক ঘটনাবলির পেছনে কী কারণ লুকানো আছে? আল-সেরাফি লেনে যে ঘটনা ঘটেছে অনুরূপ ঘটনা কি অন্য সবখানেই ঘটে গেছে? নবাইয়া, ইলীষ ও পিতা-পরিত্যাগকারী প্রিয় ছোট্ট মেয়েটি-ওদের সবার অবস্থা কী? আমি অবশ্যই ওর সাথে দেখা করব, সে ভাবল। শেখ আমাকে ঘুমানোর জন্য একটি মাদুর দিয়েছে, কিন্তু আমার টাকার প্রয়োজন। *আমি আবার নতুন করে জীবন শুরু করব, ইলওয়ান সাহেব এবং সেই কারণে তুমি শেখ আলীর চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ নও। বস্তুত, এই নিরাপত্তাহীন জগতে তুমি আমার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি।*

হাঁটতে-হাঁটতে সে মারিফ স্কোয়ারের 'যাহরা'-এর মস্ত ভবনের কাছে পৌঁছল। বাড়িটি দেখে তার প্রথম চিন্তাই হল যে এর দরজা-জানালা গলিয়ে বা ভেঙে ভেতরে ঢোকা খুব কষ্টসাধ্য হবে। জেলের চারপাশে প্রহরীর মতো বাড়িটির চতুর্দিক ঘিরে রয়েছে সার-সার গাড়ি; বেইজমেন্টের জানালার গ্রিল থেকে ভেসে আসা ছাপাখানার ঘর্ঘর শব্দ ডরমিটরিতে ঘুমন্ত মানুষের মৃদু নাক ডাকার শব্দের মতো শোনাচ্ছিল। প্রবেশরত জনস্রোতের সাথে মিশে সায়ীদ দালানে ঢুকে "অনুসন্ধান" ডেস্কে পৌঁছে গম্ভীর গলায় রউফ ইলওয়ানের সাথে দেখা করার কথা বলল। তার সাহসী, প্রায় উদ্ধত চাহনির দিকে খানিকটা অসন্তুষ্ট দৃষ্টি নিক্ষেপ করে অভ্যর্থনাকক্ষের কেরানিটি মুখ ফিরিয়ে বলল, "পাঁচ তলায়।" তড়িঘড়ি করে লিফটের কাছে গিয়ে অন্যদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাথে যোগ দিল। কিন্তু তার নীল রঙা স্যুট ও খেলাধূলার জুতো, বিশেষ করে সরু লম্বা নাকের দুপাশে মটমটিয়ে তাকানো বড় বড় চোখ দুটোর জন্য তাকে দলের অন্যান্য লোকদের মধ্যে বেখাপ্পা লাগছিল। একটা মেয়ের চোখে চোখ পড়তেই সে মনে-মনে তার প্রাক্তন স্ত্রী ও তার প্রেমিককে রুদ্ধশ্বাসে অভিশাপ দিতে-দিতে তাদের ধ্বংস কামনা করতে লাগল।

কোনো পিয়ন-চাপরাশি থামাবার আগেই সে পাঁচতলার করিডোর দিয়ে সুড়ুৎ করে সেক্রেটারির অফিসে ঢুকে গেল। রাস্তার দিকের দেয়ালটি সম্পূর্ণ কাঁচে তৈরি। বড়-সড় একটি আয়তাকার কক্ষ এটি, কিন্তু বসার কোনো জায়গা নেই। সে সেক্রেটারিকে টেলিফোনে কাউকে বলতে শুনল যে, রউফ সাহেব প্রধান সম্পাদকের সাথে মিটিং-এ ব্যস্ত আছেন এবং দু-ঘণ্টার মধ্যে সেখান থেকে ফিরবেন না। অনভ্যস্ত স্থানে বেখাপ্পা অনুভব করে সায়ীদ খুব সাহসিকতার সঙ্গে গ্যাঁট হয়ে দাঁড়িয়ে কক্ষের অন্যান্য লোকদের প্রায় তাচ্ছিল্যের সঙ্গে দেখতে-দেখতে আগের সেই দিনগুলোর কথা স্মরণ করতে লাগল যখন এরকম লোকদের প্রতি স্থির দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সে যেন তাদের গলা কেটে ফেলতে চাইত। সে ভাবল, এই সমস্ত লোকেরা আজকাল কেমন?

মনে হল, রউফ খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি, মহামানব, যেন এ কক্ষটির মতোই বিশাল। পুরনো বন্ধুদের পুনর্মিলনের জন্য এটি যথোপযুক্ত জায়গা নয়। রউফের পক্ষে এখানে স্বাভাবিক ব্যবহার করা সম্ভব হবে না। ছিল একটা সময় যখন সে শরিয়া মোহাম্মদ আলী লেনের এক কোণায় ঠাঁই পাওয়া "আল-নাযির" ম্যাগাজিনের এক সামান্য মসীজীবী ছিল, একজন গল্পের লেখক, স্বাধীনতার দাবিতে কণ্ঠ যার সোচ্চার হয়ে উঠত। *ভাবছি এখন তুমি কী রকম হয়েছ, রউফ? নবাইয়াও কি তোমারই মতো পরিবর্তিত হয়ে গেছে? সানার মতো সেও কী আমাকে প্রত্যাখ্যান করবে? না, না, এসব বাজে চিন্তা আমাকে ত্যাগ করতে হবে। এই বিলাসবহুল অফিসকক্ষ, পত্রিকায় ঐ বিভ্রান্তকারী লেখাসমূহ এবং মনে চাপ ফেলার মতো এই সমস্ত জৌলুশ সত্ত্বেও সে এখনো প্রিয় বন্ধু ও সাহায্যকারী, স্বাধীনতার প্রতিরক্ষায় সদা নিষ্পেষিত তরবারি এবং চিরকাল সে তেমনি থাকবে। তোমাকে আলিঙ্গন করতে এ দুর্গ যদি বাধা হয়ে থাকে, রউফ, টেলিফোন নির্দেশিকা দেখে তোমার বাড়ির ঠিকানা বের করে সেখানেই তোমার সাথে দেখা করব।*

শরীয়া আল-নীলের পাশে নদী-তীরে ভেজা-ভেজা ঘাসের উপর বসে সে অপেক্ষা করতে লাগল। রাস্তার বিজলিবাতির আলোকে তৈরি হওয়া এক গাছের প্রলম্বিত ছায়ায় বসে সে তারও চেয়ে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করল। কৃষ্ণপক্ষের সরু চাঁদ অনেক আগেই ডুবেছে, নিকষ কালো আকাশের এখানে-সেখানে দু-একটি তারা নিবুনিবু করে জ্বলছে। খরতাপে দগ্ধ ছাতিফাটা দিনের পরে এসেছে প্রশান্তিময় রাত। তারই পেলবতায় স্নাত হয়ে রমণীয় হয়ে একটু বাতাস ফুরফুর করে বইছে। এখানে সে নদীর দিকে পিঠ দিয়ে খাড়া দুই হাঁটুর দুপাশ দিয়ে দুহাত ঘুরিয়ে এনে আঙুলে-আঙুলে গিট পাকিয়ে ১৮ নং বাংলোর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে ঠায় বসে রইল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কী বিশাল প্রাসাদ, সে ভাবল। তিন দিক খোলা, চতুর্থ দিকে প্রশস্ত বাগান। সাদাবাড়ির দেহ ঘিরে লম্বা গাছগুলো যেন ফিসফিস করে কী বলছে! এ দৃশ্য যেন কত পরিচিত, পেছনে ফেলে-আসা তার একদা-সুন্দর জীবনযাত্রার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। রউফ কী করে এ অবস্থায় পৌঁছুল? এবং এত অল্প সময়ের মধ্যে! ডাকাতরাও এত তাড়াতাড়ি এত কিছু করার কল্পনাও করতে পারে না। অসদুদ্দেশে ভেতরে ঢুকে পড়ার পরিকল্পনা করা ব্যতিরেকে এমন প্রাসাদোপম বাড়ির দিকে আমি কখনো তাকিয়ে দেখিনি। এ রকম একটি স্থানে বন্ধুত্ব পাওয়ার এখন সত্যিই কী কোনো আশা আছে? তুমি সত্যিই একটি রহস্য, রউফ ইলওয়ান, কিন্তু তোমার গোপন কথা তোমাকে ফাঁস করতে হবে।

ইলওয়ান ও মাহরান—এ ছন্দের মিল, কী অবাক কাণ্ড, তাই না? এবং সেই সারমেয় ইলীষ, আমার জীবনব্যাপী পরিশ্রমের ফসল আত্মসাৎ করে নিয়ে তারই প্রাচুর্যে গড়াগড়ি দেবে, তাও কী অদ্ভুত নয়?

বাড়িটির বিশাল গেটের সামনে একটি গাড়ি থামতেই সে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। দারোয়ান গেট খুলে দিতেই সে রাস্তার আড়াআড়ি দৌড়ে গিয়ে গাড়ির কাছে পৌঁছে একটু নিচু হয়ে দাঁড়াল যাতে গাড়িচালক তাকে সহজে দেখতে পায়। গাড়ির ভেতরকার আরোহী যখন স্পষ্টতই তাকে অন্ধকারে চিনতে ব্যর্থ হল, সায়ীদ হাঁক দিয়ে বলল, "রউফ, আমি সায়ীদ মাহরান।" গাড়ির ভেতরের লোকটি গাড়ির দরজার নামানো কাঁচের খুব কাছে মাথাটি নিয়ে এসে, স্পষ্ট বিস্ময়ে, খুব নিচু কিন্তু সযত্ন ও স্পষ্ট উচ্চারণে নিজের নামটি পুনর্বার উচ্চারণ করে। রউফের মুখের ভাব সায়ীদ বুঝতে পারল না, কিন্তু কণ্ঠস্বরে আশান্বিত বোধ করল। মুহূর্তের স্থবির নীরবতার পর গাড়ির দরজা খুলে গেলে সায়ীদ তাকে বলতে শুনল, "উঠে এসো।"

সূচনা হিসেবে ভালোই, সে ভাবল। দামি কাচে ঘেরা অফিস-কক্ষ এবং চোখ জুড়ানো বিশালবাংলো সত্ত্বেও, যে রউফ ইলওয়ানকে সে চিনত সে তেমনিই আছে। বেহালা-আকৃতির পথ দিয়ে বাড়ির প্রধান প্রবেশদ্বারের কাছে সোপানশ্রেনীর নিচে এসে গাড়িটি দাঁড়াল।

"কেমন আছ, সায়ীদ? বেরোলে কখন?"

"গত কাল।"

"গত কাল?"

"হ্যাঁ, তোমার সাথে কালকেই দেখা করতে আসা উচিত ছিল, কিন্তু কতগুলো জিনিসের প্রতি জরুরি নজর দেয়ার প্রয়োজন ছিল এবং বিশ্রামের প্রয়োজন ছিল, তাই শেখ আলী আল-জুনায়েদীর বাড়িতে রাতটা কাটিয়েছি। তাঁর কথা মনে আছে তো?"

"নিশ্চয়ই। তোমার মরহুম আব্বার পীর। বহুবার তোমাকে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে দেখেছি।" গাড়ি থেকে বেরিয়ে অভ্যর্থনাকক্ষে গিয়ে তারা বসল।

"বেশ মজাদার ব্যাপারই ছিল সেগুলো, তাই না?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"হ্যাঁ এবং ওদের গানে বেশ নেশা-নেশাই লাগত আমার।"

একটি কাজের লোক এসে ঝাড়বাতিটি জ্বালিয়ে দিলে এর বিশালত্ব, অসংখ্য চাঁদ-তারা শোভিত উল্টো-বসানো বাল্বগুলো সায়ীদের চোখ ঝলসে দিল। সমগ্র কক্ষে ঠিকরে পড়া উজ্জ্বল আলো কোণায় বসানো কাঁচে প্রতিফলিত হয়ে উজ্জ্বলতর হয়ে ঘরময় ছড়িয়ে পড়ল। ছোটখাট সুন্দর-সুন্দর শিল্পবস্তু সুন্দর স্ট্যান্ড ও ফ্রেমে ঘরে এমন করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে যে, মনে হয় যেন ইতিহাসের অপরিজ্ঞাত দুরবস্থা থেকে সেগুলোকে শুধু এ উদ্দেশেই উদ্ধার করা হয়েছে। সিলিং অলঙ্করণ প্রাচুর্যে ভরপুর। সুন্দর ডিজাইনের ঘরময় বিস্তৃত কার্পেটের ওপর এখানে-ওখানে বসানো সুন্দর-সুন্দর আরামদায়ক কুশন ও চেয়ার। সবশেষে তার চোখ এসে স্থির হল গৃহকর্তা ইলওয়ানের মুখমণ্ডলের ওপর যা এখন খাদ ভর্তি হয়ে গোলাকৃতির পূর্ণতা পেয়েছে। একদিন এ মুখ সে ভালবেসেছিল, রউফের বক্তৃতা শুনতে শুনতে তার মুখের দিকে চেয়ে এর প্রত্যেকটি ভাঁজ ও বৈশিষ্ট্য তার মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল; মাঝে-মাঝে শিল্পবস্তুর এটি-ওটির দিকে চোরাচাউনি দেয়ার মাঝে ঐ মুখটি ভালো করে নিরীক্ষণ করতে লাগল। এর মধ্যে একজন চাকর এসে বাগানের দিকের উঁচুতে বসানো ফরাশি জানালা খুলে দিলে ফুটন্ত ফুলের সুমিষ্ট ঘ্রাণ নিয়ে আসা বাতাসে ঘর ভরে গেল।

সুন্দর আলো ও প্রাণ-মাতানো সৌরভ মনকে বিহ্বল করে দেয়, কিন্তু তবুও সায়ীদ খেয়াল না করে পারল না যে এর পরিপূর্ণতায় রউফের মুখমণ্ডলটি প্রায় গো-মুখো হয়ে উঠেছে এবং তার আপাত-বন্ধুত্ব ও সৌজন্য সত্ত্বেও কোথায় যেন একটা শীতলতা বিরাজ করছিল। রউফের খানিকটা থ্যাবড়াটে নাক ও ভারি চোয়াল হওয়া সত্ত্বেও কৌলীন্য-সঞ্জাত এক অপরিচিত ও অস্বস্তিকর সুমিষ্ট ব্যবহার শীতলতার দেয়াল আরো দুর্ভেদ্য করে তোলে। বিদ্যমান এই একটিমাত্র ভরসার স্থলও যদি ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে তার আর কী থাকল?

পৌরাণিক চিত্র সংবলিত একটি আলোকোজ্জ্বল পিলারের চতুর্দিকে একটু ছোট চত্বরমতো জায়গায় তিন দিকে আরামকেদারাবেষ্টিত হয়ে বাগানের দিকের একটি খোলা জানালার কাছে রউফ বসল। কোনো রকম উদ্বেগ ও ইতস্ততা না-দেখিয়ে সায়ীদও বসে পড়ল।

ইলওয়ান তার লম্বা পা দুটি ছড়িয়ে দিল। "তুমি কি খবর-কাগজের অফিসে আমাকে খুঁজেছিল?"

"হ্যাঁ, কিন্তু মনে হল, আমাদের দেখা হওয়ার জন্য ওটা উপযুক্ত জায়গা নয়।"

মাড়ির কাছে কালচে দাগ পড়া দাঁত দেখিয়ে রউফ হাসল।

"অফিস তো সদা ঘূর্ণ্যমান একটি ঘূর্ণাবর্তের মতো। এখানে কী অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছিলে?"

"মনে হয় সমস্ত জীবন!"

রউফ আবার হাসল। "একটা সময় ছিল সন্দেহ নেই যখন এ রাস্তা তোমার খুব পরিচিত ছিল?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"অবশ্যই।" সায়ীদও হাসল। "এখানে অবস্থিত আমার মক্কেলদের সাথে ব্যবসায়িক লেনদেনের কারণেই তাদের বাড়িঘর আমার কাছে অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। উদাহরণস্বরূপ ফাযিল হাসনাইন পাশার বাংলোর কথাই ধরো, যেখানে এক সফরেই সত্তর হাজার টাকা পেয়েছিলাম, অথবা চিত্রাভিনেত্রী কাওয়াকীবের বাসা যেখান থেকে পেয়েছিলাম অতি মূল্যবান একজোড়া হীরার কানফুল।"

একটি বোতল, দুটো গ্লাস, বেগুনি রঙের সুন্দর ছোট্ট একটি বরফের বাকেট, পিরামিড আকারে সাজানো এক প্লেট আপেল, আরো কয়েক প্লেট নানা রকমের খাবার ও রৌপ্য-নির্মিত একটি পানির জগ ট্রলিতে ভর্তি করে সেটি ঠেলে নিয়ে ঘরে ঢুকল একজন চাকর।

রউফ ইশারায় চাকরকে চলে যেতে বলে নিজের হাতে গ্লাসদুটো ভরে একটি সায়ীদের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে অন্যটি নিজে নিয়ে উঁচিয়ে তুলে বলল ঃ "স্বাধীনতার উদ্দেশে।" সায়ীদ যখন একটানেই গ্লাস নিঃশেষ করে ফেলে তখন রউফ এক চুমুক পান করে বলল– "ভালো কথা, তোমার মেয়ে কেমন আছে? ওহ হো জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেছি– তুমি শেখ আলীর বাড়িতে রাত কাটালে কেন?"

সায়ীদ ভাবল, কী হয়েছে ও জানে না, কিন্তু এখনো আমার মেয়ের কথা মনে রেখেছে। এর পর তার দুর্ভাগ্যের কাহিনী সে ঠাণ্ডা মস্তিষ্কে রউফকে শোনাল।

"সুতরাং গত কাল একবার আল-সেরাফি লেনে গিয়েছিলাম," সে পরিসমাপ্তি টেনে বলল। "যেমন ভেবেছিলাম, সেখানে একটি গোয়েন্দা আমার জন্য অপেক্ষা করছিল এবং আমার নিজের মেয়ে আমাকে প্রত্যাখ্যান করে আমার মুখের ওপরই চেঁচামেচি শুরু করে দিল।" সে আরেক পেগ হুইস্কি গলায় ঢেলে দিল।

"করুণ কাহিনী। কিন্তু তোমার মেয়েকে দোষ দেয়া যায় না। তোমার কথা এখন আর মনে নেই। পরে বড় হতে হতে সে তোমাকে চিনবে এবং ভালবাসবে।"

"মেয়েজাতের কারো ওপর আমার আর বিশ্বাস নেই।"

"এখন তোমার এ রকমই মনে হবে। কিন্তু আগামী কাল কে জানে তোমার কেমন মনে হবে। নিজে-নিজেই তুমি মত পাল্টাবে। এই-ই পৃথিবীর নিয়ম।"

টেলিফোন বেজে উঠল। রউফ উঠে গিয়ে রিসিভার কানে তুলে এক মুহূর্ত শুনল। তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। এবং সে টেলিফোনটি নিয়ে বাইরের দিকে চলে গেল। এ সুযোগে সায়ীদের শাণিত চোখ সবকিছু দেখতে লাগল। নিশ্চয়ই কোনো মহিলার টেলিফোন। ঐ রকম হাসি, বারান্দার অন্ধকারে চলে যাওয়া– এর অর্থ একটাই হতে পারে– মেয়েমানুষ। সে ভাবল, ইলওয়ান এখনো অবিবাহিত কি না। যদিও তারা বেশ আরামে জাঁকিয়ে বসে গালগল্প করতে-করতে হুইস্কি পান করছিল, সায়ীদ অনুভব করল যে এ রকম সাক্ষাৎকারের পুনরাবৃত্তি অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হবে। অনির্ণীত কোনো ক্যান্সারের সম্ভাব্য ভীতিপ্রদ উপস্থিতির মতো অনুভূতিটা ঠিক বর্ণনা করা যাচ্ছিল না, কিন্তু ষষ্ঠেন্দ্রিয়ের ইশারার ওপর নির্ভর করে সে এটাকে বিশ্বাস করতে লাগল। যে সমস্ত এলাকায় সায়ীদ পূর্বে ঘর ভেঙে চুরি করতে এসেছে মাত্র

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখন তেমনি এক অভিজাত এলাকার বাসিন্দা এই লোকটি যদিও তাকে বাড়িতে অভ্যর্থনা জানাতে বাধ্য হয়েছে, তবুও সে এতই পরিবর্তিত হয়েছে যে, এখন সে পূর্বের ছায়ামাত্র। বারান্দায় রউফের হঠাৎ হাসির ঝনঝনানি শুনে, সে আরো ঘাবড়ে গেল। যা হোক, খুব শান্তভাবে একটি আপেল তুলে কামড়াতে-কামড়াতে সে ভাবতে লাগল, যে লোকটি এখন টেলিফোনে খিলখিল করে হাসছে তার মগজ থেকে বেরিয়ে আসা ভাবনাসমূহকে বাস্তবে রূপায়ণ ব্যতীত তার জীবনে তেমন করে আর অন্য কোনো কিছুই ছিল না। সেই ধ্যান-ধারণাসমূহের সাথে প্রতারণা করে থাকলে কেমন হত?

তাহলে তাকে চরম মূল্য দিতে হত। সে বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই।

বারান্দা থেকে ফিরে এসে টেলিফোনটা রেখে দিল রউফ ইলওয়ান। তাকে খুব খুশি-খুশি লাগছিল। "অতএব। মুক্তির জন্য অভিনন্দন গ্রহণ করো। স্বাধীন হওয়া সত্যিই খুব মূল্যবান। অন্য যে কোনো কিছু– তা যত মূল্যবানই হোক– হারানোর বিনিময়ে মুক্তি পাওয়া গেলে সেই হারানোর ব্যথা পুষিয়ে যায়।" এক টুকরো পেস্ট্রি মুখে তুলে দিয়ে সায়ীদ সম্মতিসূচক মাথা নাড়াল, কিন্তু এই মাত্র কি বলা হল সে ব্যাপারে সে সত্যিকার কোনো আগ্রহ দেখায়নি। দুটো গ্লাসেই হুইস্কি ঢালতে-ঢালতে রউফ বলতে লাগল, "জেল থেকে বেরিয়ে তুমি এখন এক নতুন জগৎ দেখতে পাচ্ছ।" সায়ীদ কোনো কথা না-বলে খাবার খেয়ে যেতে লাগল।

সঙ্গীর দিকে দৃষ্টি ফেলে সায়ীদ তার মুখে বিরক্তির মেঘ দেখতে পেল, যা অতি তাড়াতাড়ি হাসির রৌদ্রচ্ছটায় ঢেকে ফেলা হল। সে সরল মনে তোমাকে অভ্যর্থনা জানিয়েছে ভাবা পাগলামি। সঠিক কাজটি করা– এরকম একটি কৃত্রিম শিষ্টাচার এটি এবং শিগগিরই তা উবে যাবে। এর সামনে তাবৎ প্রতারণা ফ্যাকাশে হয়ে যায়; কী গভীর শূন্যতা তাহলে সমস্ত পৃথিবী গ্রাস করবে।

আলোকোজ্জ্বল পিলারের একটি গর্তমতো জায়গা থেকে হাত বাড়িয়ে রউফ সুন্দর করে চীনে অক্ষর-শোভিত একটি সুদৃশ্য সিগারেট-কেস বের করে আনল। "দেখো সায়ীদ," একটা সিগারেট হাতে নিতে নিতে সে বলল, "যে সমস্ত উপাদান আমাদের জীবনের শান্তি বিঘ্নিত করত এখন তা তিরোহিত হয়েছে।"

"জেলে খবরটা আমাদেরকে হতবাক করে দিয়েছিল।" খাবার ভর্তি মুখে সায়ীদ বলল। "এমন জিনিস কে ভাবতে পেরেছিল?" মৃদু হাসি সহযোগে সে রউফের দিকে তাকাল। "এখন আর কোনো শ্রেণী-সংগ্রাম নেই?"

"এবার যুদ্ধবিরতি হোক! প্রত্যেক সংগ্রামেই যুদ্ধের একটা যথোপযুক্ত ক্ষেত্র আছে।"

"এবং এই জমকালো ড্রয়িংরুম," চতুর্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সায়ীদ বলল, "একটি প্যারেড ময়দানের মতো বিশাল।" সে তার বন্ধুর চোখে শীতল চাউনি দেখতে পেয়ে কথাটা বলে ফেলার জন্য তক্ষুনি অনুতপ্ত বোধ করল। তোমার জিহ্বা কেন ভদ্র, সংযত হতে জানে না?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"কী বলতে চাও?" হিমশীতল কণ্ঠে রউফ জিজ্ঞেস করল।

"না, মানে বলতে চেয়েছিলাম যে, এটি হচ্ছে পরিশীলিত রুচিবোধের আদর্শ এবং–"

"বলে ফেলো। আমি তোমাকে ঠিক-ঠিক বুঝতে পারি, কারণ যে-কোনো কারো চেয়ে আমি তোমাকে ভালো চিনি।"

সায়ীদ একটু সহজ হাসির চেষ্টা করে বলল, "আমি খারাপ কিছু একদমই বুঝাতে চাইনি।"

"কখনো ভুলে যেও না, আমি হাড়ভাঙা পরিশ্রমের অর্থে জীবন ধারণ করে থাকি।"

"সে সম্পর্কে মুহূর্তের জন্যও আমার সন্দেহ হয়নি। দয়া করে রাগ করো না।"

রউফ জোরে-জোরে সিগারেট টানতে লাগল। কিন্তু আর কোনো মন্তব্য করল না।

খাওয়া এবার বন্ধ করা উচিত সে সম্পর্কে সচেতন হয়ে সায়ীদ বলল, "জেলখানার বাতাবরণ থেকে এখনো পুরোপুরি মুক্ত হতে পারিনি। ভদ্র বাক্যালাপ ও শিষ্টাচার আবার আয়ত্ত করতে বেশ কিছু সময় লাগবে মনে হচ্ছে। তাছাড়া সেই দুর্ভাগ্যজনক সাক্ষাৎকার যেখানে আমার নিজের মেয়ে আমাকে পরিত্যাগ করেছে– তার ফলে মাথা আমার এখনো ঘুরছে।"

নীরব মার্জনায় যেন রউফের ইবলিশী ভ্রূ-যুগল একটু উপরে বেঁকে উঠল। তার মুখের ওপর দিয়ে সায়ীদের চোখ জোড়া ঘুরে এসে খাবারের ওপর স্থির হয়ে পুনরায় শুরু করার অনুমতি চাইছিল বলে মনে হল, তখন প্রশান্তভাবে সে বলল, "শুরু করো।"

যেন কিছু হয়নি এমন একটি ভাব করে সায়ীদ পূর্ণোদ্যমে আবার খাওয়া শুরু করে একদম প্লেটের সব খাবার শেষ না-করা পর্যন্ত আর এদিক-ওদিক চাইল না। মিটিং এখনই শেষ হওয়া উচিত এমনি তাড়াতাড়ি করে এ সময় রউফ বলল, "অবস্থার এবার আমূল পরিবর্তন হওয়া দরকার। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কিছু ভেবেছ?"

সায়ীদ একটা সিগারেট ধরাল। "আমার অতীত এখনো ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চিন্তা করার সুযোগ দেয়নি।"

"আমার মনে হয় পৃথিবীতে পুরুষের চেয়ে মেয়েলোকের সংখ্যাই বেশি। সুতরাং, কেবল একটি মেয়েমানুষের বিশ্বাসঘাতকতায় নিজেকে এতটা উতলা হতে দিও না। তোমার মেয়ে বড় হয়ে একদিন তোমাকে চিনতে পারবে ও ভালবাসবে। এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে কাজ যোগাড় করা।"

মর্যাদা ও স্থিরতার পূর্ণাঙ্গ প্রতিমূর্তি একটি চীনা দেবতামূর্তির দিকে চেয়ে দেখতে-দেখতে সায়ীদ বলল, "জেলে থাকতে আমি দর্জির কাজ শিখেছি।"

"তাহলে কি তুমি দর্জির দোকান খুলতে চাও?" বিস্মিত হয়ে রউফ বলল।

"অবশ্যই না," শান্তভাবে সায়ীদ উত্তর দিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"তাহলে কী করবে?"

সায়ীদ তার দিকে তাকাল। "সারা জীবনে তো একটা কাজই আমি শিখেছি।"

"তাহলে কি আবার সিঁদ কাটা শুরু করবে নাকি?" রউফকে প্রায় আতঙ্কিত মনে হল।

"তুমিই তো জানো, এটা সবচেয়ে লাভজনক।"

"আমি জানি! আমি ঘোড়ার ডিম জানব কী করে?"

"এত ক্ষেপে যাচ্ছ কেন?" অবাক চোখে তার দিকে তাকিয়ে সায়ীদ বলল। "বলতে চেয়েছি : আমার অতীত থেকেই তো তুমি জানো, তাই না?"

রউফ দৃষ্টি নত করে সায়ীদের মন্তব্যের আন্তরিকতা যেন মূল্যায়ন করে দেখল, স্পষ্টতই স্বাভাবিক ভদ্রতা রক্ষা করা কষ্টকর হয়ে পড়ল এবং সাক্ষাৎকারটি শেষ করার জন্য সে পথ খুঁজতে লাগল। "শোনো, সায়ীদ। অবস্থা আর আগের মতো নেই। অতীতে তুমি চোর ও আমার বন্ধু একই সাথে ছিলে, কী কারণে তা তুমিই ভালো জানো। এখন অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। আবার তুমি সিঁদ কাটায় ফিরে গেলে কেবল একটি চোর ছাড়া আর কোনো পরিচয়ই তোমার থাকবে না।"

রউফের বক্তব্যের নির্মম অসংকোচের ধাক্কায় সায়ীদ লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। পরে রাগ অবদমন করে বসল এবং শান্তভাবে বলল, "ঠিক আছে। আমি মানিয়ে নিতে পারি এমন একটা কাজের নাম করো তো।"

"যা হোক যে কোনো কাজ। তুমি কেবল খুলে যাও, আমি শুনব।"

"আমি সুখী হব।" স্পষ্ট বিদ্রুপহীনতার সাথে সায়ীদ শুরু করল, "তোমার কাগজে সাংবাদিক হিসেবে কাজ করতে পারলে। আমি একজন সুশিক্ষিত মানুষ এবং তোমার পুরনো শিষ্য। তোমার তত্ত্বাবধানে আমি অসংখ্য বই পড়েছি এবং আমার বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কেও তোমার প্রশংসা অর্জন করেছি।"

রউফ অধৈর্য হয়ে মাথা নাড়তে লাগল। উজ্জ্বল আলোয় তার মাথার কালো চুলরাশি চকচক করতে লাগল। "এটা কোনো তামাশার সময় নয়। তুমি কখনো লেখক ছিলে না এবং সবেমাত্র কাল তুমি জেল থেকে খালাস পেয়েছ। এ সমস্ত ভাঁড়ামিতে আমার সময় নষ্ট হচ্ছে।"

"তাহলে কী আমাকে চাকরসুলভ কোনো কাজ বেছে নিতে হবে?"

"সততাপূর্ণ হলে কোনো কাজই চাকরসুলভ নয়।"

সায়ীদের মধ্যে একটা চরম বেপরোয়া ভাব এসে গেল। সে ফিটফাট সাজানো ড্রইংরুমের চতুর্দিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে ঝাঁঝের সঙ্গে বলল, "ধনীদের পক্ষে আমাদের দারিদ্র্যের সুপারিশ করা কী বিস্ময়কর ব্যাপার!" রউফ তার ঘড়ির দিকে তাকাবার মতো প্রতিক্রিয়াটুকুই ব্যক্ত করল।

"নিশ্চয়ই আমি তোমার অনেক সময় নষ্ট করেছি।" আস্তে করে সায়ীদ বলল।

"তা, ঠিক," ভাদ্র-দুপুরের জ্বলন্ত সূর্যের নিষ্ঠুর দহনের মতো রউফ সরাসরি বলল। "আমার অনেক কাজ আছে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দাঁড়াতে-দাঁড়াতে সায়ীদ বলল, "তোমার সহৃদয় আতিথেয়তা ও খাবারের জন্য ধন্যবাদ।"

রউফ মানিব্যাগ বের করে ওকে দুটো পাঁচ টাকার নোট ধরিয়ে দিল। "এ দিয়ে কোনো রকমে চালিয়ে নাও। আমার অনেক কাজ আছে বলার জন্য মেহেরবানী করে মাফ করে দিও। আজ সন্ধ্যায় যেমন কাজবিহীন ছিলাম কদাচিৎ তুমি আমাকে এ অবস্থায় পাবে।"

সায়ীদ খানিকটা হেসে নোট দুটো নিয়ে উষ্ণভাবে রউফের করমর্দন করে শুভেচ্ছা জানায়; "আল্লাহ্ তোমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন করুন।"

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চার

অতএব এই হচ্ছে আসল রউফ ইলওয়ান, নগ্ন বাস্তবতা ভদ্রভাবে সমাধিস্থ না-করা একটি জিন্দা লাশ। অন্য রউফ ইলওয়ান– বিগত দিনের মতো, মানব ইতিহাসের প্রথম দিবসের মতো, কিংবা নবাইয়ার ভালবাসা অথবা ইলীষের আনুগত্যের মতো– নিঃশেষে অদৃশ্য হয়ে গেছে। বাইরের চেহারা দেখে আর কিছুতেই প্রতারিত হব না। তার সদয় বাক্য চতুরালিতে ভরা, হাসি ঠোঁটের বাঁকা ভঙ্গিমা বৈ কিছুই নয় এবং ঔদার্য প্রতিরক্ষামূলক আঙুলের টুস্‌কী মাত্র। এ প্রচণ্ড অপরাধবোধের তাড়নায়ই কেবল সে, আমাকে তার দোরগোড়া মাড়িয়ে ঘরের ভেতর ঢুকতে দিয়েছে। আমাকে এমনিভাবে তৈরি করে এখন আবার তুমি প্রত্যাখ্যান করছ : তোমার ভাবনারাজি আমার মধ্যে একটু করে দানা বাঁধতে-বাঁধতে আদর্শের একটি প্রতিমূর্তি গড়ে তোলার পর তা হঠাৎ করেই পাল্টে দিচ্ছ- আমাকে তা আশাহীন, শিকড়হীন ও অস্তিত্বহীন এক শূন্যতায় নিক্ষেপ করছে। এ প্রতারণা এত জঘন্য যে, সমস্ত মুকাত্তাম পাহাড় ভেঙে পড়ে একে ঢেকে দিলেও আমি হয়ত খুশি হব না।

মনে মনে ভাবি, তুমি কী কখনো নিজের কাছেও স্বীকার করো যে তুমি আমার সাথে প্রতারণা করেছ! হয়তবা তুমি অন্যকে প্রতারিত করার যতটা চেষ্টা করো নিজেকে ততটাই প্রতারিত করে বসে আছ। রাতের অন্ধকারেও কী বিবেক তোমাকে দংশন করেনি? ইচ্ছে হয় দামি কাঁচ ও শিল্পসামগ্রী দিয়ে সাজানো তোমার বাড়ির ভেতরে যেমন করে আমি ঢুকতে পেরেছি তেমন করে যদি তোমার অন্তর্লোকেও প্রবেশ করতে পারতাম, কিন্তু সেখানেও সম্ভবত বিশ্বাসঘাতকতা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেতাম না: রউফের ছদ্মবেশে নবাইয়া, নবাইয়ার ছদ্মবেশে রউফ, অথবা দু-জনেরই জায়গায় শুধু ইলীষ সিদ্রা– এবং মূর্তিমান প্রতারণা প্রচণ্ড চিৎকারে বলে উঠত, এর চেয়ে ন্যাক্কারজনক অপরাধ পৃথিবীতে আর দ্বিতীয়টি হয়নি। আমার চোখের আড়ালে তারা নিশ্চয়ই বহুবার লালসাপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় করেছে, যা মৃত্যুর মতো হামাগুড়ি দেয়া স্রোতে তাদের ভাসিয়ে নিয়ে গেছে, অথবা বিভ্রান্ত চড়ুইয়ের দিকে পেটের ওপর ভর দিয়ে একটু-একটু করে এগিয়ে এসে গ্রাস করেছে। তাদের সুযোগ যখন এল তখন সমস্ত দ্বিধা-সংকোচ ও সৌজন্যবোধ পুরনো লেবাসের মতো পরিত্যাগ করে গলির এক কোণে আমার নিজেরই বাড়িতে ইলীষ সিদ্রা অবশেষে বলে উঠল, "আমি পুলিশকে বলে দেব। এবারে এই উটকো ঝামেলা থেকে আমরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুক্তি চাই," এবং আমার সন্তানের মন নীরব হয়ে বসে থাকল– যে রসনা যা এতবার এবং এত প্রভূত পরিমাণে কত রকম করে আমাকে বলেছে, "আমি তোমাকে অনেক ভালবাসি, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পুরুষ তুমি," একদম চুপ করে থাকল। এবং আমি দেখতে পেলাম আল-সেরাফি লেনে পুলিশ এসে আমাকে ঘিরে ফেলে চতুর্দিক থেকে কিল-ঘুষি-লাথি মারতে লাগল, যদিও তখন পর্যন্ত দৈত্যও তার সমস্ত চতুরতা দিয়ে আমাকে ফাঁদে ফেলতে সক্ষম হয়নি।

তুমিও একই, রউফ– জানি না তোমাদের মধ্যে কে বেশি ছলনাপূর্ণ– পার্থক্য শুধু এটুকুই যে, তোমার বুদ্ধিমত্তা ও অতীত বন্ধুত্বের কারণে তোমার অপরাধ গুরুতর : আমাকে জেলে ঠেলে দিয়ে তুমি সটকে পড়ে স্বাধীন থাকলে তোমার আলোকোজ্জ্বল প্রাসাদে। বস্তি ও প্রাসাদ সম্পর্কে তোমার সেই সমস্ত জ্ঞানগর্ভ বাণী তুমি নিশ্চয়ই ভুলেছ, তাই না? আমি তা কোনোদিনই ভুলব না।

আব্বাস ব্রিজের কাছে একটা পাথরের বেঞ্চের ওপর বসে তার বর্তমান অবস্থান সম্পর্কে সে প্রথমবারের মতো সচেতন হল।

"সে ধাক্কা কুলিয়ে ওঠার সময় পাওয়ার পূর্বে কাজটি এখনই করা সর্বোত্তম," অন্ধকারকে উদ্দেশ্য করেই যেন সে সশব্দে বলে উঠল। নিজেকে আমি আর ধরে রাখতে পারছি না, সে ভাবল। আমার পেশা চিরকাল আমারই থাকবে, সঠিক ও আইনসঙ্গত ব্যবসায়, বিশেষ করে এর প্রণেতা ও দার্শনিকের উদ্দেশ্যেই যখন তা পরিচালিত। বেজন্মাদের শায়েস্তা করার পর আমার লুকিয়ে থাকার মতো যথেষ্ট স্থান পৃথিবীতে পাওয়া যাবে। যদি নবাইয়া, ইলীস ও রউফকে উপেক্ষা করে অতীতবিহীন হয়ে বাঁচতে পারি তাহলে একটা প্রচণ্ড বোঝা থেকে মুক্তি পাওয়া যেত; ফাঁসির দড়ি থেকে অনেক দূরে এক সহজ-সরল জীবন পরিচালনার জন্য নিজেকে অধিকতর প্রস্তুত মনে হত। কিন্তু এদের সাথে চরম বুঝাপড়ার আগে অতীত যেহেতু ভোলা যাবে না, জীবনও ততক্ষণ পর্যন্ত বিস্বাদ ঠেকবে। এর সহজ-সরল কারণ এই যে আমার মনে ব্যাপারগুলো অতীত নয়, এখানে এ মুহূর্তের জীবন্ত বর্তমান। আজ রাতের অভিযানই হবে আমার কার্যধারার সর্বোত্তম সূচনা। এবং বেশ জাঁকালো অভিযানই হবে বটে।

তীরবর্তী রাস্তার প্রতিফলিত আলোর লম্বালম্বি রশ্মির সাথে লুকোচুরি খেলতে খেলতে কালো-কালো ঢেউ তুলে নাচতে-নাচতে বয়ে চলেছে নীল নদী। সম্পূর্ণ ও প্রশান্তিময় এক অখণ্ড নীরবতা চারদিকে।

ভোরের আলো ফুটতে তারকারা যখন ধরণীর আরো কাছে সরে এল, সায়ীদ তখন আড়মোড়া ভেঙে উঠে নদী তীর ধরে যেখান থেকে এসেছিল সেই পথে আস্তে-আস্তে পা বাড়াল, যে দু-একটি বাতি এখনো জ্বলছিল তা এড়িয়ে যেতে যেতে বাড়িটার নিকটবর্তী হলে গতি আরো কমিয়ে দিল। সড়ক, চারিদিকের ভূমি, বড়-বড় বাড়িগুলোর দেয়াল তথা নদীর তীর পর্যবেক্ষণ করে এগোতে-এগোতে অপ্রাপ্য প্রশান্তিতে ছলনা যেখানে ঢুলু-ঢুলু করছে সেই ভূতের মতো খাড়া-দাঁড়ানো গাছ দিয়ে ঘেরা বিরাট ঘুমন্ত বাংলোর ওপর তার চোখ স্থির হল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সত্যিই খুব অভিমান হবে এবং চির জীবনের শঠতার এক যোগ্য প্রত্যুত্তর।

ডাইনে-বাঁয়ে না চেয়ে এবং কোনো রকমের সতর্কতা না দেখিয়ে সে অনেকটা অমনোযোগীভাবে রাস্তা অতিক্রম করল। তারপর সামনে সন্ধানী দৃষ্টি ফেলতে ফেলতে একটা পার্শ্বগলি ধরে ছোট-ছোট ঝোপের আড়াল ধরে এগুতে লাগল। রাস্তার নির্জনতা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে সে সাঁ করে ঝোপের মধ্যে ঢুকে জেসমিন ও ভায়োলেট ফুলের ঝাড়ের মধ্যে একদম নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল : ঘরের মধ্যে যদি কোনো কুকুর থেকে থাকে– এর মালিক ব্যতীত, অবশ্য– তাহলে এখন ঘেউ-ঘেউ করে সারা পৃথিবী মাথায় তুলবে।

কিন্তু একটু নিশ্বাস পতনের শব্দও কোনোদিকে শোনা গেল না।

তোমার শিষ্য আসছে, রউফ, পৃথিবীর নশ্বর দু-একটি বস্তুর ভার থেকে তোমাকে অব্যাহতি দেয়ার জন্য।

জড়ানো পেঁচানো বেশ মোটাসোটা শাখা-প্রশাখা এবং প্রচুর ফুল ও লতাপাতার বাধা সত্ত্বেও বানরের মতো সঞ্চালন-অভিজ্ঞ হাত-পা দিয়ে চটুল গতিতে সে ঝোপ গাছের মাথায় উঠে এল। দু-হাতে শক্ত করে রেলিং ধরে তার সূঁচালো অগ্রভাগের ওপর দিয়ে শরীরটাকে গলিয়ে ভেতরের বাগানের একটি গাছের শাখায় এসে সে নিজেকে নামাল। এই ডালের সাথে লেপটে থেকে শ্বাস ফিরাতে সে চারদিকের জায়গা পর্যবেক্ষণ করতে লাগল : একটা ঝোপ, গাছপালা এবং অন্ধকার ছায়াবাজি।

প্রথমে ছাদে উঠে নিচে নেমে কোনখান থেকে ভেতরে ঢুকতে হবে। আমার কাছে হাতুড়ি, শাবল, টর্চলাইট অথবা এই বাড়ি সম্পর্কে একটা ভালো ধারণা– এর কোনোটাই নেই: চাকরানি অথবা ধোপানির কাজের ছলনা করে নবাইয়া আগে এখানটা ঘুরে যায়নি; সে এখন ইলীষ সিদ্রাকে নিয়ে মেতে আছে।

অন্ধকারে বিদ্বিষ্ট ভ্রূকুটি সহযোগে এ সমস্ত চিন্তা মন থেকে ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করতে করতে সে আলতো করে মাটিতে নামল। হামাগুড়ি দিয়ে বাংলো পর্যন্ত পৌঁছে হাতে একটা দেয়াল ঠেকলে তা ধরে হাতড়াতে গিয়ে একটা ড্রেনপাইপে হাত পড়ায় সে থামল। তারপর সার্কাস খেলোয়াড়ের মতো ড্রেনপাইপ দিয়ে ছাদের দিকে উঠতে লাগল। খানিকটা ওপরে ওঠার পর নাগালের সামান্য একটু বাইরে একটা খোলা জানালা দেখতে পেয়ে সেখান দিয়েই ভেতরে ঢোকার মনস্থ করল। একটা পা প্রসারিত করে দিয়ে জানালার ওপরের সরু সানশেডের ওপর রাখল। তারপর প্রথমে এক ও পরে অন্য হাতটি দিয়ে কার্নিশ ধরল। অবশেষে, যখন মনে হল সমস্ত ওজন এবার সামলানো যাবে তখন সে ভেতরে সটকে পড়ল, মনে হল রান্নাঘর মতো কোনো একটা জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে। নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে দু-চোখে কিছুই দেখতে না পেয়ে সে দরজা পাওয়ার জন্য হাতড়াতে লাগল। ভেতরের দিকে অন্ধকার আরো গভীরতর হবে সন্দেহ নেই, কিন্তু সেখানে ছাড়া দু-একটি মূল্যবান শিল্পদ্রব্য অথবা রউফের মোটা মানিব্যাগ আর কোথায় পাওয়া যাবে? তাকে যেতেই হবে ভেতরের দিকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দরজা গলিয়ে ভেতরে ঢুকে অন্ধকারের প্রায়-দৈহিক বাধা সত্ত্বেও দু-হাতে দেয়াল ছুঁয়ে-ছুঁয়ে বেশ খানিকটা দূর এগিয়ে যাবার পর একটু সামান্য ঠাণ্ডা বাতাস এসে তার মুখমণ্ডল স্পর্শ করল বলে মনে হল। এখানে কোত্থেকে এই বাতাস আসতে পারে ভাবতে-ভাবতে সে একটি কোণায় পৌঁছে বাঁক ঘুরে হাত সামনে বাড়িয়ে দিয়ে আঙুল দিয়ে ছুঁতে-ছুঁতে মসৃণ দেয়াল ঘেঁষে এগোতে লাগল। হঠাৎ তসবিহদানার মতো কিছু হাতে ঠেকে একটু সরসর করে উঠল। সে কেঁপে উঠল। একটা পর্দা। অভীষ্টের খুব কাছাকাছি সে এখন নিশ্চয়ই পৌঁছে গেছে। পকেটে রাখা দিয়াশলাই বাক্সটির কথা মনে পড়ল। কিন্তু তা বের করার পরিবর্তে দু-হাত দিয়ে পর্দা সামান্য একটু ফাঁক করে নিঃশব্দ পায়ে আস্তে ভেতরে ঢুকে আবার কোনো রকম শব্দ না করেই আস্তে আস্তে ফাঁকটুকু বুঁজিয়ে দিল। এক পা সামনে ফেলতেই কোনো একটা চেয়ার হবে, এর থেকে একটু সরে গিয়ে মাথা উঁচিয়ে কোনো ডিমলাইট জ্বলছে কি না দেখল। যা দেখতে পেল তা হচ্ছে দুঃস্বপ্নের মতো চেপে থাকা এক নিকষ কালো অন্ধকার। মুহূর্তের জন্য আবার তার মনে বাতি জ্বালাবার চিন্তা এল।

হঠাৎ করে আলোকরাশি জর্জরিত করে দিল। চতুর্দিকে এত শক্তিশালী আলো জ্বলে উঠল যে মনে হয় তাকে কেউ প্রচণ্ড শক্তিতে ঘুষি মারল; এর তেজে সে দু-চোখ বন্ধ করে ফেলল। যখন সে চোখ খুলল, দেখতে পেল যে লম্বা একটি ড্রেসিংগাউন পরে তার এক পকেটে ঢুকানো হাতে যেন কোনো হাতিয়ার আছে এমনিভাবে তার থেকে দু-এক গজ দূরে সামনে রউফ ইলওয়ান দাঁড়িয়ে; তাকে দেখতে একটা বিরাটকায় দৈত্যের মতো লাগছিল। তার চোখের শীতল চাউনি, তার শক্ত করে চেপে ধরা ঠোঁট সায়ীদের মেরুদণ্ড দিয়ে ঠাণ্ডা স্রোত বইয়ে দিল; গভীর ঘৃণা, শত্রুতা ছাড়া আর কিছুই নেই। জেলের দেয়ালের চেয়ে গভীর শ্বাসরোধকারী এক দুঃসহ নীরবতা বিরাজ করতে লাগল। কারাধ্যক্ষ আবদুরাব্বু শিগগিরই ঠাট্টা করবে; "এত তাড়াতাড়ি আবার ফিরে এলে?"

"পুলিশ ডাকব নাকি?" তার পেছন থেকে কেউ কাঠখোট্টার মতো বলে উঠল। সায়ীদ পেছনে ঘুরে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানো তিনজন চাকরকে দেখতে পেল। "বাইরে গিয়ে অপেক্ষা করো," নীরবতা ভেঙে রউফ বলল।

দরজাটা খুলে আবার বন্ধ হতে হতে সায়ীদ লক্ষ্য করল যে ফুল লতা পাতায় কারুকার্যমণ্ডিত একটি কাঠের দরজা এটি; এর উপরের দিকে কোনো প্রবাদ বাক্য কিংবা কোরানের আয়াত খোদাই করা। সে ঘুরে রউফের মুখোমুখি দাঁড়াল।

"আমার উপর এই খোদকারী দেখাতে যাওয়া তোমার গর্দভগিরি ছাড়া আর কিছুই নয়; আমি তোমাকে চিনি। খোলা পুস্তকের মতো আমি তোমার ভেতরটা সম্পূর্ণ পড়তে পারি।" নির্বাক, অসহায় ও ভাগ্যসমর্পিত আকস্মিক চমকের ধাক্কা সামলাতে এখনো ব্যস্ত, তবুও একটা সহজাত অনুভূতির দ্বারা সায়ীদ বুঝতে পারল যে, গত পরশু দিন যেখান থেকে মুক্তি পেয়ে এসেছে সেখানে তাকে আপাতত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবার পাঠানো হবে না। "সম্পূর্ণ তৈরি হয়েই আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। সত্যি বলতে কী, তোমার কর্ম-পরিকল্পনাও আমি মনে মনে এঁকে নিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, হয়ত হতাশই হব। কিন্তু স্পষ্টতই তোমার ওপর কোনো অবিশ্বাসই ভিত্তিহীন প্রমাণিত হয় না।" মুহূর্তের জন্য চোখ নামালে সায়ীদ খেয়াল করল যে মোমখসা মেঝে নকশা করা কাষ্ঠখণ্ডে নির্মিত। তারপর কিছু না বলেই চোখ তুলে চাইল। "এর কোনো মানে হয় না। তুমি একটা সর্বকালের অপদার্থ এবং অপদার্থ হিসেবেই তোমার মৃত্যু হবে। এখন আমার সবচেয়ে আগে যা করা উচিত তা হল তোমাকে পুলিশের হাতে তুলে দেয়া।" সায়ীদ চোখ পিট-পিট করে ঢোক গিলে আবার নিচের দিকে তাকাল।

"কীসের জন্য এসেছ?" রউফ রাগত স্বরে জানতে চাইল। "তুমি আমাকে শত্রু ভাবো। আমার বদান্যতা, আমার সহৃদয়তা তুমি ভুলে গেছ। ঈর্ষা ও শত্রুতা ছাড়া তোমার আর কোনো অনুভূতি নেই। তোমার চিন্তা-চেতনা তোমার কার্যপ্রণালীর মতোই আমি ভালো করে জানি।"

মেঝের উপর এদিক থেকে ওদিক চোখ ঘোরাতে-ঘোরাতে সায়ীদ বিড়বিড় করে বলল, "আমার মাথা ঘুরছে। অদ্ভুত। জেল থেকে বেরোবার পর এমন হচ্ছে।"

"মিথ্যাবাদী! আমাকে ফাঁকি দেবার চেষ্টা করো না। ভেবেছ যাদের আক্রমণ করে কথা বলেছি আমি তাদেরই যে কোনো জনের মতো ধনী হয়েছি। এবং সেটা মনে করেই তুমি আমাকে—"

"এ কথা সত্য নয়।"

"তাহলে কেন ঢুকেছিলে আমার ঘরে? আমার ঘরে কেন তুমি ডাকাতি করতে চাও?"

"জানি না," মুতূর্তের ইতস্তত্তার পরে সায়ীদ বলল। "আমার মনের অবস্থা ঠিক নেই। কিন্তু তুমি আমাকে বিশ্বাস করছ না।"

"অবশ্যই করছি না। তুমি নিজেই জানো, মিথ্যা বলছ। আমার সদুপদেশে কোনো কাজ হয়নি। তোমার ঈর্ষা ও ঔদ্ধত্য জাগ্রত হলে সব সময়ের মতো আগপাছ না ভেবে পাগলের মতো ঝাঁপ দিয়েছ। তোমার খেয়ালখুশি মতো যা ইচ্ছা করতে পারো, তবে শিগগিরই আবার তুমি জেলে যাবে।"

"আমাকে দয়া করে মাফ করে দাও। জেলের আগেও যেমন, মধ্যেও তেমন, আমার মন যা তাই রয়ে গেছে।"

"তোমাকে মাফ করা যায় না। তোমার মনের মধ্য দিয়ে যা প্রবাহিত হয়, তোমার মনের চিন্তা আমি বুঝতে পারি। আমার সম্পর্কে ঠিক কী তুমি ভাবো তা দেখতে পাই। এবং তোমাকে পুলিশে দেবার এই-ই সময়।"

"দয়া করে এটি করো না।"

"করব না? তাই কি তোমার পাপ্য নয়?"

"হ্যাঁ, আমার প্রাপ্য, কিন্তু তবুও পুলিশে দিও না।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"আবার যদি চোখের সামনে কখনো পড়ো," রউফ হাঁক ছেড়ে বলল, "তাহলে তোমাকে পতঙ্গের মতো পিষে মারব।" এমনি বিদায় হয়ে সায়ীদ তাড়াতাড়ি চলে যেতে উদ্যত হলে ধমক দিয়ে রউফ তাকে থামিয়ে দিল : "আমার টাকাটা ফেরত দিয়ে যাও।" মুহূর্তের স্থবিরতা কাটিয়ে উঠে সায়ীদ পকেটে হাত ঢুকিয়ে নোট দুখানা বের করে আনল। সে দুটো নিয়ে রউফ বলল, "কোনোদিন আর আমাকে মুখ দেখিও না।"

সায়ীদ হাঁটতে-হাঁটতে নীল নদের পারে এসে উপস্থিত হল, মুক্তি পেয়েছে একথা এখনো যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না। মুক্তির স্বাদ অবশ্য পরাজয়ের গ্লানিতে ঢেকে আছে। অতি প্রত্যুষের শিশিরভেজা সকালে সে ভাবতে লাগল, যে কক্ষে তাকে আটকানো হল কী করে তার দরজার কারুকাজ ও মেঝের কাঠ-টুকরা নির্মিত মোমপালিশ ছাড়া সে ঘরের আর কোনো কিছুই ভালো করে খেয়াল করল না। কিন্তু ঊষা তার শিশির স্নাত করুণা ঢেলে সবকিছু হারানোর, এমনকি নোট দুখানাও ব্যথার সাময়িক সান্ত্বনা দিয়ে গেল এবং তার কাছেই সে আত্মসমর্পণ করল। মাথা উঁচিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে সূর্যোদয়ের ঠিক এই পূর্বক্ষণের আকাশে তারকারাজির দীপ্তিময় ঔজ্জ্বল্য দেখে সে নির্বাক হয়ে গেল।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাঁচ

অবিশ্বাসের চোখে সবাই তার দিকে তাকিয়ে থাকল, তারপর রেস্তোরাঁর সবাই একসঙ্গে উঠে ওকে অভ্যর্থনা জানাল। মালিক ও তার পরিচারকের নেতৃত্বে সবাই ওকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরে ভালবাসা ও বন্ধুত্বে ভরা নানা রকম কথাবার্তা বলতে বলতে কেউ কোলাকুলি করতে লাগল। কেউবা গালে চুমু খেতে লাগল। সায়ীদ মাহরান সবার সাথে করমর্দন করতে-করতে বিনীতভাবে বলতে লাগল, "ধন্যবাদ, টারজান। ধন্যবাদ তোমাদেরকে, বন্ধুগণ।"

"কখন ছাড়া পেলে?"

"গত পরশুদিন।"

"একটা সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার কথা ছিল। আমরা তো সেই অপেক্ষায় বসেছিলাম।"

"আল্লাহর মেহেরবানীতে বেরিয়ে এসেছি।"

"অন্য সবাই?"

"ওরা সবাই ভালো আছে। যথাসময়ে ওদেরও সুযোগ আসবে।" চাপা উত্তেজনায় এর ওর সাথে সংবাদের আদানপ্রদান চলল কিছুক্ষণ, তারপর রেস্তোরাঁর মালিক সবাইকে যার যার জায়গায় ফিরে যেতে বলে সায়ীদকে হাতে ধরে নিয়ে এক কোণায় তার পাশে সোফায় বসালে আবার পূর্বের নীরবতা ফিরে এল। কিছুই বদলায়নি। সায়ীদের মনে হল যেন কেবল গত কাল সে এই জায়গা ছেড়ে গিয়েছিল। খড়ের গদিআঁটা কাঠের চেয়ার, পেতলের হাতল, কড়া-কবজা ইত্যাদিসহ সেই গোলাকৃতির ঘরটি ঠিক তেমনই আছে। চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে খোশগল্পে রত হাতে গোনা গুটিকয়েক খদ্দের, তার মধ্যে কয়েকজন তার আগেরই চেনা। উল্টোদিকের বড় জানালা ও খোলা দরজা দিয়ে আলোকণাহীন ঘন আঁধারে ঢাকা সুদূর বিস্তৃত পতিতভূমি চোখে পড়ে। নির্মল, সতেজ ও মরুভূমির মতোই শুকনো কিন্তু তেজোদ্দীপক যে বায়ু দরজা ও জানালার মধ্য দিয়ে ঢুকে পড়ছিল তাতে ক্ষণে-ক্ষণে ভেসে আসা দূরাগত হাসির শব্দই কেবল এই মনে দাগ কাটা নীরবতা মাঝে মাঝে ভঙ্গ করছিল।

বেয়ারার হাত থেকে চায়ের পেয়ালা নিয়ে ঠাণ্ডা হবার ফুরসৎ না দিয়ে ঠোঁটে চুমুক দিয়ে মালিকের দিকে ঘুরে তাকাল। "ব্যবসা আজকাল কেমন চলছে?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টারজান নিচের ঠোঁট বাঁকালো খানিকটা। "বিশ্বাস করা যায় তেমন লোক আজকাল খুব একটা বেশি নেই," ঘৃণার সাথে সে বলল।

"কী বলছ? এ তো খুব খারাপ কথা।"

"সব বেটা আমলাদেরই মতো অলস!" সায়ীদ সহানুভূতিসূচক হুম শব্দ করে উঠল। "অলস লোক অন্তত বিশ্বাসঘাতকের চেয়ে ভালো। ধন্যবাদ এক বিশ্বাসঘাতককে—তার কারণেই আমাকে জেলে যেতে হয়েছিল, টারজান।"

"সত্যি? না-না কী বলো!"

অবাক হয়ে সায়ীদ তার দিকে চেয়ে থাকল। "তাহলে তুমি কি কাহিনীটি শোনোনি?" সহানুভূতির সাথে টারজান মাথা দোলাতে থাকলে সায়ীদ তার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিসিয়ে বলল, "আমার একটা ভালো রিভলবার দরকার।"

"কোনো কিছুর প্রয়োজন হলে আমি তোমার সেবায় আছি।"

সায়ীদ ওর পিঠে মৃদু চাপড় দিয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে কিছুটা বিব্রতভাবে বলা শুরু করল, "কিন্তু আমার কাছে তো..." সায়ীদের ঠোঁটের ওপর টারজান তার মোটা আঙুল দিয়ে থামিয়ে দিয়ে বলল, "কারো কাছে তোমার এমন ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে কখনো কিছু বলার দরকার নেই।"

পেয়ালার অবশিষ্ট চা-টুকু বেশ মজা করে শেষ করে হেঁটে জানালার কাছে গিয়ে সায়ীদ দাঁড়াল, সুঠাম, সবল ও ঋজু দেহের মাঝারি উচ্চতা সম্পন্ন একজন লোক। বাতাস তার জ্যাকেটের মধ্যে ঢুকে ফুলিয়ে ঢোল করল, কিন্তু সেদিকে কোনো খেয়াল না করে সায়ীদ একদৃষ্টে সামনের নিকষ কালো পতিতভূমির নিরবচ্ছিন্ন শূন্যতার মধ্যে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। মাথার ওপরের তারকারাজিকে মনে হচ্ছিল বালুকণা; এবং রেস্তোরাঁটিকে মনে হচ্ছিল সমুদ্রে ভাসমান কোনো নিঃসঙ্গ দ্বীপ কিংবা নিঃসীম আকাশে একাকী কোনো উড়োজাহাজ। তার পেছনে, যে ছোট্ট পাহাড়ের ওপর রেস্তোরাঁটি অবস্থিত তার পাদদেশে, আঁধারে বসে থাকা তাজা বায়ু সেবনার্থীদের হাত থেকে হাতে কাছের তারার মতো সিগারেট জায়গা বদলাচ্ছিল। পশ্চিমের দিগন্ত রেখার ওপর "আব্বাসীয়ার" আলোগুলো অ-নে-ক দূরের মনে হচ্ছিল, ঐ দূরত্ব দিয়েই বুঝতে পারা যায় মরুভূমির কত গভীরে এনে রেস্তোরাঁটি বসানো হয়েছে।

সায়ীদ জানালা দিয়ে বাইরে চাইলে পাহাড়ের চারদিকে হাত-পা ছড়িয়ে বসে যারা রাতের মরুভূমির ঠাণ্ডা মৃদু বাতাস উপভোগ করছিল তাদের কণ্ঠস্বর সম্পর্কে সচেতন হল— কল্কের জ্বলন্ত কয়লা থেকে চড়চড় করে আগুনের ফুলকি চারদিকে ছড়াতে ছড়াতে হুকা হাতে বেয়ারা এখন তাদের দিকেই নেমে যাচ্ছিল— মাঝে-মাঝে হাসির হররাসহ তাদের জীবন্ত আলোচনা চলছিল— স্পষ্টতই আলোচনা বেশ উপভোগ করছিল এমন একজন তরুণকে সে বলতে শুনল, "নিরাপত্তা আছে পৃথিবীর যে কোনোখানে এমন একটি জায়গা আমাকে দেখাও তো।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ বক্তব্যের সাথে দ্বিমত পোষণ করল আরেকজন। "উদাহরণস্বরূপ এখন আমরা যেখানে বসে আছি। এখন কী আমরা শান্তি ও নিরাপত্তা উপভোগ করছি না?"

"লক্ষ্য করো, তুমি বলছ "এখন।" বিপদ তো সেখানেই।"

"কিন্তু উদ্বেগ ও ভীতিকে কেন অভিশাপ দিচ্ছি? শেষ পর্যন্ত ভবিষ্যৎ-ভাবনা থেকে তারা কি আমাদেরকে রেহাই দেয় না।"

"সুতরাং তুমি তাহলে শান্তি ও যুদ্ধহীনতার শত্রু।"

"গলায় জল্লাদের ফাঁসির দড়ির কথাই যদি শুধু চিন্তা করতে হয়, তাহলে শান্তির নামে ভীতি আসাই স্বাভাবিক।"

"আচ্ছা, এটা ব্যক্তিগত ব্যাপার– এটা তুমি জল্লাদের সাথে রফা করে নিলেই পারো।"

"অন্ধকার ও মরুভূমির দ্বারা এখানে সুরক্ষিত বলেই খুশিতে বকবক করতে পারছ। কিন্তু শিগগিরই তো নগরীর মধ্যে ফিরে যেতে হবে। অতএব, লাভ কী?"

"আসল ট্রাজেডি এই যে, আমাদের শত্রু একই সময় আমাদের বন্ধু।"

"বরঞ্চ উল্টো–আমাদের বন্ধু আমাদের শত্রুও।"

"না, আমরা ভীরু এটাই ট্রাজেডি। একথা আমরা স্বীকার করছি না কেন?"

"হতে পারে আমরা ভীরু। কিন্তু এ যুগে তুমি সাহসী হবে কী করে?"

"সাহস সাহসই।"

"এবং মরণও মরণই।"

"এবং মরুভূমি ও অন্ধকারই এ সমস্ত কিছু।"

আলোচনার কী ছিরি! কী বুঝাতে চাইল এরা? ঐ রাতের রহস্যময়তার মতোই এক ধরনের অদ্ভুত ও নিরাবয়ব যে অবস্থা আমার তারই যেন অভিব্যক্তি ঘটাচ্ছে এরা। ছিল সে এক সময় যখন যৌবন, শক্তি ও আস্থা সবই ছিল– সেই সময় যখন জাতীয় বৃহত্তর স্বার্থের জন্য অস্ত্র সংগ্রহ করেছি, নিছক হত্যার জন্য নয়। এ পাহাড়েরই উল্টো দিকে ছেঁড়া কাপড় পরা কিন্তু হীরার টুকরা ছেলেরা সংগ্রামের প্রশিক্ষণ নিত। এবং বর্তমানে ১৮ নং ভিলার বাসিন্দাই ছিল তাদের নেতা। নিজে প্রশিক্ষণ নিত, অন্যকে প্রশিক্ষণ দিত এবং জ্ঞানগর্ভ বাণী উচ্চারণ করত। "সায়ীদ মাহরান," সে আমাকে বলত, "রুটির চেয়ে রিভলবার বেশি জরুরি। বাপের মতো তুমি যে সুফি সাধকের দরবারে ছুটে যাও তারও চেয়ে এটা বেশি প্রয়োজনীয়।" এক সন্ধ্যায় সে আমাকে জিজ্ঞেস করল, "এদেশে একজন লোকের কী দরকার, সায়ীদ?" এবং উত্তরের অপেক্ষা না করেই সে বলল, "দরকার একখানা বই ও একটি বন্দুকের : অতীতের ব্যবস্থা করবে বন্দুক আর ভবিষ্যতের পথ বাতলাবে বই। অতএব, তুমি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবে এবং পড়াশুনা চালিয়ে যাবে।" ছাত্র হোস্টেলে সেই রাতে তার চেহারা, তার অট্টহাসি আমি এখনো মনে করতে পারি এবং তার সেই কথা : "তো তুমি চুরি করেছ। তুমি সত্যি সত্যিই চুরি করার সাহস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখিয়েছ। শাবাশ! চুরিকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে শোষণকারীদের অপরাধের বোঝা আংশিক হলেও লাঘব করা সম্পূর্ণ আইনসঙ্গত, সায়ীদ। এ সম্পর্কে কখ্খনো কোনো সন্দেহ পোষণ করো না।"

এই উন্মুক্ত পতিত প্রান্তর সায়ীদের নিজের কৌশলের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এ কথা কী বলা হত না যে, সে ছিল মৃত্যুর জীবন্ত প্রতিমূর্তি, যে তার নিশানা কখনো লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না? চোখ বুঁজে, শরীর আলগা করে সে তাজা বাতাস উপভোগ করতে লাগল; হঠাৎ তার কাঁধের ওপর কার যেন স্পর্শ লাগল। ঘুরে তাকিয়ে সে দেখতে পেল যে টারজান তার অন্য হাতটি দিয়ে ওর দিকে একটি রিভলবার এগিয়ে ধরে আছে।"

"ইনশাল্লাহ, এটা তোমার শত্রুর ধ্বংস ডেকে আনুক," টারজান তাকে বলল।

সায়ীদ রিভলবারটি হাতে নিল। "এর দাম কত, টারজান?" ট্রিগারের কাজ পরীক্ষা করতে-করতে সে বলল।

"এটি আমার উপহার।"

"না, ধন্যবাদ, তা আমি গ্রহণ করতে পারি না। আমি যা চাই তা হল কিছুটা সময়—যখন এর দাম আমি দিয়ে দিতে পারব।"

'কটি গুলির দরকার হবে?'

পায়ে পায়ে তারা আবার টারজানের সোফার কাছে ফিরে গেল। খোলা দরজা অতিক্রম করার সময় তারা বাইরের দিকে একটি স্ত্রীলোকের উচ্চ হাসির শব্দ শুনতে পেল। টারজান একটু হাসল।

"এ হচ্ছে নূর, মনে আছে তার কথা?"

অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে সায়ীদ কিছুই দেখতে পেল না।

"ও কী এখনো এখানে আসে?" সে জিজ্ঞেস করল।

"মাঝে-মধ্যে। তোমাকে দেখলে ও খুশি হবে।"

"কাউকে সে ধরতে পেরেছে?"

"অবশ্যই। এবার এক মিছরি কারখানার মালিকের ছেলে।" তারা আসন গ্রহণ করলে টারজান ডেকে পরিচারককে বলল, "একটু বুদ্ধি খাটিয়ে নূরকে এখানে আসতে বলো।"

ভালোই হল তার সাথে দেখা হবে, দেখা যাবে সময় তার ওপর কী চিহ্ন রেখে গেছে।

মেয়েটা তার ভালবাসার কাঙাল ছিল, কিন্তু ব্যর্থ হয়েছে। তার যতখানি ভালবাসা ছিল তার সবখানিরই একচ্ছত্র মালিক ছিল সেই অন্য, দ্বিচারিণী মেয়েলোকটি। সায়ীদ ছিল যেন পাথরের তৈরি। এ রকম কাউকে ভালবাসার চেয়ে হৃদয়বিদারক আর কিছু নেই। এ যেন ছিল মধুকণ্ঠী ঈগলের শিলাময় পর্বতকে গান শোনানো, শানানো বর্শাফলককে যেন সমীরণের আলিঙ্গন। এমনকি ওর দেয়া উপহারগুলোও সে নবাইয়া কিংবা ইলীষকে বিলিয়ে দিত। পকেটে রাখা রিভলবারে হাত বোলাতে বোলাতে সে দাঁতে দাঁত চেপে ধরল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নূর দরজার মাঝখানে এসে দাঁড়াল। অপ্রস্তুত থাকার কারণে সায়ীদকে দেখে সে অবাক বিস্ময়ে তার থেকে কয়েক পা দূরে থমকে দাঁড়াল। সায়ীদ ওর দিকে অভিনিবেশ সহকারে চেয়ে মৃদু হাসল। শরীর আগের চেয়ে কিছুটা হালকা, মুখমণ্ডল কড়া প্রসাধনীর আবরণে ছদ্মবেশী এবং সে এমন একটি যৌনাবেদনকারী ফ্রক পরেছিল যাতে তার বাহু ও পা-ই দেখা যাচ্ছিল না, বরঞ্চ এটা তার শরীরে এমন আঁটোসাঁটো হয়ে লেপ্টে ছিল যেন এটা প্রলম্বিত রাবার। আত্মসম্মানের সমস্ত দাবি সে যে চুকিয়ে দিয়েছে এ যেন তারই বিজ্ঞাপন। বাতাসে ফুরফুর করা তার ববকাটা চুলও তাই-ই করছিল। নূর দৌড়ে তার কাছে এল।

"আল্লাহর শুকরিয়া, তুমি নিরাপদ আছ," টারজানও তাকে জড়িয়ে ধরে, আবেগ ঢাকার জন্য জোরে জোরে হাসতে হাসতে ও বলল।

"তুমি কেমন আছ, নূর?" সায়ীদ বলল।

"যেমন দেখতে পাচ্ছ?" মৃদু হাসি সহযোগে ওর পক্ষ নিয়ে টারজান বলল, "ওর নামেরই মতো; ও শুধুই আলোকোজ্জ্বল।"

"আমি ভালোই আছি।" ও বলল। "তুমি? তোমাকে তো বেশ স্বাস্থ্যবান মনে হচ্ছে। কিন্তু তোমার চোখে কী হয়েছে? রাগ করলে তোমার চোখে কেমন এক ধরনের দৃষ্টি যেন দেখা যেত তোমাকে এখন দেখে সেই কথাই মনে পড়ছে।"

"কী বুঝাতে চাচ্ছ তুমি?" ছোট্ট হাসি দিয়ে সায়ীদ বলল।

"জানি না, বুঝিয়ে বলা মুশকিল। তোমার চোখ যেন কেমন লাল লাল হয়ে যায় এবং ঠোঁট নড়তে থাকে।"

সায়ীদ হাসল। তারপর, ঈষৎ বিষাদ মাখানো কণ্ঠে বলল, "তোমার বন্ধু তোমাকে নিশ্চয়ই শিগগিরই নিতে আসবে?"

"হা-হ্, সে তো এখন বদ্ধ মাতাল হয়ে আছে," মাথা ঝাঁকিয়ে চোখের ওপর থেকে চুল সরাতে সরাতে নূর বলল।

"যাই হোক, তুমি এখন তার সাথেই বাঁধা।"

"তুমি কি চাও," চতুরালিপূর্ণ হাসিতে চোখ বাঁকিয়ে ও বলল, "যে আমি ওকে বালিতে পুঁতে ফেলি?"

"না, আজ রাতেই নয়। পরে আবার আমাদের দেখা হবে। শুনেছি, সে নাকি ধরার মতো খাঁটি মাল," সে যোগ করল, তার দৃষ্টির আগ্রহ নূরের চোখ এড়াল না।

"তা বলতে পারো অবশ্য। তার গাড়িতে চড়ে শহিদের কবরের কাছে যাব। খোলামেলা জায়গা ওর খুব পছন্দ।"

তো খোলামেলা জায়গা তার খুব পছন্দ। শহিদের মাজারের কাছে।

নূরের চোখের পাতা ঘনঘন ওঠানামা করতে লাগল। দৃষ্টি বিভ্রান্ত। তার দৃষ্টি সায়ীদের দৃষ্টিতে এসে মিললে বিভ্রান্তি আরো বেড়ে গেল। "দেখো," ঠোঁট ফুলিয়ে সে বলল, "তুমি আমার কথা কখনো ভাবো না।"

"এ কথা সত্য নয়," সায়ীদ বলল। "তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"তুমি কেবল সেই বেহদ্দ মাতালটার কথাই ভাবছ।"

সায়ীদ হাসল। "তোমার কথা চিন্তা করলেই সে মনে এসে যায়।"

"ওর লোকেরা জানতে পারলে আমাকে একদম শেষ করে দেবে," হঠাৎ সিরিয়াস হয়ে নূর বলল। "ওর বাবা খুব প্রভাবশালী ব্যক্তি এবং ওদের পরিবারও খুব ক্ষমতাবান। তোমার কি টাকা লাগবে?"

"আমার সত্যিই যা দরকার তা হল একটি গাড়ি," দাঁড়াতে দাঁড়াতে সে বলল। "তার সাথে খুব স্বাভাবিক ব্যবহার করবে," নূরের গালে ছোট্ট একটি চিমটি কেটে ও যোগ করল। "তোমার ভীত হওয়ার মতো কিছু ঘটবে না এবং তোমাকে কেউ সন্দেহও করবে না। আমি বাচ্চা ছেলে নই। এ ঘটনাটা ঘটিয়ে ফেলার পর তুমি যা কোনোদিন সম্ভব বলে ভাবোনি তারও চেয়ে বেশি আমাদের দেখা-সাক্ষাৎ হবে।"

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছয়

এই জায়গাটা তার ভালো করেই চেনা ছিল। ব্যারাকের পাশের রাস্তা এড়িয়ে সে মরুভূমির মধ্য দিয়ে আড়াআড়ি চলা শুরু করল যাতে স্বল্পতম সময়ের মধ্যে শহিদের মাজারে পৌঁছতে পারে। মাজার অভিমুখে সে এমনভাবে চলছিল যেন তার মাথার মধ্যে কম্পাস বসানো আছে। তারার অস্পষ্ট আলোয় মাজারের বিশালকায় গম্বুজটি চোখে পড়তেই গাড়িটি কোন্‌খানে রাখা হয়ে থাকতে পারে সে জায়গাটি খুঁজতে লাগল। অতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফেলে মাজারের চারদিকে ঘুরতে-ঘুরতে যখন দক্ষিণ দিকে এল তখন খানিকটা দূরে গাড়িটা তার নজরে পড়ল। দ্বিতীয় কোনো চিন্তা না করে মাথা নুঁইয়ে গাড়ির দিকে এগুতে শুরু করে দিল। খুব কাছে আসতে হামাগুড়ি দিয়ে এগুতে-এগুতে একেবারে পাশে এসে ফিসফিসানি সহযোগে নীরবতা ভেদ করে প্রেম করার শব্দ সে শুনতে পেল।

এবার, সে নিজেকে বলল, আনন্দের স্থলে সন্ত্রাস হবে এবং সুখ হঠাৎই উবে যাবে, কিন্তু তার জন্য তোমার কোনো দোষ নেই : আকাশের চাঁদোয়ার মতোই বিশৃঙ্খলা ও বিভ্রান্তি আমাদের সবাইকে আবৃত করে রাখে। রউফ কী বলত না যে, আমাদের উদ্দেশ্য ভালো, কিন্তু সুবিন্যাস ও শৃঙ্খলার অভাব আমাদের?

গাড়ির মধ্যে শ্বাসপ্রশ্বাস এতক্ষণে হাফানিতে রূপান্তরিত হয়েছে। শুধু মাত্র হাত-পায়ের ওপর ভর দিয়ে প্রায় মাটির সঙ্গে মিশে হামাগুড়ি দিয়ে সায়ীদ দরজার হাতল ধরল। শক্ত হাতে হাতল ধরে এক ঝটকায় দরজা খুলে ফেলে সে চিৎকার করে বলে উঠল, "খবরদার! একচুল নড়াচড়া করবে না!"

আহত বিস্ময়ে দুটি মানব সন্তান চেঁচিয়ে উঠল এবং দুই জোড়া চোখ সন্ত্রাসে তার দিকে তাকিয়ে থাকল। রিভলবারের নল দুলিয়ে সে বলল, "একটু নড়েছ কী গুলি করব। বেরিয়ে এসো।"

"মাফ করে দিন," নূরের কণ্ঠ শুনতে পাওয়া গেল।

আরেকটি কণ্ঠ ফ্যাসফ্যাসে, যেন বালু আর পাথরকণায় খসখসানো, বলল, "কী-কী চান আপনি মেহেরবানি করে বলুন!"

"বেরিয়ে এসো।"

একহাতে কাপড়চোপড় কোনো রকমে পেঁচিয়ে ধরে নূর গাড়ি থেকে বাইরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পায়ের মধ্যে প্যান্ট ঢুকাতে-ঢুকাতে হুমড়ি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খেয়ে বাইরে এসে ছিটকে পড়ল এক যুবক। সায়ীদ এমন ভীতিপ্রদ নৈকট্যে এনে রিভলবারের নল ঠেকালো যে, যুবকটি মিনতির স্বরে বলতে লাগল : না! না। দোহাই আপনার আমায় মেরে ফেলবেন না," প্রায় কাঁদো-কাঁদো স্বরে সে বলল।

"টাকা," সায়ীদ ঘড়ঘড় করে উচ্চারণ করল।

"আমার জ্যাকেটে। গাড়ির মধ্যে।"

সায়ীদ ঠেলে নূরকে আবার গাড়িতে ঢুকাল। "তুমি ভেতরে ঢোকো।"

ব্যথায় কাতরাতে কাতরাতে সে কোনো রকমে আবার গাড়িতে ঢুকল। "দয়া করে আমাকে যেতে দিন। দোহাই আল্লাহর, আমাকে ছেড়ে দিন," সে তোতলাতে তোতলাতে বলল।

"জ্যাকেটটা আমার কাছে দাও।" নূরের কাছ থেকে সেটি কেড়ে নিয়ে মানিব্যাগটা হস্তগত করে জ্যাকটটি পুনরায় যুবকের মুখের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিল। "নিজের চামড়া বাঁচানোর জন্য তোমার হাতে ঠিক এক মিনিট সময় আছে।" যুবকটি ধুমকেতুর গতিতে অন্ধকারে মিলিয়ে যেতে না-যেতে সায়ীদ লাফ দিয়ে চালকের আসনে বসে গাড়ি ছেড়ে দিল। গর্জন করে গাড়ি সামনে ছুটে চলল।

"আমি সত্যিই ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।" কাপড়চোপড় ঠিকঠাক করতে করতে নূর বলল, "যেন সত্যি সত্যিই তোমাকে তখন ওখানে আশা করিনি।"

"আসো গলাটা ভিজিয়ে নেয়া যাক," গাড়ির চলন্ত অবস্থায় রাস্তায় পৌঁছে সে বলল। নূর ওর হাতে বোতল এগিয়ে দিলে তা থেকেই ঢকঢক করে সে অনেকখানি গলায় ঢেলে দিল। বোতল ফেরত নিয়ে নূরও তাই করল।

"বেচারা! ওর হাঁটু ঠকঠক করে কাঁপছিল," নূর বলল।

"তুমি খুব দয়ালু। আমার অবশ্য কারখানা-মালিকদের প্রতি বিশেষ কোনো পক্ষপাত নেই।"

"আসল কথা, তুমি কাউকেই পছন্দ করো না।" সোজা হয়ে বসে সামনের দিকে দৃষ্টি মেলে ধরে নূর বলল। ওর মন ভোলানোর চেষ্টা করার মতো ইচ্ছে তখন সায়ীদের ছিল না। সে তাই কিছু না বলে চুপ করে গাড়ি চালাতে লাগল।

"আব্বাসীয়া" রেস্তোরাঁর দিকে গাড়ি এগোচ্ছে দেখে নূর আর্তনাদের স্বরে চেঁচিয়ে উঠল, "ওরা আমাকে তোমার সঙ্গে দেখতে পাবে যে! একই চিন্তা ওর মাথায়ও এসেছিল, তাই দিক পরিবর্তন করে পার্শ্ববর্তী একটি অপ্রশস্ত সড়কে গাড়ি ঢুকিয়ে গতি অনেকটা কমিয়ে দিল।

"টারজানের রেস্তোরাঁয় গিয়েছিলাম একটি বন্দুক যোগাড় করতে এবং এক ট্যাক্সিচালক পুরনো বন্ধুর সাথে কোনো একটা ব্যবস্থা করা যায় কি না তা দেখতে। এখন দেখি ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়ে এ গাড়িটা আমাকে জুটিয়ে দিল!"

"তাহলে কি মনে করো না যে আমি সব সময় তোমার কাজে লাগি?"

"স-ব সময়। এবং তোমার ভূমিকাটিও হয়েছিল অপূর্ব! নাটকে নামছ না কেন?"

"প্রথম কিন্তু আমি সত্যি ঘাবড়ে গিয়েছিলাম।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"পরের দিকে?"

"আশা করি, ভালোই উতরে গেছি, ও কিছু সন্দেহ করবে মনে হয় না।"

"ভয়ে তার পিলে এমন চমকে গিয়েছিল যে কোনো কিছু সন্দেহ করার ক্ষমতা তার ছিল না।"

"তোমার বন্দুক ও গাড়ির কেন প্রয়োজন?" মাথাটা ওর খুব কাছে সরিয়ে এনে নূর জিজ্ঞেস করল।

"এ তো ব্যবসার যন্ত্র বিশেষ।"

"হায় আল্লাহ! তুমি জেল থেকে কখন বেরোলে?"

"গত পরশু।"

"এবং এরই মধ্যে আবার সেই কাজ করার চিন্তা শুরু করে দিয়েছ?"

"পেশা পরিবর্তন করা এখনো কি তোমার কাছে খুব সোজা মনে হয়েছে?"

সামনের সড়ক অন্ধকার। গাড়ির হেডলাইটের আলো যেখানে পড়ে শুধু সেটুকুই দেখা যাচ্ছিল। সেই রাস্তার দিকে সোজা দৃষ্টি প্রসারিত করে দিয়ে নূর চুপ করে থাকল। মোড় ঘুরতেই রাতের স্বাভাবিক আঁধারের চেয়ে আরো গভীরতর এক প্রস্থ অন্ধকার নিয়ে মুকাত্তাম পাহাড়ের অবয়ব দেখা দিল।

"তুমি কি অনুভব করতে পারো," আলতো করে সে বলল, "তোমার জেলে যাওয়ার খবরে আমি কতটা বিমর্ষ হয়েছিলাম?"

"না। কতটা?"

"ব্যঙ্গোক্তি করার বদভ্যাসটা তুমি কি কোনোদিনও ছাড়তে পারবে না?" নূরের গলায় একটু বিরক্তির সুর বেজে উঠল।

"কিন্তু আমি অত্যন্ত সিরিয়াস। এবং আমার প্রতি তোমার ভালবাসা সম্পর্কে স্থিরনিশ্চিত।"

"তোমার হৃদয় বলতে কোনো পদার্থ নেই।"

"নিয়ম মাফিক ওটা তারা জেলে তালাবদ্ধ করে রেখে দিয়েছে!"

"জেলে যাবার অনেক আগে থেকেই তুমি হৃদয়হীন ছিলে।"

ও কেন আবার ভালবাসার কথা তুলছে? সেই বিশ্বাসঘাতিনী মহিলার সঙ্গে, সেই কুকুরগুলোর সাথে এবং বাপকে যে প্রত্যাখ্যান করেছে সেই ছোট্ট মেয়েটির সাথে ওর কথা বলা উচিত। "একদিন ওটা পেতে আমরা সফলকাম হব," সে বলল।

"আজ রাত কোথায় কাটাচ্ছ? তোমার স্ত্রী কি জানে তুমি এখন কোথায়?"

"মনে হয় না।"

"তাহলে কি বাড়ি ফিরে যাচ্ছ?"

"মনে হয় না। অন্তত আজ রাতে তো নয়ই।"

"তাহলে আমার সঙ্গে থাকো।"

"হ্যাঁ, বাবেল নাসের গোরস্তানের ওপারে শারীয়া নাজিমুদ্দিন এ।"

"কত নম্বর?"

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"ওর রাস্তায় একটিই মাত্র বাড়ি আছে; গোরস্তানের লাগোয়া পেছনে বস্তার একটা আড়তের ওপরেই বাড়িটা।"

"বাহ্, কী মহান অবস্থান!" সায়ীদ হাসল।

নূরও হাসল। "সেখানে কেউ আমাকে চেনে না, এবং কেউ কোনোদিন আমার বাসায়ও আসেনি। সবচেয়ে ওপরের তলায় আমি থাকি।" ওর উত্তরের জন্য নূর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল, কিন্তু সায়ীদ তখন রাস্তার দিকে খেয়াল রাখতেই ব্যস্ত। শেখ আলী আল-জুনায়েদীর বাড়ির পর থেকে একদিকে বাড়িগুলো এবং অন্যদিকে পাহাড়ের মধ্যে ক্রমশ সরু হয়ে এসেছে। শারীয়া দর্‌গার একদম মাথায় এলে গাড়ি থামিয়ে ও নূরের দিকে ফিরে বলল, "নেমে যাওয়ার জন্য এ জায়গাই মনে হয় তোমার জন্য উত্তম।"

"তুমি কি আমার সঙ্গে আসছ না?"

"আমি পরে আসব।"

"কিন্তু এত রাতে তুমি কোথায় যাবে?"

"তুমি এখন সোজা থানায় চলে যাও। তুমি যেন আমার একদম কেউ নও এমন ভাব করে ঠিক ঠিক যা ঘটেছে তার বর্ণনা দাও এবং তাদের কাছে এমন একটি লোকের বর্ণনা দাও যে আমার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের। বলো যে, লোকটি মোটা, ফরসামতো এবং ডানগালে পুরনো একটি কাটা দাগ আছে। বলো, তোমাকে ছিনিয়ে নিয়ে, সর্বস্ব অপহরণ করে তারপর ধর্ষণ করেছি।"

"ধর্ষণ করেছ?"

"মরুভূমির মধ্যে বিনহুম নামক স্থানে," নূরের বিস্মিত অভিব্যক্তি উপেক্ষা করে ও বলে চলল, "এবং বলো, তারপর গাড়ি থেকে ফেলে দিয়ে আমি গাড়ি চালিয়ে চলে গেছি।"

"তুমি আমাকে দেখতে সত্যিই কী আসবে?"

"হ্যাঁ, সে কথা পাকা। গাড়িতে যেমন অভিনয় করেছিলে থানায় গিয়ে তেমন পারবে তো?"

"আশা করি।"

"তাহলে বিদায়।" তারপর সে গাড়ি নিয়ে চলে গেল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাত

নবাইয়া ও ইলীষ-দুজনকে একই সঙ্গে খতম করে দেয়া একটা বিজয় বটে। আরো ভালো হয় একই সাথে রউফ ইলওয়ানের সাথে সমস্ত হিসাব-নিকাশ চুকিয়ে ফেলা এবং তারপর পালিয়ে যাওয়া, সম্ভব হলে বিদেশে। কিন্তু সানাকে দেখাশোনা করবে কে? এইটেই হচ্ছে আমার যন্ত্রণার কারণ। চিন্তা না করে তুমি সব সময়ই ঝোঁকের মাথায় কাজ করে বসো, সায়ীদ। কিন্তু এবার তাড়াহুড়া চলবে না; সবকিছু ঠিকঠাক না করা পর্যন্ত তোমাকে অপেক্ষা করতেই হবে, তারপর তুমি ঈগলের মতো ছোঁ দিয়ে পড়ো। কিন্তু দেরি করারও কোনো মানে হয় না : তোমার পেছনে পুলিশ লাগানো– তুমি জেল থেকে বেরোচ্ছ জানতে পেরেই তোমার পেছনে পুলিশ লাগানো হয়েছে– এবং এখন, গাড়ির এই ঘটনার পর তল্লাশি আরো জোরদার করা হবে। কারখানা মালিকের ছেলের মানিব্যাগে মাত্র গুটি কয়েক টাকা-আর একটি দুর্ভাগ্যের চিহ্ন। খুব শিগগির আঘাত না হানলে সবকিছু ভেস্তে যাবে। তবুও, সানাকে কে দেখাশোনা করবে? আহ্, আবার সেই যন্ত্রণা। সে আমাকে পরিত্যাগ করলেও আমি এখনো তাকে ভালবাসি। তাহলে কী তোমারই জন্য তোমার দ্বিচারিণী মাকে ক্ষমা করব? এর উত্তর আমাকে অবশ্যই এখন পেতে হবে।

ইমাম সড়কের কাছে দুটো গলি যেখানে এসে মিশেছে সেই সড়ক সংযোগের কাছের বাড়িটার চারদিকের নিকষ কালো অন্ধকারে সে পায়ে পায়ে হেঁটে বেড়াচ্ছিল। রাস্তার মাথায় অনেকটা পেছনে– দুর্গ চত্বরের কাছে গাড়ি পার্ক করা হয়েছে। দোকানপাট বন্ধ, রাস্তা নির্জন এবং তাকে কেউ লক্ষ্য করছে মনে হল না: এ রকম সময় সমস্ত জনপ্রাণী নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে যার যার আবাসস্থলে আশ্রয় নিয়েছে। সায়ীদ সহজেই আরো সতর্কতা অবলম্বন করতে পারত, কিন্তু তার উদ্দেশ্য থেকে কিছুতেই সে নড়বে না, তাতে সানাকে সারা জীবন যদি একাও থাকতে হয় তো থাকবে। কারণ বিশ্বাসঘাতকতা, রউফ, জঘন্য ঘৃণার কাজ।

পকেটের রিভলবারে হাত রেখে ঘাড় উঁচিয়ে সে উপরের জানালাগুলোর দিকে চাইল। বিশ্বাসঘাতকতা জঘন্য অপরাধ, ইলীষ এবং যারা বেঁচে থাকে তাদের জীবন মধুর ও উপভোগ্য করার জন্য ক্রিমিনাল ও দুষ্ট জানোয়ারগুলোকে পৃথিবীর বুক থেকে নির্মূল করে দেয়া অবশ্য কর্তব্য। দেয়ালের গা ঘেঁষে-ঘেঁষে দরজার কাছে পৌঁছে সে ঘরে ঢুকে গেল। তারপর পিচকালো অন্ধকার সিঁড়িতে সাবধানে পা ফেলে

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফেলে দোতলা, তিনতলা পেরিয়ে চারতলায় গিয়ে পৌঁছল। ঠিক আছে। হ্যাঁ, এই তো, সেই ফ্ল্যাট, আর ঘৃণ্যতম কামনা ও হেয়তম উদ্দেশ্যকে আটকে রাখা সেই তো দরজা এই। দরজায় টোকা দিলে এখন কে আসবে? নবাইয়া কী আসবে? গোয়েন্দা পুলিশটি কী কোথাও ওঁত পেতে আছে? ঘরের দরজা ভেঙেও যদি ঢুকতে হয় তবুও ওদের দুজনকে দোযখের আগুনে দগ্ধ করা হবে। এক্ষুনি তাকে কাজ শুরু করতে হবে। সায়ীদ মাহরান মুক্ত থাকা অবস্থায় ইলীষ সিদ্রার একদিনও বেঁচে থাকা কিছুতেই ঠিক নয়।

আগেও বহুবার যেমন হয়েছে এবারেও তেমনি নখের আঁচড়টি পর্যন্ত না লাগিয়ে তুমি অতি সহজেই কেটে পড়তে পারবে : তুমি তো সেকেন্ডের মধ্যে বড় বড় এপার্টমেন্ট ভবন ডিঙিয়ে যেতে পারো, অক্ষত অবস্থায় চারতলার জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়তে পারো, –এমনকি ইচ্ছা করলে উড়তেও পারো!

দরজায়ই মনে হয় টোকা দিতে হবে। কিন্তু দরজা ধাক্কালে, বিশেষ করে এত রাতে, সন্দেহের উদ্রেক হতে পারে। চেঁচামেচি করে নবাইয়া সারা দুনিয়া মাতিয়ে তুলবে এবং ভীরু কিছু গর্দভ তাতে জড়ো হবে। গোয়েন্দাটিও আসবে। তার চেয়ে বরং দরজার কাঁচের ছোট শার্শীটি ভেঙে ঢুকে পড়ো।

গাড়িতে এখানে আসতে-আসতে এই ভাবনাটা তার মাথায় প্রথম এসেছিল, ঘুরে-ফিরে সেই চিন্তাতেই আবার এল সে। রিভলবার বের করে যে বাঁকা শিক দিয়ে কাঁচ সুরক্ষিত সে রকম শিকের মাঝখান দিয়ে বাটের এক ঘা মারল। টুকরা-টুকরা কাঁচ ঝুর-ঝুর করে মেঝেতে ঝরে পড়ার শব্দ নিস্তব্ধ রাতে চাপা চিৎকার ধ্বনির মতো মনে হল। দরজার পাশে দেয়ালের সাথে একদম মিশে গিয়ে সামনের অন্ধকার হলঘরের দিকে রিভলবার তাক করে সতর্ক দৃষ্টি মেলে চুপচাপ সে চেয়ে থাকল। বক্ষস্পন্দন দ্রুততর, শ্বাসপ্রশ্বাস ঘন। বাঁ দিকের একটি দরজা খুলে কেউ একজন অতি সন্তর্পণে বেরিয়ে এল, আবছা আলোয় তাকে একটি মানুষের মূর্তি বলে শনাক্ত করাও গেল। "কে ওখানে?" ছায়ামূর্তিটি বলে উঠল এবং উত্তেজনায় কপালের শিরা দপদপ শব্দ করতে থাকলেও শব্দটিকে ইলীষ সিদ্রার কণ্ঠস্বর বলে সায়ীদ চিনতে পারল। সায়ীদ ট্রিগার টিপলে অন্ধকার রাতে বন্দুকের শব্দ দৈত্যের মতো গর্জে উঠল। চিৎকার করে উঠে লোকটি পড়ে যেতে লাগল, কিন্তু পড়ে যাবার আগে আরেকটি গুলি এসে তার শরীরে বিঁধলে সে মেঝেতে বস্তার মতো নিশ্চুপ হয়ে পড়ে গেল। সাহায্যের জন্য একটি নারীকণ্ঠ চেঁচিয়ে উঠল–নবাইয়ার কণ্ঠস্বর। "তোমারও পালা আসবে। আমার হাত থেকে রেহাই নেই! আমি এখন মূর্তিমান শয়তান!" বেপরোয়াভাবে সিঁড়ি দিয়ে লাফিয়ে নামতে নামতে সে চেঁচিয়ে বলল। এত বেপরোয়াভাবে নামল যে সেকেন্ডের মধ্যে নিচে পৌঁছে গেল। তারপর খানিকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে চতুর্দিকে খেয়াল করে দেখে শুনে আস্তে কেটে পড়ল। বাইরে একবার বেরিয়ে এলে দেয়াল ঘেঁষে শান্ত পায়ে হেঁটে এগুতে লাগল। পেছনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তখন ধুপধাপ জানালা খোলার শব্দ, প্রশ্নকারী কণ্ঠস্বর এবং দুর্বোধ্য অস্পষ্ট স্বরে চিৎকার তার কানে আসতে লাগল। রাস্তার মাথায় যেখানে গাড়ি রেখে গিয়েছিল সেখানে পৌঁছে গাড়ির দরজা খুলে ভেতরে ঢুকতে যাবে এমন সময় একজন পুলিশকে দৌড়ে চত্বর থেকে ইমাম সড়কের দিকে যেতে দেখল। মাথা নুইয়ে গাড়ির মেঝের ওপর শুয়ে নিশ্চল হয়ে পড়ে থেকে ধাবমান পুলিশের পায়ের শব্দ শুনতে থাকল। পায়ের শব্দ যখন অনেক দূরে অস্পষ্ট হয়ে আসল তখন সটান উঠে বসে তীরবেগে গাড়ি চালিয়ে দিল। চত্বরের কাছে এসে গাড়ির গতি কমিয়ে স্বাভাবিকে নিয়ে এল। গুলি ও চিৎকারের প্রচণ্ড শব্দ তখনো পর্যন্ত তার বোধশক্তিকে তাড়া করতে করতে তার স্নায়ুমণ্ডলে গেড়ে বসছিল। নিজেকে বোধশক্তিহীন অবশ মনে হল তার। এলোমেলো বিভ্রান্তি তার সমস্ত সত্তাকে যেন গ্রাস করে ফেলেছে এবং গাড়ি চালিয়ে যেতে-যেতে সে এইমাত্র যা করে এসেছে সে সম্পর্কে এক ধরনের অর্ধ সচেতনতা অনুভব করছিল।

হত্যাকারী! কিন্তু এখনো রউফ ইলওয়ান রয়ে গেছে; সেই উচ্চ শ্রেণীর বিশ্বাসঘাতক ইলীষ সিদ্রার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও ভয়ঙ্কর। হত্যাকারী! যারা খুন করে বেড়ায় এখন তুমি তাদেরই একজন; তোমার এখন একটি নতুন পরিচয় ও নতুন নিয়তি তৈরি হয়েছে! আগে তুমি মূল্যবান জিনিসপত্র নিতে—এখন মূল্যহীন জীবন নাও।

তোমার পালা আসবে, নবাইয়া। আমার হাত থেকে রেহাই নেই। আমি মূর্তিমান শয়তান। সানাকে ধন্যবাদ, তোমার জীবন ভিক্ষা দিয়েছি, কিন্তু মৃত্যুর চেয়ে অধিকতর ভয়ঙ্কর শাস্তির মধ্যে তোমাকে আমি নিক্ষেপ করেছি; মৃত্যুভীতি, নিরুপম সন্ত্রাস। যতদিন তুমি বেঁচে থাকবে, ততদিন শান্তির স্বাদ তুমি উপভোগ করতে পারবে না।

কোথায় যাচ্ছে আগুপিছু না ভেবে ঘোরের মধ্যে সে শারিয়া মোহাম্মদ আলী দিয়ে চলা শুরু করল। অনেক লোকই এখন একজন হত্যাকারীর কথা ভাববে। খুনিকে আত্মগোপন করতে হবে। ফাঁসির দড়ি এড়ানোর জন্য তাকে যত্নবান হতে হবে।

তোমার শেষ ইচ্ছা কী একথা জিজ্ঞেস করার সুযোগ জল্লাদকে দেয়া যাবে না, সায়ীদ। কিছুতেই না। তোমাকে একথা জিজ্ঞেস করতে সরকারকে বাধ্য করতে হবে, তবে সে অন্য কোনো সুসময়ে।

পুরো হুঁশ ফিরে এলে সে আবিষ্কার করল যে শারীয়া আলগায়েশ-এর শেষাংশ কাটিয়ে সে "আব্বাসীয়া"র দিকে ছুটে চলেছে। অপ্রত্যাশিতভাবে বিপদের স্থানে ফিরে এসেছে বুঝতে পেরে গাড়ির গতি দ্বিগুণ করে কয়েক মিনিটের মধ্যে মানকীয়াত আলবাকরী পৌঁছে বড় রাস্তা দিয়ে প্রথমেই যে গলিটা পেল সেখানে আস্তে গাড়ি পরিত্যাগ করে, ডানে বাঁয়ে কোনোদিকে না চেয়ে পায়ের ব্যায়াম করছে এমনিভাবে আস্তে-আস্তে সামনে এগুলো। সমস্ত শরীর অবশ মনে হল প্রথমে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারপরে স্নায়ুর ওপর যে প্রচণ্ড ধকল গেছে তারই প্রতিক্রিয়ায় যেন সর্বাঙ্গ ব্যথা করছে মনে হল।

তোমার জন্য এখন আর কোনো জায়গাই নিরাপদ নয়। অথবা পরে আর কখনো। আর নূর? যে সন্দেহ ও তদন্ত এরপর তোমার পদাঙ্ক অনুসরণ করবে তার কারণে অন্যসময় বাদ দিলেও আজ রাতে নূরের ওখানে যাওয়া অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ হবে। এখন থেকে অনন্তকাল পর্যন্ত শুধুই অন্ধকার সবকিছু ঢেকে রাখুক।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আট

শেখের দরজা সামান্য ঠেলে কোনো বাধা না-পেয়ে আস্তে ভেতরে ঢুকে দরজাটা সে ফের ভেজিয়ে দিল। লম্বা খেজুরগাছ যেখানে একটানা শূন্যে উঠে গিয়ে আকাশের তারা ছুঁই ছুঁই করছে সেই উন্মুক্ত উঠানের মধ্যে এসে দাঁড়াল। পালানোর জন্য কী উত্তম জায়গা, সে ভাবল। দিনের মতোই রাতেও শেখের দরজা খোলাই ছিল। গাঢ় অন্ধকার কক্ষটি ওখানে তারই জন্য যেন অপেক্ষা করে দাঁড়িয়েছিল, তাই সে আস্তে করে হেঁটে তার নিকটে গেল। ভেতরে থেকে একটি কণ্ঠস্বরের মৃদু গুঞ্জরণ তার কানে আসতে লাগল, কিন্তু "আল্লাহ" শব্দ স্পষ্ট করে তার কানে বাজল না। শেখ যেন তার উপস্থিতি সম্পর্কে অসচেতন, কিংবা টের পেলেও আমল দিতে চাইল না এমনি করে কণ্ঠস্বরে মৃদু গুঞ্জরণ ধ্বনি চালিয়েই যেতে লাগল।

কক্ষটির বাঁদিকে যেখানে শেখের বইয়ের স্তূপ সাজানো সেখানে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে কোমরে রিভলবার এবং স্যুট ও জুতা সমেত সতরঞ্চির ওপর সটান সে শুয়ে পড়ল। পা টানা দিয়ে সমস্ত শরীরের ভর দু-হাতের তালুর ওপর ছেড়ে দিয়ে আস্তে করে মাথাটা এলিয়ে দিল। মৌচাকের মৌমাছির মতো সমস্ত মাথা যেন ভন্ ভন্ করছিল, কিন্তু তার কিছু করার ছিল না। *গুলির শব্দ ও নবাইয়ার চিৎকার তুমি স্মরণ করতে চাও এবং সানাকে চিৎকার করতে শোনোনি বলে তুমি সুখী বোধ করছ। শেখকে তোমার এখন শুভেচ্ছা সম্ভাষণ জানানো উচিত, কিন্তু "আসসালামু আলাইকুম" উচ্চারণ করার মতো শক্তি তোমার গলায় এখন আর অবশিষ্ট নেই। ডুবে যাচ্ছ এমনি এক অসহায়ত্ববোধ তোমাকে ঘিরে ধরেছে। আর তুমি কিনা ভেবেছিলে যে শরীর মেঝে স্পর্শ করা মাত্রই তুমি গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে পড়বে।*

সৎ ও খোদা ভীরু কীভাবে কেঁপে উঠত এবং আল্লাহর নাম জপ করতে করতে তাঁদের অন্তকরণ আরো কোমল ও দয়ার্দ্র না হওয়া পর্যন্ত তার ওপর কী রকম বিমুখ হয়ে থাকত! এই অদ্ভুত লোকটি কখন ঘুমোবে? কিন্তু আশ্চর্য ধরনের এই বৃদ্ধটি গলা একটু উঁচু করে গান ধরল: "আমার মতে, আমার সাক্ষীগণের কাছ থেকে না বেরোলে আবেগ অকৃতজ্ঞতা ছাড়া আর কিছুই নয়।" এবং সমস্ত কক্ষ গুম গুম করে ওঠা কণ্ঠে সে বলল, "তাদের হৃদয়ের চোখ খোলা হলেও মাথার ওপরের চোখ দুটো বন্ধ!" অনিচ্ছা সত্ত্বেও সায়ীদ একটু মুচকি হাসল। তো, এ কারণে আমার উপস্থিতি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সম্পর্কে সে সচেতন নয়। কিন্তু আমি নিজেই তো নিজের সম্পর্কে আর পুরোপুরি সচেতন নই।

রাতের প্রশান্ত তরঙ্গের ওপর দিয়ে ফজরের আজান ভেসে আসতে লাগল। তার মনে পড়ল এমনি আরো একটি নির্ঘুম রাতের কথা যে রাতের শেষে ফজরের আজানের শব্দ পরবর্তী দিনের কী একটা আনন্দের চিন্তা তার মনে রঙ ধরিয়ে দিয়েছিল। সেদিন আজানের শব্দ শোনার সঙ্গে সঙ্গে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়েছিল, যেন পরিত্রাণ পেয়েছিল সমস্ত রাত্রির নিদ্রাহীনতার যন্ত্রণা থেকে। তারপর জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আশায় ও আনন্দে সে হাত কচলিয়েছিল। তারপর থেকে ঊষালগ্ন তার খুব প্রিয়। আজানের মধুর শব্দ, গভীর নীল আকাশ, ঘনিয়ে আসা সূর্যোদয়ের স্মিত হাসি এবং সেই স্মরণে না পড়া আনন্দ, সবই কাকডাকা ভোরের সাথে তার মনে জড়িত হয়ে আছে। এখন খুব ভোর, কিন্তু তার অবসাদ এত বেশি যে সে সামান্যতমও নড়াচড়া করতে, এমনকি রিভলবারটিও এদিক-ওদিক করতে পারছিল না। নামাজ পড়ার জন্য শেখ সাহেব উঠল। সায়ীদের উপস্থিতি তার জানা আছে এমন কোনো ভাব না দেখিয়ে সে তেলের কুপি জ্বালিয়ে জায়নামাজ বিছিয়ে নামাজে দাঁড়িয়ে হঠাৎ জিজ্ঞেস করে উঠল, "তুমি কী ফজরের নামাজ পড়বে না?"

সায়ীদ এত পরিশ্রান্ত ছিল যে, উত্তর দেয়ার মতো ক্ষমতাও তার আর অবশিষ্ট ছিল না এবং শেখ সাহেব নামাজ শুরু করতে করতে সে আবার গভীর ঘুমে ঢলে পড়ল।

সে স্বপ্ন দেখতে লাগল যে, সে জেগে আছে, তার আচার-আচরণ ভালো হওয়া সত্ত্বেও তাকে বেদম প্রহার করা হচ্ছে এবং সে তীব্র এবং নির্লজ্জ চিৎকার চতুর্দিক কাঁপিয়ে তুললেও প্রতিহত করার কোনোই চেষ্টা করছে না। তারা তাকে দুধ পান করতে দিল। হঠাৎ করে সে দেখতে পেল, সিঁড়ির নিচে দাঁড়িয়ে সানা যেন রউফ ইলওয়ানকে চাবুক মারছে। কোথায় যেন কোরান তেলাওয়াতের শব্দ শুনে তার মনে ধারণা হল যে, কেউ মারা গিয়েছে, কিন্তু পরে সে দেখতে পেল যে ফেরারি আসামি হিসেবে পুলিশ তাকে গাড়ি নিয়ে ধাওয়া করছে! যে গাড়িটা সে চালাচ্ছিল তা চলতে অক্ষম-ইঞ্জিনের একটা কিছু গড়বড় ছিল অবশ্যই– এবং তারপর সে চতুর্দিকে এলোপাথারি গুলি ছুঁড়তে শুরু করে দিল। হঠাৎ ড্যাশবোর্ডের মধ্যকার রেডিও থেকে রউফ ইলওয়ান বেরিয়ে এসে সায়ীদ গুলি করার আগেই তার হাতের কবজি ধরে ফেলে এমন জোরে মচকানি দিল যে অতি সহজেই সে সায়ীদের হাত থেকে রিভলবারটি ছাড়িয়ে নিতে সমর্থ হল। ঠিক এ সময় সায়ীদ মাহরান ওকে বলল, "ইচ্ছা হয় আমাকে মেরে ফেলো, কিন্তু আমার মেয়ে নির্দোষ। সিঁড়ির তলায় বসে ও তোমাকে চাবুক মারেনি, মেরেছে বরং ইলীষ সিদ্রার প্ররোচনায় ওর মা নবাইয়া।" তার পশ্চাদ্ধাবনকারীদেরকে এড়িয়ে শেখ আল জুনায়েদীকে ঘিরে থাকা যিকিররত মরমি সাধকদের বৃত্তের মধ্যে সে ঢুকে পড়ল, কিন্তু শেখ তাকে অস্বীকার করল। "তুমি কে?" সে জিজ্ঞেস করল। "আমাদের মাঝে তুমি এলে কেমন করে?" পুরনো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিনের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে সে বলল যে, সে তার পুরনো শিষ্য আমম্ মাহরানের ছেলে সায়ীদ মাহরান, কিন্তু শেখ তার পরিচয়পত্র দেখতে চাইল। অবাক হয়ে সায়ীদ আপত্তি তুলে বলল যে, সুফি শিষ্যের কোনো পরিচয়পত্রের প্রয়োজন হয় না, যে সুফি মতবাদে পাপী ও পুণ্যবানকে একই চোখে দেখা হয়। শেখ যখন উত্তর করল যে সে পুণ্যবানদের পছন্দ করে না এবং সায়ীদ যে পাপী এ সম্পর্কে নিশ্চিত হবার জন্যই তার পরিচয়পত্র দেখতে চায়, তখন সায়ীদ তার হাতে রিভলবারটি ধরিয়ে দিয়ে বলল যে, ওর মধ্যে না-পাওয়া প্রত্যেকটি গুলি মানেই একটি হত্যা, কিন্তু তবুও শেখ তার পরিচয়পত্র দেখার জন্য পিড়াপিড়ি করতে লাগল, সরকারি নির্দেশ এ ব্যাপারে খুব কঠোর, সে জানাল। সায়ীদ হতবাক হয়ে গেল : সুফি ধারার মধ্যে সরকারি হস্তক্ষেপ কেন? সে জিজ্ঞেস করল। শেখ তাকে জানাল যে, তাদের গুরু রউফ ইলওয়ান, যাকে সম্প্রতি মহাশেখ পদে মনোনীত করা হয়েছে, তার সুপারিশের ভিত্তিতেই এই ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়েছে। তৃতীয়বারের মতো বিস্ময়ে হতবাক হয়ে প্রতিবাদ জানিয়ে সায়ীদ বলল যে, ক্রিমিনাল চিন্তায় টইটম্বুর রউফ একটি বিশ্বাসঘাতক ছাড়া আর কিছুই নয়, কিন্তু পাল্টা জবাবে শেখ বলল যে, ঠিক সে কারণেই এই দায়িত্বপূর্ণ পদের জন্য তার নাম সুপারিশ করা হয়েছে। সে আরো যোগ করল যে সম্ভাব্য রকমের ব্যাখ্যাসহ রউফ পবিত্র কোরান শরীফের নতুন তফসীর দেয়ার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছে যাতে করে প্রত্যেকটি লোকই তার ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে লাভবান হতে পারে; এই হিতৈকর প্রচেষ্টার বদৌলতে যে টাকা আসবে তা বন্দুক চালনা, শিকার ও আত্মহত্যা করার ক্লাব প্রতিষ্ঠা করতে বিনিয়োগ করা হবে। সায়ীদ ঘোষণা করল যে নতুন তফসীর প্রশাসনের কোষাধ্যক্ষ হিসেবে কাজ করতে সে প্রস্তুত আছে এবং তার অন্যতম মেধাবী প্রাক্তন ছাত্র হিসেবে রউফ ইলওয়ানও নিঃসন্দেহে তার চরিত্রের নিরাপোসকারী সততা সম্পর্কে প্রত্যয়ন করবে। এ সময় কোরান শরীফের প্রথম সূরাহ থেকে শেখ সাহেব সুর করে পড়ে উঠল খেজুর গাছের ডগা থেকে তখন জ্বলন্ত লুণ্ঠন ঝুলছিল এবং একজন তেলাওয়াতকারী বলে উঠল, "হে মিশরবাসী, আল্লাহ তোমাদের আশীর্বাদ করুন, প্রভু হোসেন এখন তোমাদের।"

যখন সে চোখ খুলল সমস্ত পৃথিবী তখন তার কাছে রক্তাভ, শূন্য ও নিরর্থক মনে হতে লাগল। তার ঢিলা জোব্বা ও মাথায় সাঁটানো টুপি থেকে তার উজ্জ্বল সাদা দাড়িসহ সবকিছু নিয়ে প্রশান্ত গাম্ভীর্যের সাথে বসেছিল শেখ। সায়ীদ প্রথম নড়াচড়া করে উঠতেই তার চোখ গিয়ে সায়ীদের ওপর পড়ল। তাড়াহুড়া করে উঠে বসে সায়ীদ ক্ষমাভিক্ষার দৃষ্টিতে তার দিকে চাইল, তীব্র দহন আগুনের লেলিহান শিখার মতো মনে তার ছুটে আসা স্মৃতির বহর।

"একদম শেষ বিকেল এখন," শেখ বলল, "অথচ সারা দিনে তুমি কিছুই মুখে দাওনি।"

সায়ীদ প্রথমে দেয়ালের ছিদ্রের দিকে তাকাল, তারপর দৃষ্টি ঘুরিয়ে শেখের দিকে চেয়ে অন্যমনস্কতার সাথে বিড় বিড় করে বলল, "শেষ বিকেল হয়ে গেছে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"হ্যাঁ। আমি ভাবলাম : ঘুমাক বেচারা। আল্লাহ যেমন ইচ্ছা করেন তেমন করেই তাঁর দান কাউকে দেন।"

হঠাৎ করে সায়ীদ অস্বস্তিবোধ করতে লাগল। সে ভাবল, সারা দিনই এমনি ঘুমন্ত অবস্থায় কেউ দেখেছে কি না। "ঘুমন্ত অবস্থায় অনেক লোকের আনাগোনা আমি টের পেয়েছি," মিথ্যা করে সে বলল।

"তুমি কিছুই টের পাওনি। একজন এসে আমার দুপুরের খাবার দিয়ে গেছে, মাত্র আরেকজন এসেছিল টবের ক্যাকটাসে পানি দিতে, খেজুর গাছটির পরিচর্যা করতে, জায়গাটিকে ঝাড়ু দিয়ে উঠানটিকে আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের নামাজের উপযোগী করে তুলতে।"

"তারা কখন আসবে?" একটু চিন্তাক্লিষ্ট হয়ে সায়ীদ বলল।

"মাগরেবের নামাজে-সূর্যাস্তের সময়। তুমি কখন পৌঁছেছিলে?"

"খুব সকালে।"

খানিকক্ষণ চুপ করে থাকার পর দাড়িতে হাত বুলাতে-বুলাতে শেখ বলল, "তুমি খুব দুরবস্থায় পড়েছ, বাবা!"

"কেন?" উদ্বেগের সাথে প্রশ্ন করল সায়ীদ।

"লম্বা এক ঘুম তুমি দিয়েছ, কিন্তু কোনো বিশ্রাম পাওনি। খর রৌদ্রতাপের নিচে শুইয়ে রাখা কোনো শিশুরই মতো। তোমার জ্বলন্ত হৃদয় ছায়ার অন্বেষায় উন্মুক্ত, তবুও সূর্যের জ্বলন্ত আগুনের নিচ দিয়েই এগিয়ে চলছে সামনে। এখনো কী তুমি হাঁটতে শেখনি।"

সায়ীদ তার পটলচেরা রক্তাভ চোখ দুহাত দিয়ে কিছুক্ষণ রগড়াল। "ঘুমন্ত অবস্থায় অন্য মানুষ কর্তৃক পরিদৃষ্ট হওয়া– এ চিন্তা মানসিক প্রশান্তিকে এলোমেলো করে দেয়।"

AMARBOI.COM

"পৃথিবী সম্পর্কে যে অচেতন, উদাসীন, পৃথিবীও তার সম্পর্কে উদাসীন," নিরুদ্বিগ্ন কণ্ঠে শেখ জবাব দিল।

যে পকেটে রিভলবারটি রাখা ছিল তার ওপর দিয়ে খুব আলতোভাবে সায়ীদের হাত ঘুরে গেল। সে ভাবল যে রিভলবারের নলটিকে যদি শেখের দিকে তাক করা হয় তাহলে তার কী প্রতিক্রিয়া হবে! তার এই অনড় প্রশান্তি কী একটুও কম্পিত হবে না?

"তোমার কি খিদে পেয়েছে?" শেখ জিজ্ঞেস করল।

"না"

"একথা যদি সত্য হয় যে আল্লাহর সম্পর্কে মানুষ অজ্ঞ হতে পারে, তাহলে এও সত্য যে তাঁর সম্পর্কে মানুষ বিশেষজ্ঞও হতে পারে," প্রায় হাসি হাসি চোখে শেখ বলে গেল।

অর্থাৎ, যদি প্রথম প্রস্তাবনা ঠিক ঠিকই সত্যি হয়। সায়ীদ ভাবল। "আচ্ছা, হুজুর," হাল্কা স্বরে সে বলল, "আমার স্ত্রীর মতো একটি স্ত্রী থাকার দুর্ভাগ্য যদি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আপনার হত এবং আমার মেয়ে যেমন আমাকে অস্বীকার করেছে আপনার মেয়েও যদি তেমনি আপনাকে করত, তাহলে আপনি কী করতেন?"

বুড়োর নির্মল দৃষ্টিতে করুণা ফুটে উঠল। "আল্লাহর বান্দার মালিক একমাত্র আল্লাহই।"

তোমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে তোমার অপরাধের স্বীকারোক্তি দেয়ার পূর্বে তোমার জিহ্বা কেটে ফেলো। ওকে তুমি সবকিছু বলতে চাচ্ছ। তাকে সম্ভবত কোনো কিছুই বলার প্রয়োজন নেই। সে এমনকি তোমাকে গুলি ছুঁড়তেও দেখে থাকতে পারে। এবং তারও চেয়ে অনেক বেশি কিছু সে দেখে থাকতে পারে।

'স্ফিংক্স' পত্রিকা বিক্রিরত একজন হকারের কণ্ঠস্বর শোনা গেল বাইরে। সায়ীদ তাড়াতাড়ি উঠে জানালার কাছে গিয়ে হকারের কাছ থেকে একটি পত্রিকা কিনে এনে আবার আগের জায়গায় এসে বসল। ততক্ষণে শেখের অস্তিত্ব সে সম্পূর্ণ ভুলে গেছে; কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় কালো কালিতে বড় বড় হেডলাইন : "দুর্গ আবাসিক এলাকায় জঘন্য হত্যাকাণ্ড!" তার দৃষ্টি চুম্বকের মতো আটকে রেখেছে। নিচের লাইনগুলো সে কিছুই হৃদয়ঙ্গম না করে ঝটপট পড়ে গেল। একি অন্য কোনো হত্যাকাণ্ড? তার নিজের ছবি সেখানে আছে আরো আছে নবাইয়া ও ইলীষ সিদ্রার ছবি: কিন্তু রক্তাক্ত ঐ লোকটি কে? তার নিজের জীবন বৃত্তান্ত খবরের কাগজের পাতার ভেতর থেকে চোখ বড় বড় করে তার দিকে চেয়ে আছে। জেল থেকে বেরিয়ে আসা এক লোক দেখতে পেল যে তার স্ত্রী তারই অন্যতম আশ্রিতকে বিয়ে করে সটকে পড়েছে– এমনি এক রোমাঞ্চকর কাহিনী ঝড়ো হাওয়ার মুখে ধুলোবালি যেমন চতুর্দিকে এলোমেলো হয়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে যায় তেমনি ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে রঙ-চঙ মাখিয়ে চটকদার করে পরিবেশন করা হয়েছে। কিন্তু রক্তাক্ত লোকটি কে? তার রিভলবারের গুলি এই অপরিচিত লোকের বুকে বিঁধল কী করে? এ তো সম্পূর্ণ ভিন্ন কোনো লোক, এবং সায়ীদ তো জীবনে তাকে এই প্রথম দেখছে! *তুমি বরং প্রথম থেকে আবার পড়া শুরু করো।*

গোয়েন্দা পুলিশ ও ইলীষের বন্ধু-বান্ধবসহ যেদিন সে তাদের সাথে দেখা করতে গিয়েছিল সেদিনই ইলীষ সিদ্রা ও নবাইয়া তাদের বাসা ছেড়ে দিয়ে অন্য বাসায় চলে গেছে এবং তাদের পুরনো বাসায় নতুন ভাড়াটে এসে উঠেছে। সুতরাং, যার কণ্ঠস্বর সে শুনেছিল সে ইলীষ সিদ্রা নয় এবং যার চিৎকার শুনেছিল সেও নবাইয়া নয়। শারীয়া মোহাম্মদ আলীর এক চুড়ি ফিতার দোকানে কাজ করত এমন জনৈক শাবান হোসেইনের মৃতদেহ এটি। তার স্ত্রী ও পুরনো বন্ধুকে হত্যা করার বদলে সায়ীদ মাহরান সেখানকার নতুন ভাড়াটেকে হত্যা করে ফেলেছে। একজন প্রতিবেশী পুলিশকে জানিয়েছে যে, হত্যাকাণ্ডের পর পরই সে সায়ীদ মাহরানকে ঐ বাড়ি থেকে দ্রুত প্রস্থান করতে দেখেছে। সে আরো বলেছে যে, পুলিশি সাহায্যের জন্য সে চেঁচিয়েছিল কিন্তু হত্যাকাণ্ডের অব্যবহিত পরে প্রচণ্ড গণ্ডগোল চেঁচামেচিতে সমস্ত এলাকা ভরে ওঠার ফলে তার কণ্ঠস্বর কেউ শুনতে পায়নি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটি ব্যর্থতা। নিরেট পাগলামি। এবং নিরর্থক। ইলীষ যখন প্রশান্ত নিরাপত্তায় দিন কাটাবে তার পেছনে তখন ধাওয়া করে ফিরবে ফাঁসির দড়ি। খোলা কবরের তলদেশের মতোই সত্যটি অত্যন্ত পরিষ্কার।

জোর করে খবর-কাগজ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে শেখের দিকে চোখ ফিরিয়ে দেখল যে, মৃদু হাসিমুখে সে জানালা দিয়ে আকাশের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। যে কারণেই হোক, শেখের মৃদু হাসি সায়ীদকে ভয় পাইয়ে দিল : তার মনে হল জানালায় দাঁড়িয়ে শেখ আকাশের যে ক্ষুদ্র অংশটির ওপর চোখ রেখে চেয়ে আছে, সেও ঠিক সেই জায়গাটুকুর ওপর চেয়ে যদি দেখতে পারত যে, ওখানে এমন কী জিনিস আছে যা তার মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলেছে! কিন্তু এ ইচ্ছা অপূর্ণই থেকে গেল।

শেখ মৃদু হাসুক এবং তার গোপন রহস্য তার কাছেই থাক, সে ভাবল। শিগগিরই শিষ্য-সাগরেদরা এখানে এসে যাবে এবং তাদের মধ্যে যারা খবর কাগজে তার ছবি দেখেছে তাকে নির্ঘাত চিনে ফেলবে; ভীতি ও আকর্ষণের এক অদ্ভুত মিশ্রিত মনোভাব নিয়ে হাজারে হাজারে লোক তার ছবি চেয়ে চেয়ে দেখবে। সায়ীদের জীবন নিঃশেষ হয়ে গেল, কোনো কাজেই লাগল না; এখন থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত পুলিশ তাকে তাড়া করে ফিরবে; সে সম্পূর্ণ একাকী, আয়নায় নিজের ছবি থেকেও সাবধান হতে হবে এখন থেকে—জীবন্ত কিন্তু সত্যিকারের প্রাণহীন একজন মানুষ সে এখন থেকে। মমির মতো। বিষ, বিড়াল ও বিরক্ত মানুষের লাঠির আঘাত থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে এক গর্ত থেকে আরেক গর্তে ছুটে পালিয়ে বেড়ানো ইঁদুরের মতো সে এখন। সুযোগ পেলেই শত্রুরা এখন তাকে পায়ের তলায় পিষে মারবে।

তার দিকে মুখ ফিরিয়ে শেখ নরমস্বরে বলল, "তুমি ক্লান্ত। যাও হাত-মুখ ধুয়ে এসো।"

"হ্যাঁ," খবর-কাগজ ভাঁজ করতে করতে সায়ীদ বলল, কণ্ঠে তার ঝাঁঝ, "আমি চলে যাব— এবং আমার মুখ দেখার অস্বস্তি থেকে আপনাকে অব্যাহতি দেব।"

আরো অধিকতর নমনীয়তার সঙ্গে শেখ বলল, "এ তো তোমার বাড়ি।"

"সত্যি, কিন্তু আশ্রয়ের অন্য কোনো জায়গা আমার কেন থাকবে না?"

মাথা নিচু করে শেখ উত্তর করল, "অন্য কোনো আশ্রয় থাকলে আমার কাছে কখ্খনো তুমি আসতে না।"

পাহাড়ের ওপর গিয়ে চারদিকে আঁধার না হওয়া পর্যন্ত তোমাকে সেখানে অপেক্ষা করতে হবে। আলো এড়িয়ে চলো। অন্ধকারে আশ্রয় নাও। ধ্যাৎ, এসবই সময়ের অপচয়। তুমি শাবান হোসেইনকে হত্যা করেছ। তুমি কে তাই ভাবছি: শাবান হোসেইন। পরস্পরকে আমরা কোনোদিন চিনতাম না। তোমার কি ছেলেপিলে আছে? কোনোদিন কী ভাবতে পেরেছিলে যে, বিনা অপরাধে তোমাকে হত্যা করা হবে— ভাবতে কী পেরেছিলে যে, নবাইয়া সোলেমান ইলীষ সিদ্রাকে বিয়ে করার কারণে আত্মাহুতি দিতে হবে তোমাকে? ভেবেছিলে কী যে ভুলক্রমে তোমাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেরে ফেলা হবে, অথচ ন্যায় বিচারে যাদের মেরে ফেলা উচিত? সেই নবাইয়া, রউফ ও ইলীষ তারা থাকবে বেঁচে? খুনি আমি কিছুই বুঝতে পারি না। এমনকি শেখ আলী আল-জুনায়েদী নিজেও কিছু বুঝতে পারে না। এই ধাঁধার আংশিক সমাধানের চেষ্টা করতে গিয়ে জটিলতর আরেকটি সমস্যাই উদ্ভাবন করতে সমর্থ হয়েছি কেবল।

সে জোরে নিশ্বাস ফেলল।

"তুমি কত ক্লান্ত," শেখ বলল।

"আপনার এই পৃথিবী আমাকে ক্লান্ত করে তোলে।"

"মাঝে-মাঝে গানে আমরা একথা বলে থাকি," প্রশান্ত স্বরে শেখ বলল।

সায়ীদ উঠে দাঁড়িয়ে বিদায় নেয়া সুরে বলল, "এবার বিদায় দিন হুজুর।"

"এ দিয়ে তুমি যা-ই বুঝাতে চেয়ে থাক না কেন, এ সবই সম্পূর্ণ নিরর্থক কথা," মৃদু ভর্ৎসনার সুরে শেখ বলল। "তার চেয়ে বরঞ্চ বলো : আবার দেখা না হওয়া পর্যন্ত আসি।"

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নয়

ইয়া আল্লাহ কী অন্ধকার! এখন আমি বাদুর হলেই বরং ভালো হত। এত রাতে কোন দরজার ফাঁক দিয়ে পোড়া চর্বির গন্ধ যেন ভেসে আসছে? নূর কখন ফিরে আসবে? সে কী একা আসবে? আমার কথা সবাই ভুলে যাবে। এত লম্বা সময় ধরে এই ফ্ল্যাটে কী থাকতে পারব? তুমি হয়ত ভাবতে পারো, রউফ, যে তুমি চিরকালের জন্য আমার হাত থেকে রেহাই পেয়ে গেছ। কিন্তু এই রিভলবার দিয়ে, ভাগ্য যদি সুপ্রসন্ন হয়, আমি অবাক করা কাণ্ড ঘটিয়ে বসতে পারি। যারা ঘুমিয়ে আছে এই রিভলবার দিয়ে তাদের ঘুম আমি ভাঙিয়ে দিতে পারি। তারাই হচ্ছে সমস্ত গণ্ডগোলের মূল। তাদের কারণেই নবাইয়া, ইলীষ এবং রউফের মতো প্রাণীদের তৈরি হওয়া সম্ভব হয়েছে।

কেউ সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠছে এমন শব্দ পাওয়া গেল। কেউ সত্যিই উপরে উঠে আসছে এ সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে গুটিসুটি মেরে সিঁড়ির গোড়ায় গিয়ে চোখ হাতলের সামনে রেখে নিচে চাইল। দেয়ালের কোল ঘেঁষে একটি মৃদু আলোর শিখা আস্তে-আস্তে এগোচ্ছিল। দিয়াশলাইয়ের কাঠির আলো হবে, সে ভাবল। ভারী কিন্তু আস্তে ফেলা পায়ের শব্দ ক্রমশ উপরের দিকে উঠে আসতে লাগল। নূর যাতে হঠাৎই হকচকিয়ে না ওঠে এবং আগেভাগেই জানতে পারে সে এখানে আছে সেই উদ্দেশ্যে সায়ীদ বেশ খানিকটা জোরেই গলা খাঁকারি দিল।

"কে?" ও আশঙ্কিত কণ্ঠে বলল।

সিঁড়ির দুই দিকের হাতলের মধ্যখান দিয়ে যতটা সম্ভব নিচের দিকে মাথা বাড়িয়ে দিয়ে সায়ীদ ফিসফিসিয়ে উত্তর দিল, "সায়ীদ মাহরান।"

বাকি ধাপ কটি সে দৌড়ে উপরে উঠে সায়ীদের সামনে দাঁড়িয়ে হাঁফাতে লাগল। মৃদু আলোশিখাটি প্রায় নিবু নিবু।

"তুমি।" সায়ীদের বাহু ধরে রুদ্ধশ্বাস কিন্তু সুখের আবেশে ও বলে উঠল। "আমি অত্যন্ত দুঃখিত। তুমি কী অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছ?"

ফ্ল্যাটের প্রবেশ দরজা খুলে হাত ধরে সায়ীদকে ভেতরে নিয়ে গিয়ে সুইচ টিপে একটি আসবাবহীন আয়তাকার কক্ষে সে বাতি জ্বালাল। তারপর খানিকটা বড় ও বর্গাকৃতির অভ্যর্থনা কক্ষে তাকে নিয়ে গিয়ে তাড়াহুড়ো করে বন্ধ জানালা খুলে দিলে বাইরের তাজা হাওয়া এসে ঘরটা ভরিয়ে দিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"এখানে যখন এসে পৌঁছেছি তখন রাত দুপুর," মুখোমুখি দাঁড়ানো দুটি সোফার একটির ওপর দেহের ভার এলিয়ে দিতে দিতে সে বলল। "মনে হয় যুগ যুগ ধরে যেন অপেক্ষা করছিলাম।"

উল্টোদিকের সোফাটির ওপর থেকে পোশাক তৈরীর জন্য রাখা একগাদা কাটা কাপড় সরিয়ে নূর সেখানে বসে পড়ল। "হয়েছে কী জানো?" সে বলল। "আমি তো আশাই ছেড়ে দিয়েছিলাম। ভাবিনি, তুমি সত্যিই কখনো আসবে।"

তাদের ক্লান্ত চোখ পরস্পরের ওপর নিবদ্ধ হল। "আমার অনড় প্রতিশ্রুতির পরেও?" মৃদু হাসির আড়ালে হিমায়িত অনুভূতি গোপন করে সায়ীদ বলল।

নূর কোনো উত্তর করল না, তার ঠোঁটের কোণে কেবল একটি শীর্ণ হাসি ফুটে উঠল। পরে সে বলল, "গত কাল থানায় গেলে প্রশ্নের পর প্রশ্ন, জেরার পর জেরা করে আমাকে প্রায় মেরে ফেলেছিল। গাড়িটি কোথায় এখন?"

"যদিও এখনো প্রয়োজন আছে, তবু ভাবলাম কোনো জায়গায় ওটা ফেলে দেয়াই ভালো!" জ্যাকেটটি খুলে ফেলে তার পাশেই সোফার ওপর ছুঁড়ে ফেলল। তার বাদামি রঙের জামাটি ঘাম ও ধূলায় জবজবে হয়ে গেছে। "কিছু চোরের চেয়ে অন্য কিছু চোরকে বেশি প্রশ্রয় দেয়, এমন একটি সরকারের কাছ থেকে যা আশা করা যায় তেমনিই হবে—গাড়িটি খুঁজে পেয়ে তারা মালিকের কাছে ফেরত পাঠাবে।"

"গত কাল ওটা দিয়ে তুমি কী করেছ?"

"আসলে কিছুই না। যা হোক, সময়ে সবকিছুই জানতে পারবে।" খোলা জানালার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে গভীর শ্বাস গ্রহণ করে সে আবার বলল, "জানালাটি নিশ্চয়ই উত্তর দিকে। কী তাজা বাতাস!"

"এখান থেকে বাবেল নূর পর্যন্ত খোলা মাঠ। এখানে চারদিকে শুধুই কবরস্থান।"

"এজন্যই এখানকার বাতাস দূষিত হয়নি," একটু শুকনো হাসি হেসে সে বলল। *সে (নূর) তোমার দিকে এমন করে তাকাচ্ছে যেন তোমাকে গিলে খেয়ে ফেলবে, কিন্তু তুমি একঘেঁয়েমি ও বিরক্তি ছাড়া আর কিছুই অনুভব করছ না। আহত অহমিকা ভুলে গিয়ে কেন তুমি ওকে উপভোগ করতে পারছ না?*

"তোমাকে দরজার সামনে এতক্ষণ দাঁড় করিয়ে রাখার জন্য আমি অতিমাত্রায় দুঃখিত।"

"ঠিক আছে, আমি বেশ কিছু কালের জন্যই তোমার মেহমান হতে যাচ্ছি," নূরের দিকে এক অদ্ভুত, সন্ধানী দৃষ্টি ফেলে সায়ীদ বলল।

মাথা তুলে চিবুক উঁচিয়ে আনন্দের সাথে নূর বলল,"তোমার যদি ভালো লাগে তাহলে সারা জীবনই থেকে যাও।"

"প্রতিবেশির কাছে চলে যাওয়া পর্যন্ত।" জানালা দিয়ে অঙ্গুলি নির্দেশ করে সে আর একটু শুষ্ক হাসি হেসে বলল। নূরকে অন্যমনস্ক মনে হল। তার তামাশার দিকে সে খেয়ালই করেনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"তোমার লোকেরা তোমার খোঁজ করবে না?" মাথা নিচু করে জুতার ওপর চোখ রেখে সে বলল।

"তোমার বউ-এর কথা বলছি।"

ও যন্ত্রণা, ক্ষোভ ও নিষ্ফল গুলির কথা বলছে। ও যা চাচ্ছে তা হল এক অবমাননাকর স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি; ও শুধু আবিষ্কার করবে যে, হৃদয়ের বদ্ধ দরজার তালা খোলা ক্রমাগতই অধিকতর কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। কিন্তু খবর-কাগজগুলো যখন রোমাঞ্চকর কাহিনী দিয়ে সারা দেশ মাতিয়ে তুলছে, তখন ওর কাছে আর মিথ্যা বলে কী হবে?

"বলেছি তো আমার কেউ নেই।" এখন তুমি নিশ্চয়ই ভাবছ আমার কথার অর্থ কী। মুখ তোমার আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। কিন্তু এ আনন্দকে আমি ঘৃণা করি। এবং আমি এখন দেখতে পাচ্ছি যে তোমার মুখমণ্ডলে, বিশেষত চোখের নিচে, যে আভা ছিল তা হারিয়ে গেছে।

"তালাক হয়েছে?" নূর জিজ্ঞেস করল।

"হ্যাঁ। আমি জেলে থাকতে। কিন্তু এ ব্যাপারে আর কথা বলতে চাই না," অধৈর্যের সাথে হাত নেড়ে সে বলল।

"কী।" রাগত স্বরে নূর বলল। "তোমার মতো পুরুষের যাবজ্জীবন জেল হলেও তার জন্য অপেক্ষা করা উচিত যে কোনো মেয়ের!"

কী ধূর্ত সে! কিন্তু আমার মতো লোক করুণার পাত্র হওয়া পছন্দ করে না। সহানুভূতি সম্পর্কে সাবধান হও! "আসল কথা হচ্ছে, আমি তাকে অনেক বেশি অবহেলা করেছি।" নিরপরাধ লোককে ধরাশায়ী করা গুলির কী অমার্জনীয় অপচয়।

"যাই হোক, তার মতো মেয়েমানুষ তোমার যোগ্য নয়।"

খাঁটি কথা। অন্য কোনো মেয়েমানুষও নয়। কিন্তু নবাইয়া এখনো জীবনীশক্তিতে ভরপুর, অথচ তুমি প্রায় প্রৌঢ়ত্বের দ্বারপ্রান্তে উপনীত; বাতাসের একটা গমক তোমাকে অপর পারে ঠেলে ফেলে দেবে। তোমাকে দেখে আমার শুধু করুণাই হয়। "আমি এখানে একথা যেন কেউ ঘুণাক্ষরেও জানতে না পারে।"

চিরকালের জন্য ওর মালিকানাস্বত্ব পেয়ে গেছে এমনি নিশ্চয়তার হাসি হেসে নূর বলল, "কোনো চিন্তা করো না; আমি ঠিকই তোমাকে লুকিয়ে রাখব।" তারপর, খানিকটা আশাব্যঞ্জকভাবে, সে যোগ করল, "কিন্তু তুমি সত্যিই সিরিয়াস কিছু করে বসোনি, তাই তো?"

নির্বিকার এক কাঁধ ঝাঁকানি দিয়ে প্রশ্নটি সে উড়িয়ে দিল।

উঠে দাঁড়িয়ে নূর বলল, "তোমার জন্য কিছু খাবার নিয়ে আসি। খাবার ও পানীয় আমার ঘরেই আছে। মনে আছে, আমার প্রতি তোমার অনুভূতি কত শীতল ছিল?"

"ভালবাসার কোনো সময় তখন আমার ছিল না।"

তিরস্কারের ভঙ্গিতে সে তার দিকে চোখ ফেরাল। "ভালবাসার চেয়ে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ আর কিছু আছে নাকি? মাঝে-মাঝে আমার মনে হয়েছে যে, তোমার হৃদয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কী পাষাণ দিয়ে গড়া? তোমার জেলে যাওয়ার খবর শুনে আমার মতো আর কেউই মর্মাহত হয়নি।"

"সেজন্যই অন্য কারো কাছে না গিয়ে তোমার কাছেই এসেছি।"

"কিন্তু আমার সাথে তো তোমার দেখা হয়েছে ঘটনাচক্রে," ঠোঁট ফুলিয়ে ও বলল। "আমার কথা এমনকি তুমি সম্পূর্ণ ভুলেও যেতে পারতে!"

"তুমি কি মনে করো আমার পক্ষে আর কোনো আশ্রয়স্থান পাওয়া সম্ভব নয়?" বকা দেয়ার ভঙ্গিতে চোখ-মুখ কুঁচকে সে বলল।

একটা ঝগড়া এড়াবার জন্যই যেন সে সায়ীদের কাছে ঘনিয়ে এসে তার দু'গালের ওপর আলতো করে দু-হাতের তালু রাখল।

"চিড়িয়াখানার প্রহরীরা দর্শকদেরকে সিংহের গায়ে খোঁচা দিতে দেবে না কোনো মতেই। একথা আমি ভুলে গেছিলাম। মাফ করে দাও আমাকে। কিন্তু তোমার মুখমণ্ডল পুড়ে যাচ্ছে, আর সারা মুখে গোঁজ-গোঁজ দাড়ি। ঠাণ্ডা পানিতে গোসল করে নাও না?" ওর মুখের হাসি নূরকে বুঝিয়ে দিল যে প্রস্তাবটা তার ভালো লেগেছে। "তাহলে শিগগির বাথরুমে যাও। বেরিয়ে এসে খাবার তৈরি পাবে। শোয়ার ঘরেই আমরা খেয়ে নেব, সে ঘরটি এটির চেয়ে অনেক ভালো। সে ঘর থেকে বাইরে তাকিয়ে কবরস্থান দেখা যায়।"

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দশ

আহ্, কী বিশাল ব্যাপ্তি কবরের, যতদূর চোখ যায় শুধু কবর আর কবর! মস্তক শিরাগুলো যেন আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে তোলা হাত, যদিও তারা এখন যে কোনো ভীতির ঊর্ধ্বে। সাফল্য ও ব্যর্থতা, হত্যাকারী ও নিহত যেখানে এক হয়ে যায়, চোর ও পুলিশ যেখানে প্রথম ও শেষবারের মতো শান্তিতে পাশাপাশি শুয়ে থাকে এ তেমনি এক সত্য ও নীরবতার নগরী।

শেষ বিকেলে ঘুম থেকে ওঠার আগে নূরের নাকডাকা বন্ধ হবে বলে মনে হল না।

পুলিশ তোমার কথা ভুলে না যাওয়া পর্যন্ত এ কারাগারেই তোমাকে বন্দী থাকতে হবে। এবং তারা কী সত্যিই কোনোদিন ভুলে যাবে? কবর স্মরণ করিয়ে দেয় যে মৃত্যু জীবন্তকে ঠকায়। তারা প্রতারণার কথা বলে এবং এমনি করেই তোমাকে নবাইয়া, ইলীষ ও রউফের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, বলে দেয় যে সেই অদৃশ্য ছোঁড়ার পর থেকে তুমি নিজেই মৃত।

কিন্তু এখনো আগুনের গুলি তোমার আছে।

প্রায় কাতরানির মতো নূরের সশব্দ হাই তোলার আওয়াজে সায়ীদ বন্ধ জানালা থেকে দৃষ্টি সরিয়ে বিছানার দিকে তাকাল। চুল এলোমেলো ও নগ্ন অবস্থায় নূর বিছানায় বসা, চেহারায় ক্লান্তির ছাপ সুস্পষ্ট। কিন্তু হাসিমুখেই সে বলল, "স্বপ্নে দেখলাম তুমি যেন অনেক দূরে কোথায় আছ আর তোমার জন্য অপেক্ষা করে করে আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি।"

"ওটা ছিল একটা স্বপ্ন," সায়ীদ গম্ভীর হয়ে বলল। "বাস্তবে তুমি বাইরে যাচ্ছ, এবং অপেক্ষা আমিই করব।"

গোসলখানায় ঢুকল নূর এবং একটু পরে চুল ঝাড়তে ঝাড়তে বেরিয়ে এল; এবং ওর হাত দুটো কী করে সামান্য প্রসাধনীর প্রলেপে মুখখানাকে আবার নবীন ও সতেজ করে তুলল সায়ীদ তা মনোযোগ সহকারে দেখতে লাগল। সায়ীদের মতো ওরও বয়স তিরিশেরই ঘরে, কিন্তু ডাহা মিথ্যা কথা বলে, আরো কম বয়েসী দেখাবার কসরত করে, যে অসংখ্য অন্যায় ও বোকামি সে হরহামেশা করে যাচ্ছে, তারই সাথে আরো খানিকটা যোগ করছে মাত্র। মাত্র ঐ হাজারো অপরাধের মধ্যে, দুর্ভাগ্যক্রমে, চুরির দোষ তার নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাইরে চলে যাবার সময় নূরকে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে ও বলল, "খবর-কাগজ আনতে ভুলো না যেন।"

নূর বেরিয়ে গেলে ও বসার ঘরে এসে একটি সোফার ওপর শরীর এলিয়ে দিল। এখন সে সম্পূর্ণ অর্থে একা, বইগুলিও তার সঙ্গে নেই, শেখ আলীর বাড়িতে ফেলে এসেছে। কার্পেটটির নিরাবরণ জীর্ণতা এবং যুৎসই জোড় ফাটল ধরা সাদা সিলিং এর দিকে চেয়ে সে সময় ধ্বংস করার চেষ্টা করতে লাগল। সময়ের একবিন্দু থেকে পরবর্তী বিন্দুতে এক ঝাঁক পায়রা মণিমাণিক্যের একটি মালা নিয়ে গেলে তার ঝলকানি যেমন মনে হতে পারে তেমনি খোলা জানালা দিয়ে অস্তগামী সূর্যের আলোকরশ্মি ঝিকমিক করছে ঘরের দেয়ালে, মেঝেয়।

তোমার নিরুত্তাপ ব্যবহার, সানা, খুবই অশান্তিদায়ক। এই কবরের সারির ওপর চোখ পড়লে যেমন মনে হয়। জানি না, আবার আমাদের দেখা হবে কি না এবং হলে তা কোথায় এবং কখন। তুমি নিশ্চয়ই এখন আর আমাকে ভালবাসবে না। লক্ষ্যভ্রষ্ট গুলি আর বিপথগামী আকাঙ্ক্ষার এই জীবনে না। এখন যা অবশিষ্ট আছে তা হল অনুশোচনার এক ঝুলন্ত শেকল। গির্জার পথে ছাত্রাবাসে ছিল তার প্রথম কড়াটি। ইলীষের দ্বারা তেমন কিছু আসত যেত না, কিন্তু নবাইয়া– সে-ই তো ওর ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছে, শেকড়শুদ্ধ টেনে উপরে ফেলে দিয়েছে ইলীষকে। হায়, সংক্রামক ব্যাধি কিংবা জ্বর যেমন মুখ দেখে সহজেই বুঝা যায়, প্রতারণাও যদি তেমন করে বুঝা যেত! বাইরের সৌন্দর্য তাহলে কখনো ফাঁপা মনে হত না এবং অনেক মানুষই প্রতারণার নিষ্ঠুর কষাঘাত থেকে রেহাই পেত।

ছাত্রাবাসের কাছে সেই মুদি দোকান, নবাইয়া যেখানে ঝুড়ি হাতে কেনাকাটা করতে আসত। সে সব সময়ই এত সুন্দর ফিটফাট পোশাক পরে থাকত এবং অন্যান্য কাজের মেয়েদের চেয়ে এত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ছিল যে, সেজন্য সে "তুর্কী মেমের পরিচারিকা" বলে পরিচিত ছিল। রাস্তার একেবারে শেষ মাথায় বিশাল বাগানের মধ্যখানে অবস্থিত বাড়িটিতে যে ধনী, অহঙ্কারী বৃদ্ধা তুর্কি মহিলা একাকী বাস করে, তার একটা গোঁ-ই ছিল যে, তার জন্য যারা কাজ করবে তাদের প্রত্যেককে সুন্দর, পরিচ্ছন্ন ও ছিমছাম পোশাকে সজ্জিত হতে হবে। সুতরাং, সুন্দর করে আঁচড়ানো চুলে লম্বা বিনুনি বেঁধে এবং পায়ে স্যান্ডেল ছাড়া নবাইয়াকে কখনো বাইরে দেখা যেত না। তার একহারা ছিপছিপে আকর্ষণীয় ও প্রাণচঞ্চল দেহের চারদিক ঘিরে তার চাষীমেয়ের গাউন ছলকে ঢেউ তুলে যেত; এবং ওর দ্বারা যারা মন্ত্রমুগ্ধ হয়নি তারাও স্বীকার করত যে, তার উজ্জ্বল শ্যামল রঙে, তার গোলাকৃতি পূর্ণ মুখাবয়বে, তার বাদামি চোখে, তার আকর্ষণীয় ছোট নাকে এবং সর্বোপরি জীবনরসে সিক্ত তার দুটো ঠোঁটে গ্রামীণ সৌন্দর্যের এক মনোমুগ্ধকর নজির সে। সৌন্দর্য তিলের মতো তার চিবুকের ওপর ছোট্ট, সবুজ একটু দাগানো চিহ্ন ছিল।

তার সুন্দর দেহবল্লরীতে সুষমামণ্ডিত ঢেউ তুলে রাস্তার শেষ মাথায় উদয় না-হওয়া পর্যন্ত কাজের শেষে ছাত্রাবাসের প্রবেশ পথে প্রত্যেক দিন তুমি তীর্থের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাকের মতো সে দিকে দৃষ্টি মেলে দিয়ে বসে থাকতে। হাঁটায় অপূর্ব ছন্দ ফুটিয়ে সে যতই কাছে আসতে থাকত অধীর আগ্রহে তোমার মুখ ততই প্রভাসিত হয়ে উঠত। সুমধুর সঙ্গীতধ্বনির মতো যেখান দিয়ে সে চলে গেছে সেখানেই মানুষ তাকে হৃদয় উজাড় করে সাগ্রহ অভ্যর্থনা জানিয়েছে। মুদীর দোকানে জড়ো হওয়া ডজন মেয়ে মানুষের মধ্যে যখনই সে এসে দাঁড়িয়েছে অমনি উন্মত্ত আবেশে মাতাল হয়ে তোমার দুচোখ তাকে অনুসরণ করে ফিরেছে। ঐ ভিড়ের মধ্যে কখনো তোমার চোখ তাকে হারিয়ে ফেলত, আবার পরমুহূর্তেই খুঁজে পেত একটু অন্য জায়গায়। এতে তোমার ঔৎসুক্য ও বাসনা আরো বহুগুণে বেড়ে যেত। কথায়, কাজে, ব্যবহারে কিংবা আভাসে-ইঙ্গিতে, যা হোক একটা কিছু করার প্রবল তাড়না তোমার যন্ত্রণাবিদ্ধ মনে আছড়ে-আছড়ে যখন মরতে থাকত, তখন সে হয়ত দিনের বাকি সময়টুকু ও পুরো একটি রাতের জন্য সেদিন শেষবারের মতোই হারিয়ে যেত– বাড়ি চলে যেত সেদিনের মতো। সুদীর্ঘ এক করুণ নিশ্বাস বেরিয়ে আসত তোমার পাঁজর ভেঙে, চুপসে যাওয়া বেলুনের মতো নিরানন্দ, নিষ্প্রাণ হয়ে যেতে তুমি; রাস্তার পাশের গাছে গাছে পাখিরা তাদের গান থামিয়ে দিত এবং হঠাৎ করে কোত্থেকে যেন শেষ– হেমন্তের ঠাণ্ডা এক ঝলক বাতাস এসে সব শীতল, প্রাণহীন করে দিয়ে যেত।

তারপর এক সময় তুমি লক্ষ্য করা শুরু করলে যে, তোমার চাউনি তার দেহে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে, তোমার সামনে দিয়ে যখন সে হেঁটে যায় তখন বেশ ছিনালপনা করে নিতম্ব দুলিয়ে চলে এবং তারপর তুমি আর তীর্থের কাকের মতো 'হা' করে দাঁড়িয়ে থাকো না; বরঞ্চ তোমার সহজাত অধৈর্যের কারণে রাস্তায়ই তার পিছু নাও তুমি। তারপর মাঠের একদম শেষ প্রান্তে একটা খেজুর গাছ যেখানে একাকী নিঃসঙ্গ দাঁড়িয়ে সেখানে গিয়ে তার পথ আগলে দাঁড়াও তুমি। সে তোমার ঔদ্ধত্যে হতবাক হয়ে যায়, কিংবা হওয়ার ভান করে এবং প্রচণ্ড দম্ভ সহকারে জানতে চায়, তুমি বস্তুটি কে। অবাক হওয়ার ভান করে তুমি উত্তর করো, "বস্তুটি আমি কে? তুমি কী সত্যিই জিজ্ঞেস করছ আমি কে? তুমি কী সত্যিই জানো না? তোমার অস্তিত্বের প্রতিটি বিন্দু জানে আমি কে!" "অভদ্র লোকদের আমি পছন্দ করি না!" চটাং করে সে বলে।

"আমিও না। আমি তোমার মতো, অভদ্র লোকদের ঘৃণা করি। উঁহু, না। উল্টোদিকে আমি বরঞ্চ সৌন্দর্য, ভদ্রতা ও সুশোভন আচরণ অত্যন্ত ভালবাসি। এবং এ-সবেরই মূর্ত প্রতীক তুমি! তুমি কী এখনো জানো না আমি কে? এসো, তোমার ঝুড়িটা আমার কাছে দাও, তোমার দোরগোড়া পর্যন্ত তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।"

"তোমার সাহায্যে আমার প্রয়োজন নেই," ও বলল, "এবং কোনোদিন ফের পথ আগলাবে না বলে দিচ্ছি!" এ কথা বলে সে হাঁটা আরম্ভ করে দিল, কিন্তু দম বন্ধ করা ভ্যাপসা গরমের রাতে প্রথম সুশীতল সমীরণের মতো তার ছদ্ম দাম্ভিকতার আস্তরণ ভেদ করে যেই সুমিষ্ট মধুর একটু হাসি বেরিয়ে এল অমনি উৎসাহিত হয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তুমিও তার পাশে-পাশে চলতে থাকলে। তারপর সে বলেছিল, "ফিরে যাও; এখান থেকে অবশ্যই ফেরো। আমার মেম সাহেব জানালার কাছেই বসে থাকে এবং এরপর তুমি যদি আর এক পাও এসো তাহলে নির্ঘাত সে তোমাকে দেখে ফেলবে!"

"আমি কিন্তু একেবারেই নাছোড়বন্দা," তুমি উত্তর করলে, "তুমি যদি চাও যে আমি চলে যাই, তাহলে তোমাকেও আমার সঙ্গে আসতে হবে। মাত্র কয়েক কদম। খেজুর গাছটি পর্যন্ত। তোমাকে আমার কয়েকটি কথা বলার আছে। কেনই বা বলব না বলো তো? আমি কী একেবারেই ফেলনা কেউ?"

সে জোরে-জোরে মাথা নাড়াতে লাগল, কিন্তু রাগত প্রতিবাদ জানাতে-জানাতে আস্তে-আস্তে মাথা নাড়ানোর তীব্রতা কমিয়ে এনে একটি ক্রুদ্ধ বেড়ালের মতো ঘাড় বাঁকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সে আস্তে করে যেন মিইয়ে এল এবং আমি জিতে গেছি তাতে আমার আর কোনো সন্দেহ রইল না; বুঝলাম নবাইয়া উদাসীন নয় এবং ছাত্রাবাসে বসে আমি তার জন্য যে দীর্ঘশ্বাস ফেলি তা সে বুঝতে পারে। তখন তুমি অনুধাবন করতে পারো যে, রাস্তার তেমন-গুরুত্ব-না-দেয়া চাউনি তোমার জীবনে অনেক বড় হয়ে দেখা দেবে, তার জীবনেও এবং এরই ফলে আরো বৃহত্তর হয়ে যাওয়া বহির্বিশ্বেও তা বড় হয়ে দেখা দেবে।

"ঠিক আছে, আবার কালকে হবে," রাস্তার শেষ মাথায় একটি দুর্বোধ্য প্রশ্নের মতো যে বাস করে তার ভয়ে, সেই বৃদ্ধা তুর্কি মহিলার শানানো ছুরির মতো ধারালো জিহ্বার ভয়ে, তুমি সেখানেই ঠায় দাঁড়িয়ে পড়ে বলো। তারপর– তারপর তুমি খেজুর গাছের কাছে ফিরে গিয়ে জীবনোল্লাসের প্রচণ্ডতায় বানরের মতো তিরতির করে তার মাথায় উঠে যাও এবং তারপরে, দশ ফুট ওপর থেকে, আবার ধপাস করে লাফ দিয়ে পড়ো নিচে এক চিলতে সবুজের আস্তরণের ওপর। তারপর আনন্দ-পাগল ষাঁড়ের মতো তোমার গভীর গলায় গান গাইতে গাইতে ফিরে যাও ছাত্রাবাসে।

এবং তারও পরে ঘটনাচক্র যখন তোমাকে ঠেলে নিয়ে যায় আল-যাইয়াত সার্কাসে, এমন একটি কাপে যা তোমাকে মহল্লায়, গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরিয়ে বেড়ায় তখন তুমি ভয় পেয়ে যাও যে, "চোখের অদর্শনে মনে বিস্মরণ" তোমার বেলায় প্রযোজ্য হয়ে যেতে পারে এবং তুমি তখন তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে বসো। হ্যাঁ, যে বিশ্ববিদ্যালয়ে বহু গর্দভও ঢুকেছে, অথচ তুমি যেখানে– অন্যায়ভাবে পড়াশুনা করার কোনোদিন কোনো সুযোগ পাওনি, সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশে দাঁড়িয়ে সেই পুরনো, ঐতিহ্যিক, আইনসঙ্গত, মুসলিম ধর্মীয় মতে বিয়ের প্রস্তাবই তুমি তাকে দিয়েছিলে। রাস্তায় অথবা আকাশে তখন কোনো আলো ছিল না, দিগন্তের এক কোণে শুধু এক ফালি চাঁদ ম্রিয়মাণ হয়ে ঝুলেছিল। অধোবদনে সলজ্জ চোখ সে তখন মাটির দিকে নামিয়ে রেখেছিল, ম্লান, চাঁদের আলো পড়েছিল তার চাঁদ-কপালে, তাকে সুখে পরিপূর্ণ মনে হয়েছিল। তোমার ভালো মাইনে, পদোন্নতির উজ্জ্বল সম্ভাবনা, জবল রোডে শেখ আলীর বাড়ির কাছে তোমার ছোট্ট ছিমছাম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফ্ল্যাটের কথা, এসবই তখন তুমি তাকে বলেছিলে। "বিয়ের পরে," তুমি বলেছিলে, "মহামানব শেখকে তুমি চিনতে পারবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিয়ের কাজটা আমাদের চুকিয়ে ফেলা উচিত। যথেষ্ট দিন আমরা পরস্পরকে ভালবাসছি। এবার এ বুড়িকে তোমার ছেড়ে আসতে হবে।"

"তুমি তো জানো আমি এতিম। সিদি আল-আরবাইনে আমার একমাত্র খালা থাকে।"

"বেশ তো, ঠিক আছে।"

তারপর সেই এক ফালি বাঁকা চাঁদের ম্লান আলোয় তুমি তাকে চুমু খেলে। এত স্বচ্ছন্দ সুন্দর বিয়ে হয়ে গেল যে, অনেকদিন পর্যন্ত সবাই সে কথা বলাবলি করল। যায়াত থেকে পাঁচশ টাকা দামের বিয়ের উপহার পেলাম। এসব কিছুতে ইলীষ সিদ্রাকে এতই আত্মহারা মনে হল, লাগছিল এ যেন তার নিজের বিয়ে, কোনো রকমের বন্ধুই সে ছিল না, অথচ ভূমিকাটা নিল অত্যন্ত বিশ্বস্ত বন্ধুর। এবং সবচেয়ে উদ্ভট ব্যাপার এই যে, তুমি, চতুর সনাতন সেই তুমি, শয়তানকে তাক লাগিয়ে দেয়ার মতো যথেষ্ট চট্‌পটে তুমি, তুমি নায়ক এবং ইলীষ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত দাস, যে সব সময় প্রশংসা ও মোসাহেবি করে, তোমার খারাপ লাগতে পারে এমন যে কোনো কিছু থেকে সদা-বিরত, তোমার শ্রম, তোমার চট্‌পটে স্বভাবের কানাকড়ি কুড়িয়েও যে নিজেকে ধন্য মনে করে, তুমি কেন ইলীষের ভণ্ডামি কোনোদিনও একটুও ধরতে না-পেরে তার হাতেই আসলে বোকা বনে গেছ চিরটাকাল। তুমি নিশ্চিত ছিলে, তুমি তাকে ও নবাইয়াকে একত্রে একসঙ্গে যে কোনো জায়গায়ই পাঠাতে পারতে, যে জনহীন মরুভূমিতে হযরত মুসা একাকী ঘুরে বেরিয়েছিল সেখানেও এবং তুমি নিশ্চিত ছিলে যে, সব সময়ের জন্যই সে তোমাকে তার নিজের ও নবাইয়ার মধ্যে রেখেই চিন্তা করবে এবং কখনো এ নিয়মের ব্যতিক্রম সে করবে না। কী করে সে সিংহকে পরিত্যাগ করে একটি কুকুরের কাছে গিয়ে মজে গেল? ওর অস্থি মজ্জা পর্যন্ত পচন ধরেছে, এমনই পচন ধরেছে যে, অভিশাপ আর মৃত্যুই তার প্রাপ্য। দৃষ্টিহীন গুলি আর যেন তাদের ঘৃণ্য ও দুষ্ট লক্ষ্য বস্তু এড়িয়ে নির্দোষ মানুষের গায়ে না লাগে এবং তার কারণে কাউকে যেন অনুশোচনা ও ক্রোধে অস্থির হয়ে উন্মত্ততার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছতে না হয়। বাচ্চা বয়সে রাস্তায় যেমন হেসে খেলে বেড়াতে, নির্দোষ প্রথম প্রেম, বাসর রাত, সানার জন্ম এবং তার সুন্দর ছোট্ট মুখটি, তার কান্না শোনা, প্রথমবারের মতো তাকে কোলে তুলে নেয়া—এসব এবং জীবনের যা কিছু সুন্দর সব তুমি ভুলতে বাধ্য হয়েছ। যে সমস্ত হাসি কোনোদিন হিসেবে ধরোনি—আজ মনে হয়, সেগুলো যদি আর একটু ভালো করে লক্ষ্য করতে! এবং কী দারুণ ওকে দেখতে লাগত—মনে হয়, সেই আরেকটি জিনিস যদি তুমি ভুলে যেতে পারতে যখন সে ভয় পেয়ে যেত তখন তার সেই মাটি কাঁপানো চিৎকার ঝরণা-ধারা শুকিয়ে যেত, সুশীতল বাতাস বন্ধ হয়ে যেত। আহ, জীবনের যত কিছু সুন্দর অনুভূতি ছিল!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছায়ারা দীর্ঘতর হচ্ছে। ঘরের মধ্যে আর জানালার বাইরে অন্ধকার আঁধার ঘনিয়ে আসছে। গোরস্তানের নীরবতা আরো গভীরতর, কিন্তু তুমি বাতি জ্বালাতে পারবে না। নূর বাইরে থাকলে অন্য সব সময় ফ্ল্যাট যেমন থাকে এখনো তেমনই থাকতে হবে। জেলের মধ্যে এবং ঐ সমস্ত কুৎসিত-দর্শন চেহারায় তোমার চোখ যেমন অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল, এ আঁধারেও তেমনি অভ্যস্ত হয়ে যাবে এক সময়। মদ খাওয়াও শুরু করতে পারবে না তুমি। কারণ, নেশার ঘোরে তাহলে কোনো কিছুর সাথে ধাক্কা খেয়ে শব্দ করে বসতে পারো, অথচ চিৎকার করে উঠতে পারো প্রচণ্ড জোরে। গোরস্তানের মতোই নীরব থাকতে হবে ফ্ল্যাটটি, মৃতেরাও যেন জানতে না-পারে তুমি এখানে আছ। এই জেলখানায় কত দিন এবং কত ধৈর্য নিয়ে তোমাকে থাকতে হতে পারে তা একমাত্র আল্লাহই বলতে পারে। যেমন একমাত্র সে-ই জানত যে তুমি ইলীষ সিদ্রাকে নয়, শাবান হোসাইনকে মেরে ফেলবে।

অবশ্য আজ হোক কাল হোক, এমনকি খুব নিরাপদ স্থান দেখে হলেও, তোমাকে অন্তত পায়চারী করার জন্যও বাইরে যেতে হবে। কিন্তু খুঁজে-খুঁজে পুলিশ হাল ছেড়ে না দেয়া পর্যন্ত তা স্থগিত রাখতে হবে। এবং আল্লাহর কাছে এই কামনা করো যেন শাবান হোসাইনকে এখানের কোনো কবরে দাফন করা না-হয়; অদৃষ্টের তেমন নির্মম পরিহাসের ধকল এই জরাজীর্ণ বাড়িটি বইতে পারবে না। নূর ফিরে আসা পর্যন্ত কেবল প্রশান্ত থাকো, ধৈর্য রাখো। নূর কখন ফিরে আসবে তা অবশ্যই জিজ্ঞেস করবে না। পৃথিবী যতদিন পর্যন্ত তার অন্যান্য পন্থা পরিত্যাগ করতে অস্বীকৃতি জানাবে, ততদিন পর্যন্ত এই অন্ধকার, এই নীরবতা, এই একাকীত্ব তোমাকে সহ্য করে যেতেই হবে। বেচারা নূর, সে-ও এর আবর্তে পড়ে গেল। তোমার প্রতি তার ভালবাসাও সবকিছু মিলিয়ে একটা বদভ্যাস বই আর তো কিছু নয়; যন্ত্রণা ও ক্রোধে যে ইতোমধ্যেই মৃত তার সঙ্গে লেগে থাকা, তার ক্রমবর্ধমান বয়স্ক চেহারার চেয়ে তার স্নেহে যে কম বিকর্ষিত হয় না, তার সাথে বসে পরাজয় ও গ্লানির যেন জয়গান গেয়ে পান করা ছাড়া ওকে নিয়ে আর কী-করা যায় তা সত্যি যে জানে না, এবং তার সুযোগ্য কিন্তু আশাহীন প্রচেষ্টাকে যে শুধু করুণা করে, তার সঙ্গে নূর কেন যে ভালবাসাবাসির চেষ্টা করে! এবং শেষ পর্যন্ত তোমার পক্ষে ভোলাও সম্ভব নয় সে একটি মেয়ে মানুষ। সেই ঘৃণ্য কুকুরি নবাইয়ারই মতো। তোমার গলাকে নিরুপদ্রবে ফাঁসির দড়ি যতক্ষণ পেঁচিয়ে না-ধরে কিংবা অভিশপ্ত কোনো গুলি যতক্ষণ তোমার বুক ঝাঁঝরা করে না দিয়ে যায় ততক্ষণ পর্যন্ত সে তীব্র সন্ত্রাসে দিন কাটাবে। এবং পুলিশ মিথ্যার এমন বন্যা বইয়ে দেবে যে, তুমি চিরকালের মতো সানার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। এবং তোমার ভালবাসার সত্যতা, তার গভীরতা ও কোনোদিন জানতেও পারবে না। এ-ও যেন আরেকটি লক্ষ্যভ্রষ্ট গুলিবিশেষ।

চোখে ঘুম জড়িয়ে এলে সায়ীদ মাহরান সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুম থেকে জেগে উঠে শারীয়া নাজিমউদ্দীনে নূরের ফ্ল্যাটে নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে এখনো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে একাকী এটা পরিষ্কার অনুভব করার আগ পর্যন্ত সে বুঝতেই পারেনি যে, ঘুমের ঘোরে সে স্বপ্ন দেখছিল যে, সত্যি সত্যিই এক প্রচণ্ড চমক লাগিয়ে একঝাঁক গুলি দিয়ে ইলীষ সিদ্রা তাকে ক্ষতবিক্ষত করে দেয়নি। সময় তখন কত এ সম্পর্কে তার কোনো ধারণাই ছিল না।

হঠাৎ সে তালার মধ্যে চাবি ঘোরানো এবং পরক্ষণেই দরজা বন্ধ করার শব্দ শুনতে পেল। হলঘরের মধ্যে একটা বাতি জ্বলে উঠলে তার কিছু আলো দরজার ওপরের সামান্য ফাঁক দিয়ে ওর ঘরের মধ্যে এসে পড়ল। বিরাট একটা ঠোঙ্গা হাতে করে হাসতে হাসতে নূর ঘরের মধ্যে ঢুকল। ওকে চুমু খেয়ে সে বলল, "এবার আসো একটা ভোজনোৎসব করা যাক! বহু ধরনের অনেক খাবার-দাবার আমি নিয়ে এসেছি।"

"তুমি মদ খেয়েছ," ওকে চুমু খেতে-খেতে সায়ীদ বলল।

"মদ আমাকে খেতেই হয়; এটা আমার চাকরির অংশবিশেষ। ঝটপট গোসলটা সেরে এখনি ফিরে আসছি। এই নাও তোমার খবরের কাগজ।"

নূর গোসলখানার দিকে গেলে যতদূর ওকে দেখা যায় ততদূর পর্যন্ত সায়ীদের দৃষ্টি ওকে অনুসরণ করল, তারপর দু-চোখের দৃষ্টিই সে ডুবিয়ে দিল সকাল ও সন্ধ্যার একগাদা খবর-কাগজের মধ্যে। ওর কাছে খবর হিসেবে বিবেচিত হতে পারে এমন কিছুই কোনো কাগজে ছিল না, কিন্তু ও যা আশা করতে পারেনি অপরাধ ও অপরাধী এ দুটোর ওপরই তার চেয়ে অনেক বেশি ঔৎসুক্য দেখানো হয়েছে প্রায় সবগুলো কাগজে। বিশেষ করে রউফ ইলওয়ানের 'আল-যাহরা'-তে তো অবশ্যই। সিঁদেল চোর হিসেবে তার ইতিহাস, বিচারের সময় তার যে সমস্ত চুরির কাহিনী ফাঁস হয়েছে, যে সমস্ত বিখ্যাত ধনীদের বাড়িতে সে চুরি করেছে তার ওপর গল্প, তার চরিত্রের ওপর মন্তব্য, তার সুস্থ পাগলামি, এবং "যে অপরাধীসুলভ সাহসিকতা শেষ পর্যন্ত রক্তপাত ঘটাল" তার একটি বিশ্লেষণ– এ সবই অত্যন্ত বিস্তারিত ও আকর্ষণীয় করে পরিবেশন করা হয়েছে রউফের পত্রিকায়।

কালো কালিতে গোটা-গোটা অক্ষরে কী বিশাল হেডলাইন! নবাইয়ার দ্বিচারিণীপনার মুখরোচক কাহিনী এবং শেষ পর্যন্ত তার ভাগ্যে কী জুটবে এ নিয়ে সারা দেশব্যাপী হাজার হাজার লোক এ মুহূর্তে আলোচনায় মত্ত। খবরের কেন্দ্রবিন্দু সে, এ সময়ের নায়ক এবং এ চিন্তা তাকে একই সময় গর্ব ও আশঙ্কায় ভরিয়ে দিল, এই পরস্পর বিরোধী অনুভূতির তীব্রতা এত বেশি যে মনে হল তার ভেতরটা এর টানাপোড়েনে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাবে। ইতোমধ্যে, এত বিভিন্ন ধরনের ভাব ও ভাবনা এলোপাথারিভাবে তার মনে ভিড় করে এসেছে যে, এক ধরনের মাদকতা যেন তাকে গ্রাস করে ফেলছে। সে প্রায় নিশ্চিত বোধ করল যে সত্যিই অবিস্মরণীয় অথবা অলৌকিক কিছু সে এখনই ঘটিয়ে ফেলবে; তার ইচ্ছা হল বাইরের সবার সাথে যদি সে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারত, যদি বলতে পারত, একাকী এই নীরবতার পরিমণ্ডলে কী আবেগ তার মনের মধ্যে গুমরে-গুমরে মরছে, যদি তাদের বুঝাতে পারত যে, শেষ পর্যন্ত, এমনকি মৃত্যুর পরে হলেও, সে অবশ্যই জিতবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে ছিল সবার থেকে ভিন্ন ধরনের সম্পূর্ণ একা। নীরবতা ও নির্জনতা তারা জানত না, তার ভাষা বুঝত না। তারা বুঝত না যে কখনো কখনো তারা নিজেরাও নিশ্চুপ হত, সঙ্গীহীন হত, বুঝত না যে আয়নায় ফুটে ওঠা তাদের অস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি তাদেরকে প্রতারণা করছে, তাদেরকে মিথ্যা কল্পনায় মাতিয়ে তুলত যে নিজেদের কাছে অপরিচিত লোকজনদেরকেই তারা দেখছে। এক ধরনের আশ্চর্য অনুভূতি নিয়ে তার মনের চোখ দৃষ্টি নিবদ্ধ করল ছাপা একটি ছবির ওপর এবং তাতে সে গভীরভাবে আলোড়িত হল। তারপর, কল্পনায়, তাদের সমস্ত ছবি সে মিলিয়ে-মিশিয়ে ফেলল– তার নিজের বুনো চেহারা, বেশ্যার মতো দেখতে নবাইয়া– সব এসে মিশে গেছে সানার ছবিতে। ও হাসছিল। হ্যাঁ। হাসছিল। কারণ, সায়ীদকে সে দেখতে পাচ্ছিল না এবং সে একটু একটু করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সানাকে দেখতে লাগল, মনে হত লাগল, বাইরের রাত তার প্রতি এক সহানুভূতিশীল দুঃখে জানালা দিয়ে ভেতরে নিশ্বাস ফেলছে। তার তীব্র আকাঙ্ক্ষা হতে লাগল যে, কেউ জানে না এমন কোনো স্থানে সে যদি সানাকে নিয়ে পালিয়ে যেতে পারত! সানাকে দেখতে ওর খুব ইচ্ছা করতে লাগল; ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলার আগে পৃথিবীর বুকে তার শেষ ইচ্ছা পূরণ হিসেবে হলেও সে যেন ওকে অন্তত আরেকবার দেখতে পায়।

অন্য সোফাটির কাছে গিয়ে কাটা কাপড়ের দঙ্গলের মধ্য থেকে কাঁচিটি তুলে নিয়ে তার নিজের সোফায় ফিরে এসে কাঁচি দিয়ে চারদিকে ঘুরিয়ে সুন্দর করে সানার ছবিটি খবর-কাগজ থেকে কেটে নিয়ে নিল। নূর যখন গোসলখানা থেকে বেরিয়ে এল ততক্ষণে তার মন-মেজাজ অনেকটা শান্ত হয়ে এসেছে। এতগুলো খবর-কাগজের গাদা নিয়েছে অথচ এখনো এ সম্পর্কে ও কিছুই জানে না এসব যখন সায়ীদ ভাবছিল তখন নূরের ডাকে সাড়া দিয়ে শোবার ঘরে চলে গেছে।

AMARBOI.COM

অনেক টাকা খরচ করেছে নূর। খাবার বোঝাই টেবিলে সোফায় তার পাশে বসতে-বসতে সায়ীদের মুখে পানি এসে গেল। নিজের আনন্দ প্রকাশ করার জন্য নূরের ভেজা চুলে হাত বুলাতে-বুলাতে ও বলল, "তোমার মতো মেয়ে হাজারেও একটি পাওয়া যায় না।"

মাথায় লাল একটি স্কার্ফ ঘুরিয়ে বেঁধে গ্লাসে পানি ঢালতে-ঢালতে সায়ীদের প্রশংসায় সে একটু মুচকি হাসল। অল্প সময়ের জন্য হলেও তাকে পাওয়ার আনন্দ ও গর্বে নূরকে আত্মবিশ্বাসী দেখতে সায়ীদেরও এক ধরনের আনন্দ হচ্ছিল। তার উজ্জ্বল শ্যামবর্ণের ওপর সে কোনো প্রসাধনী ব্যবহার করেনি; তাজা ও পরিমিত সুখাদ্যের মতো গোসলের পর ওকে অনেক সুন্দর ও জীবন্ত মনে হচ্ছিল।

"তুমিই বলতে পারো অমন!" এক লঘু পরিহাসপূর্ণ অর্থবোধক দৃষ্টি সায়ীদের দিকে নিক্ষেপ করে সে বলল।

"মাঝে-মাঝে তো আমি প্রায় সিদ্ধান্তই নিয়ে ফেলি যে, দয়া সম্পর্কে পুলিশেরও জ্ঞান তোমার চেয়ে বেশি।"

"না, আমাকে বিশ্বাস করো, তোমার সঙ্গে এখন আমি সুখে আছি।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"সত্যি?"

"হ্যাঁ। সত্যি। তোমার এত দয়া, এত ভালো তুমি। জানি না, কোনো লোক তোমার আকর্ষণ কী করে ঠেকিয়ে রাখে।"

"আগেও কি আমি এরকমই ছিলাম না?"

সহজ বিজয় রক্তাক্ত পরাজয়ের কথা ভুলিয়ে দিতে পারে না! "সে সময় খুব একটা স্নেহপ্রবণ লোক আমি ছিলাম না।"

"আর এখন?"

"আসো, খেয়েদেয়ে আনন্দ-ফূর্তি করি," গ্লাস হাতে তুলে নিয়ে সায়ীদ বলল।

বেশ তৃপ্তি সহকারেই তারা খানাপিনা করতে লাগল। এক সময় নূর বলে উঠল, "সময় কাটালে কেমন করে?"

"ছায়া আর কবরের মাঝামাঝি," তিলের চাট্‌নির মধ্যে এক টুকরা মাংস ডুবাতে-ডুবাতে সে বলল। "তোমার পরিবারের কাউকে কী এখানে কবর দেয়া হয়েছে?"

"না, আমার মৃত আত্মীয়-স্বজনদের সবাইকে আল-বালিয়ানায় কবর দেয়া হয়েছে, আল্লাহ্ তাদের বেহেস্ত নসীব করুন।" ট্রের ওপর প্লেট-গ্লাসের নড়াচড়া ও তাদের খাবার শব্দই শুধু একটানা নীরবতা ভঙ্গ করছিল। সায়ীদ একসময় বলল, "অফিসারের উর্দি বানানো যায় এমন কিছু কাপড় তুমি আমার জন্য কিনে আনবে।"

"সেনাবাহিনীর অফিসার?"

"জেলে থাকতে আমি যে দর্জিগিরি শিখেছি তা তুমি জানতে না?"

"কিন্তু ওতে তোমার কী প্রয়োজন?" অস্বস্তির সাথে সে বলল।

"আহ্-হা, বাধ্যতামূলক সেনাবাহিনীতে চাকরির সময় আমার এসে গেছে।"

"তুমি কী বুঝতে পারো না যে, তোমাকে আমি আবার হারাতে চাই না?"

"আমার সম্পর্কে তুমি একদম দুশ্চিন্তা করো না," এক অদ্ভুত আত্মবিশ্বাসের ভঙ্গিতে সে বলল। "কেউ বিশ্বাসঘাতকতা না-করলে পুলিশ আমাকে কোনোদিন ধরতে পারত না।"

নূর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়ল, মনের খচখচানি তার দূর হয়নি।

"তুমি নিজে কোনো বিপদের মধ্যে নেই তো, কী বলো?" মুখ ভর্তি খাবার নিয়ে মিচকি-মিচকি হাসতে-হাসতে সায়ীদ বলল। "মহাসড়কের কোনো ডাকাত আবার মরুভূমির মধ্যে নিয়ে গিয়ে কিছু করেনি তো তোমাকে?"

তারা দুজনেই হেসে উঠল এবং পাশের দিকে একটু ঝুঁকে ও সায়ীদের ঠোঁটে একটি পুরোপুরি চুমু বসিয়ে দিল। দুজনের ঠোঁট একই রকমের আঠালো ছিল।

"সত্য এই যে," নূর বলল, "স্রেফ বেঁচে থাকার প্রয়োজনেই কোনো কিছু ভয় করলে চলবে না।"

"মৃত্যুও না?" জানালার দিকে মাথা নেড়ে সায়ীদ বলল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

“শোনো, আমি ভালবাসি, এমন কাউকে সময় যখন আমার কাছে এনে দেয়, তখন তা-ও আমি ভুলে যাই।”

ওর ভালবাসার শক্তি ও তীব্রতায় অবাক হয়ে সায়ীদ মন আলগা করে দিল। নূরের প্রতি কৃতজ্ঞতা, শ্রদ্ধা ও দয়ার এক মিশ্র অনুভূতিতে ওর মন ভরে উঠল।

মাথার ওপর গভীর রাতের বিনিদ্রতায় একটি প্রজাপতি নগ্ন বৈদ্যুতিক বাল্বের সাথে ভালবাসায় উন্মত্ত হয়ে উঠল।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এগার

এমন একদিনও যায় না যেদিন কোনো-না-কোনো নতুন অতিথিকে অভ্যর্থনা জানিয়ে গোরস্তান আপন করে না-নেয়। কী, মনে হয় বদ্ধ দরজার পেছনে গুটিসুটি মেরে বসে থাকা মৃত্যুর এই অন্তহীন যাত্রা অবলোকন করা ছাড়া আর যেন কিছুই করণীয় নেই। শোক-সন্তপ্ত লোকেরা অবশ্য সহানুভূতির দাবিদার। জটলা বেঁধে কাঁদতে-কাঁদতে তারা এখানে আসে এবং চোখ মুছে কথা বলতে বলতে ফিরে যায়। মনে হয় যেন এখানে থাকার সময় মৃত্যুর চেয়ে অধিকতর ক্ষমতাশালী কোনো শক্তি তাদেরকে বেঁচে থাকার কথা বুঝিয়ে দিয়েছে।

অমনি করে তোমার বাপ-মাকেও একদিন কবর দেয়া হয়েছিল। ছাত্রাবাসের দয়ালু-চিত্ত কেয়ারটেকার তোমার বাবা আমম্ মাহ্‌রান কঠিন কিন্তু সৎ ও সন্তোষ-জনক জীবনযাপন করে মধ্য বয়সে মারা যায়। বাল্যকাল থেকেই তুমি তার কাজে সাহায্য করতে। তাদের চরম সাদাসিধে, এমনকি দারিদ্র্য জর্জরিত, জীবনেও দিনের কাজ শেষে ছাত্রাবাসের প্রবেশদ্বারে নিচতলায় তাদের বাসায় এক সঙ্গে বসা তারা উপভোগ করত, বাপ-মা যখন গল্প-গুজব করত তাদের সন্তান তখন খেলত। বাবার সততাই তাকে শান্তি দিয়েছিল এবং ছাত্ররাও তাকে শ্রদ্ধা করত। শেখ আলী আল-জুনায়েদীর বাড়িতে তীর্থযাত্রার মতো যাওয়াই ছিল তার একমাত্র উপভোগ্য ঘটনা এবং তোমার বাবার মাধ্যমেই তুমি ঐ বাড়িটি চিনেছিলে।

"আমার সঙ্গে এসো," সে বলত, "তাহলেই আমি দেখিয়ে দেব যে মাঠে খেলাধুলা করার চেয়ে কেমন করে বেশি মজা পাওয়া যায়। জীবন কত মধুর হতে পারে দেখবে, পূতপবিত্র বাতাবরণ কেমন বুঝতে পারবে। জীবনে সর্বোত্তম যে জিনিস মানুষ অর্জন করতে পারে সেই প্রশান্তি ও পরিপূর্ণতার একটি অনুভূতি তুমি সেখানে পাবে।"

তার সুমিষ্ট ও দয়ার্দ্র দৃষ্টি দিয়ে শেখ তোমাকে অভ্যর্থনা জানাত। এবং তার সুন্দর সাদা দাড়ি দেখে তুমি কী রকম বিমোহিত হয়ে যেতে!" তো যার কথা বলতে এই হচ্ছে তোমার সেই ছেলে," সে তোমার বাবাকে বলেছিল। "ওর দৃষ্টিতে অনেক বুদ্ধিমত্তার ছাপ। তোমার হৃদয়ের মতোই ওর হৃদয় নিষ্কলুষ। তুমি দেখো, আল্লাহর ইচ্ছায় ও একজন সত্যিকারের ভালো মানুষ হয়ে উঠবে।" তার মুখমণ্ডলের পবিত্রতা ও দৃষ্টির ভালবাসায় আকৃষ্ট হয়ে তুমি তার সত্যিকার পূজারি হয়ে উঠেছিলে। এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার ভালবাসায় তোমার হৃদয় শুচিস্নিগ্ধ হওয়ার আগেই তার সঙ্গীত ও তেলাওয়াত তোমাকে অশেষ আনন্দ দিয়েছিল।

"তার কর্তব্য কাজ কী করা উচিত এই ছেলেটিকে বলে দিন," একদিন তোমার বাবা শেখ সাহেবকে বলল।

তোমার দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে শেখ বলল, "দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত আমরা শিখেই যাই, কিন্তু অন্তত এখন থেকে, সায়ীদ, নিজের কার্যকলাপের একটা হিসেব রাখার চেষ্টা করো এবং এ-ব্যাপারে নিশ্চিত হও যে, যে-কোনো কাজই তুমি শুরু করো না কেন তা যেন কারো না-কারো কোনো উপকারে অবশ্যই লাগে।"

হ্যাঁ, তুমি তার উপদেশ যতটা সুন্দরভাবে সম্ভব ততটা সুন্দরভাবেই নিশ্চয় মেনে চলার চেষ্টা করেছ, যদিও সিঁদ কেটে চুরি শুরু করার মধ্য দিয়ে তুমি তা ষোলকলায় পূর্ণ করে তুলেছ।

স্বপ্নের মতো দিন কেটে যাচ্ছিল। এবং তারপর তোমার ভালো মানুষ বাবা একদিন হঠাৎ করেই নিরুদ্দেশ হল, একেবারে লাপাত্তা—ঘটনার অসম্ভাব্যতা ও আকস্মিকতা একটি বালকের বুদ্ধি-শক্তির সম্পূর্ণ বাইরে এবং এমনকি শেখ আলীও যেন একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে গেল। ছাত্রাবাসের প্রবেশদ্বারের সেই ছোট্ট কক্ষে সেদিন সকালে তোমার মায়ের চিৎকার ও চোখের জলে সজাগ হয়ে ঘুম তাড়াবার জন্য মাথা নেড়ে, চোখ কচলাতে কচলাতে তুমি যে কী প্রচণ্ড আঘাত অনুভব করছিলে! তুমি ভীতি ও অসহায়ত্বের হতাশায় কেঁদেছিলে। যা হোক, সেদিন সন্ধ্যায় তখন আইন কলেজের ছাত্র রউফ ইলওয়ান দেখিয়েছিল সে কতটা সক্ষম। হ্যাঁ, যে-কোনো পরিস্থিতিতেই মনে দাগ কাটার মতো লোক সে ছিল এবং তুমি তাকে শেখ আলীর সমান, সম্ভবত তারও চেয়ে বেশি ভালবাসতে। পরে সে-ই তোমাকে—অথবা সঠিক বলতে গেলে তোমাকে ও তোমার মাকে— তোমার বাবার কেয়ারটেকারগিরির কাজটি পাইয়ে দেবার জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছিল। হ্যাঁ, অল্প বয়সেই তুমি দায়িত্ব কাঁধে নিয়েছিলে।

এবং তারপর মারা গেল তোমার মা। মায়ের অসুস্থতার সময় তুমি নিজেই প্রায় মারা যেতে বসেছিলে। রউফ ইলওয়ানের নিশ্চয়ই সেই অবিস্মরণীয় দিনটির কথা মনে আছে যেদিন হঠাৎ করেই তোমার মায়ের রক্তক্ষরণ শুরু হলে তড়িঘড়ি তুমি তাকে নিকটস্থ সাব্বির হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলে। সে এক এলাহি কাণ্ড! অত্যন্ত সুন্দর পরিবেশে এক দুর্গের মতো দাঁড়িয়েছিল সাব্বির হাসপাতাল। সেই হাসপাতালের প্রবেশপথের মুখেই এক বিলাসবহুল— এমন বিলাসবহুল কোনোকিছু সম্ভব তা তুমি কোনোদিন কল্পনাই করতে পারোনি— তুমি মাকে নিয়ে গিয়ে দাঁড়ালে। সমস্ত জায়গাটাই অবক্সুসুলভ, এমনকি শত্রুভাবাপন্ন মনে হচ্ছিল, কিন্তু তোমার তখন সাহায্যের, অতি জরুরি ভিত্তিতে সাহায্যের একান্ত প্রয়োজন ছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খুব বিখ্যাত নামকরা ডাক্তার সাহেব কোনো একটি কামরা থেকে বেরিয়ে এলে সবাই ফিসফিস করে তার নাম উচ্চারণ করতে লাগল এবং তুমি তোমার ঘরোয়া পোশাক ও স্যান্ডেল পায়ে "আমার মা! রক্ত!" বলে চিৎকার করতে করতে তার দিকে ছুটে গেলে।

লোকটি তোমার ওপর কাঁচের মতো স্বচ্ছ ও শীতল এবং অননুমোদক দৃষ্টি নিবদ্ধ করল এবং তারপর একটি নরম কোচের ওপর তার মলিন বেশভূষা নিয়ে তোমার মা যেখানে সটান পড়েছিল সেদিকে দৃষ্টি ফেরাল। ঐ কোচটির পাশে একজন বিদেশী নার্স দাঁড়িয়ে অবস্থাটা পর্যবেক্ষণ করছিল। তারপর একটি শব্দ উচ্চারণ না করে ডাক্তার সাহেব অদৃশ্য হয়ে গেল। তোমার কাছে দুর্বোধ্য এক বিদেশী ভাষায় নার্সটি খানিকক্ষণ ফুটফাট করল, যদিও তুমি অনুভব করতে পেরেছিলে যে তোমার ট্র্যাজেডিতে সে সহানুভূতি প্রকাশ করেছিল। সেই মুহূর্তে, তুলনামূলকভাবে অল্পবয়সী হওয়া স্বত্ত্বেও, এক পূর্ণবয়স্কের মতো প্রচণ্ড রাগে ফেটে পড়ে তীব্র প্রতিবাদ, গালাগালি ও চেঁচামেচি করে একটি চেয়ার উঠিয়ে এত জোরে মেঝের ওপর ছুঁড়ে মেরেছিলে যে তা টুকরো-টুকরো হয়ে গিয়েছিল। একদল পেয়াদা-চাপরাশী, চাকর-বাকর ছুটে এল এবং চোখের নিমিষে মা-সহ তুমি নিজেকে দেখতে পেলে একদম বাইরে, দুপাশে গাছ শোভিত একটা রাস্তার ওপর। এক মাস পর তোমার মা কাস্‌র আল আইশি হাসপাতালে মারা গেল।

মরণাপন্ন অবস্থায় যতদিন বিছানায় পড়েছিল তোমার হাত নিজের মুঠোর মধ্যে ধরে অনবরত তোমার মুখের দিকে চেয়ে থাকত সে। তোমার অসুস্থতার সেই প্রলম্বিত মাসটিতেই তুমি প্রথম চুরি করেছিলে—ছাত্রাবাসে গ্রাম-থেকে-আসা সেই ছেলেটির কাছ থেকে, যে কোনোরকম কোনো খোঁজখবর না নিয়েই তোমাকে ধরে বেদম মার শুরু করে দিয়েছিল; রউফ ইলওয়ান সেখানে উপস্থিত হয়ে তোমাকে ছাড়িয়ে দিল এবং কোনো জটিলতা ছাড়াই ঘটনাটার একটা মীমাংসা করে ফেলল। তখন তুমি একজন সত্যিকার মানুষ ছিলে, রউফ, এবং তুমি আমার ওস্তাদও ছিলে।

তোমার সাথে একাকী হলে রউফ প্রশান্তভাবে বলল, "এ নিয়ে আর মন খারাপ করো না। আসলে এ চুরিকে আমি সম্পূর্ণ ন্যায্য মনে করি। দেখবে, পুলিশ তোমার ওপর নজর রাখছে এবং জজও তোমার প্রতি নরম হবে না," এর সাথে তীব্র শ্লেষ সহকারে আরো ভয়ানকভাবে যোগ করল, "তাতে তোমার উদ্দেশ্য যতই সহজবোধ্য হোক, কারণ এর দ্বারা সে নিজেকেও রক্ষা করছে। এই কী সুবিচার নয়," সে চিৎকার করে উঠল, "চুরি করে যা নিয়ে যাওয়া হয় চুরির মাধ্যমেই আবার তা উদ্ধার করা উচিত? বাড়িঘর, পরিবার-পরিজন থেকে দূরে প্রত্যহ ক্ষুধা ও বঞ্চনার যন্ত্রণায় ভোগে-ভোগে এই যে আমি এখানে পড়াশুনা করছি, দেখো আমাকে!"

তোমার সেই সমস্ত মহৎ নীতি বাক্য এখন কোথায় গেল, রউফ? আমার বাবা-মার মতো নিঃসন্দেহে মৃত এবং আমার স্ত্রীর সতীত্বের মতো।

ছাত্রাবাস ছেড়ে অন্য কোথাও আশ্রয় গ্রহণ করা ছাড়া তখন তোমার গত্যন্তর ছিল না। সুতরাং, সবুজ চত্বরের শেষ মাথায় সেই নিঃসঙ্গ খেজুরগাছটির নিচে তুমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একাকী দাঁড়িয়েছিলে। তারপর নবাইয়া সেখানে এলে, তুমি লাফাতে-লাফাতে তার কাছে ছুটে গিয়ে বললে, "ঘাবড়িও না। আমি তোমার সাথে কথা বলব। ভালো একটা চাকরির আশায় এখানটা ছেড়ে যাচ্ছি। তোমাকে আমি ভালবাসি। আমাকে কোনোদিন ভুলে যেও না। আমি তোমাকে ভালবাসি এবং চিরদিনই বাসব। আমি প্রমাণ করে ছাড়ব যে, ভদ্র ঘরে স্থিত করে আমি তোমাকে সুখী করতে পারি।" হ্যাঁ, ছিল সে এক সময় যখন দুরবস্থার মাঝেও আশা জীবনের ফুল ফুটিয়ে তুলতে পারত।

বিষণ্ন অন্ধকারে আবৃত বাইরের হে কবরশ্রেণী, আমার স্মৃতিচারণ নিয়ে ঠাট্টা করো না!

আঁধার ঘরে সোফায় সোজা হয়ে উঠে বসে, রউফ ইলওয়ান যেন তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে এমনিভাবে তাকে উদ্দেশ্য করে কথা বলতে লাগল। "বদমাশ, তোমার কাগজে লেখালেখির একটা কাজ আমাকে দিতে তোমার রাজি হওয়া উচিত ছিল। আমাদের উভয়ের স্মৃতিচারণ সেখানে আমি করতাম, যে মিথ্যা আলোর আভায় তুমি উজ্জ্বল হয়ে বসে আছ তা চিরদিনের মতো আমি বন্ধ করে দিতাম।" এরপর সে সশব্দ ভাবনা শুরু করল: "একেবারে সেই ভোর-ভোর সময় নূর ফিরে আসা পর্যন্ত এই অন্ধকারে একা-একা আমি কাটাব কী করে?"

বাড়ি থেকে বাইরে বেরিয়ে অন্ধকারের মধ্যে এক চক্কর ঘুরে আসার এক অপ্রতিরোধ্য বাসনা হঠাৎ করেই তার মনে জেগে উঠল। পুরনো, জীর্ণ পড়ো-পড়ো ভবন যেমন হঠাৎ ঝুপ করে একদিন ধ্বসে পড়ে তেমনি মুহূর্তেকের মধ্যে তার সমস্ত প্রতিরোধ ক্ষমতা একেবারে উবে গেল। অল্প সময়ের মধ্যেই সে পায়ে-পায়ে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এল। শারীয়া মাসানির দিকে রওয়ানা দিয়ে সেখান থেকে মোড় ঘুরে উন্মুক্ত বিরানভূমির দিকে চলে গেল।

গোপন আস্তানা ছেড়ে বেরিয়ে এসে সে আরো বেশি সচেতন হয়ে উঠল যে, পুলিশ তাঁকে খুঁজছে। ইঁদুর ও শিয়াল কেমন করে সব সময় পালিয়ে-পালিয়ে বেড়ায় এখন সে বুঝতে পারছে। অন্ধকারে একাকী হয়ে দূরে তার জন্য ওত পেতে থাকা শহরের জ্বলজ্বলে আলো সে দেখতে পেল। দুঃসহ একাকীত্বের বেদনাদায়ক অনুভূতি ঢকঢক করে আকণ্ঠ পান করে মাতোয়ারা হয়ে সে হাঁটা শুরু করল এবং শেষমেশ কফিহাউসে টারজানের পার্শ্ববর্তী সেই পুরনো আসনে বসার মধ্য দিয়ে তা শেষ হল। পরিচারক ছাড়া ভেতরে তখন শুধু একজন অস্ত্র চোরাকারবারী ছিল, যদিও বাইরে, খানিকটা নিচের দিকে, পাহাড়ের পাদদেশে, লোকজনের কথাবার্তার শব্দ শোনা যাচ্ছিল।

বেয়ারা শিগগির এক পেয়ালা চা এনে তার সামনে রাখলে টারজান তার দিকে ঝুঁকে কিছুটা ঘনিষ্ঠ হয়ে এল। "একই জায়গায় কখনো একরাতের বেশি সময় থেকো না," ফিসফিস করে সে বলল।

চোরাচালানী এই সঙ্গে তার উপদেশ যোগ করল। "নীল নদের পার ধরে-ধরে উপরের দিকে এগিয়ে যাও।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"কিন্তু ওদিকে তো কাউকে আমি চিনি না," সায়ীদ আপত্তি তুলল।

"হয়েছে কী জানো," চোরাচালানী বলে গেল, "অনেক লোককেই আমি তোমার সম্পর্কে সপ্রশংস আলাপ করতে শুনেছি।"

"আর পুলিশ?" স্বরে ঝাঁঝ মিলিয়ে টারজান বলল। "তারাও কী ওকে প্রশংসা করে নাকি?"

সমস্ত শরীর কাঁপিয়ে চোরাচালানী এমন জোরে হেসে উঠল যে মনে হল সে জোরে ধাবমান কোনো উটের ওপর সওয়ার হয়ে বসে আছে। অবশেষে অনেক কষ্টে দম ফিরিয়ে সে বলল, "কোনো কিছুতেই পুলিশের মনে দাগ কাটে না।"

"একেবারে কোনো কিছুতেই না," সায়ীদ সম্মতি জানাল।

"কিন্তু যাই হোক, ধনীদের কাছ থেকে চুরি করার দোষটা কোথায়?" বেশ অনুভূতি সহকারে বেয়ারাটি জিজ্ঞেস করল।

তার সম্মানে আয়োজিত কোনো গণসংবর্ধনা অনুষ্ঠানে তাকে প্রশংসা করা হচ্ছে এমনভাবে সায়ীদের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। "হ্যাঁ," সে বলল।

"কিন্তু ফাঁসির দড়ির চেয়েও খবর-কাগজের জিহ্বা অনেক লম্বা। এবং পুলিশ যদি প্রচণ্ডভাবে অপছন্দ করে তাহলে সাধারণ পছন্দ করলেই বা তাতে কী লাভ?"

টারজান হঠাৎ উঠে জানালার কাছে গিয়ে বাইরে গলা বাড়িয়ে ডানে-বাঁয়ে চোখ বুলিয়ে নিয়ে আবার ফিরে এসে বসল। "মনে হল জানালা দিয়ে একটা মুখ আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে," সে রিপোর্ট করল, স্পষ্টতই উদ্বিগ্ন।

দরজা ও জানালার মধ্যে দৃষ্টি ঘুরাতে ঘুরাতে সায়ীদের চোখ চকচক করে উঠল এবং ভালো করে অনুসন্ধান করার জন্য বেয়ারা বাইরে চলে গেল।

"যা নেই তা দেখতে তুমি সব সময়ই পটু," চোরাচালানীটি বলল।

ক্ষিপ্ত হয়ে চেঁচিয়ে টারজান ওকে বলল, "তুমি চুপ করবে! ফাঁসির দড়িকে তুমি মনে হয় তামাশা ভাবো!"

সায়ীদ রেস্তোরাঁ ত্যাগ করল। পকেটের রিভলবারের ওপর হাত রেখে উন্মুক্ত প্রান্তরের অন্ধকারে চারদিকে সাবধানী দৃষ্টি ফেলে হাঁটতে-হাঁটতে যে-কোনো রকমের শব্দ বা নড়াচড়ার জন্য সে কান খাড়া করে রাখল। ভীতি, একাকীত্ব ও পুলিশের তাড়া সম্পর্কে তার চেতনাবোধ আরো তীব্র হয়ে উঠল এখন এবং সে বুঝল যে, যদিও তারা নিজেরা সন্ত্রস্ত, তবুও শত্রুদেরকে তার কোনোমতেই খাটো করে দেখলে চলবে না, কারণ তারাও তাকে ধরার জন্য এখন এত ব্যগ্র যে, তাকে লাশ বানিয়ে শুইয়ে না-দেয়া পর্যন্ত তারাও আরামকে হারাম বলে মেনে নিয়েছে।

শারীয়া নাজম-অদ-দীনে নূরের বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছুলে জানালা দিয়ে আলো জ্বলছে দেখতে পেল। রেস্তোরাঁ ত্যাগ করার পর তার মনে এই প্রথমবারের মতো খানিকটা নিরাপত্তাবোধ এল। ওকে শুয়ে থাকতে দেখে সায়ীদের ওকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছা করল, কিন্তু মুখ দেখেই বুঝা যাচ্ছিল যে, নূর অতিমাত্রায় ক্লান্ত। ওর চোখ দুটো টকটকে লাল। স্পষ্টতই, উল্টাপাল্টা একটা কিছু ঘটেছে। সায়ীদ ওর পায়ের কাছে বসে পড়ল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"কী হয়েছে আমাকে দয়া করে বলো, নূর," ও বলল।

"আমি একেবারেই ক্লান্ত," খুব দুর্বল স্বরে সে বলল। "এত বমি হয়েছে যে, মনে হয় আমি নিঃশেষ হয়ে গেছি।"

"মদের কারণে?"

"মদ তো সারা জীবনই খাই," চোখে টলটলায়মান অশ্রু নিয়ে সে বলল।

এই প্রথমবারের মতো তাকে কাঁদতে দেখে সায়ীদ গভীরভাবে আলোড়িত হল। "তাহলে কী কারণে?" সে বলল।

"ওরা আমাকে মারধোর করেছে!"

"কারা, পুলিশ?"

"না, গেঁয়ো ধরনের একদল যুবক, সম্ভবত ছাত্র। বিল পরিশোধ করতে বলায় ঐ অবস্থা করেছে।"

সায়ীদের অন্তর স্পর্শিত হল। "মুখটা ধুয়ে একটু পানি খেয়ে নাও না!" সে বলল।

"একটু পরে। এখন আমি অতিশয় ক্লান্ত।"

"কুত্তার দল!" ওর পায়ে আলতোভাবে হাত বুলাতে-বুলাতে সায়ীদ দাঁতে দাঁত চেপে উচ্চারণ করল।

"তোমার উর্দির কাপড়," অন্য সোফাটির দিকে আঙুল দিয়ে একটি মোড়ক দেখিয়ে নূর বলল। হাত দিয়ে স্নেহ ও কৃতজ্ঞতাপূর্ণ একটি ভঙ্গি করে সায়ীদ চুপ করে রইল।

"আজ রাতে আমাকে আর তেমন আকর্ষণীয় মনে হবে না," প্রায় যেন মাফ চাওয়ার ভঙ্গিতে নূর বলল।

"সেটা তোমার দোষ নয়। মুখটা একটু ধুয়ে এসে খানিকটা ঘুমিয়ে নাও।"

গোরস্তানের ঐদিকে দূরে কুকুর ডেকে উঠল আর একটি সশব্দ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ল নূর। "এবং সে বলেছিল, 'তোমার এমন সুন্দর ভবিষ্যৎ!'" সে দুঃখের সাথে বিড়বিড় করল।

"কে?"

"এক জ্যোতিষী। সে বলেছিল নিরাপত্তা, মনের শান্তি এসব থাকবে।" জানালার বাইরে স্তূপীকৃত অন্ধকারের দিকে দৃষ্টি মেলে দিয়ে সায়ীদ বসে থাকল এবং নূর বলে চলল, "সেসব কবে হবে? এত দীর্ঘ, নিষ্ফল প্রতীক্ষা! বয়সে আমার চেয়ে সামান্য কিছু বড় আমার এক বান্ধবী আছে। সে সব সময়ই বলে যে, আমরা শেষমেশ হাড্ডিতে পরিণত হব, অথবা তারও চেয়ে খারাপ কিছু, যার কারণে কুকুরও আমাদেরকে অপছন্দ করবে।" কবর থেকে যেন ওর কণ্ঠস্বর উঠে আসছিল এবং সায়ীদকে তা এত বিমর্ষ করে দিল যে উত্তরে বলার মতো কোনো কিছু সে খোঁজ করে পেল না। "কী জ্যোতিষীরে!" নূর বলল। "এরা কখন সত্য বলা শুরু করবে? নিরাপত্তা কোথায়? আমি শুধু নিশ্চিত নিরাপত্তায় ঘুমুতে চাই, সুন্দর অনুভূতি নিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জেগে উঠতে চাই এবং একটু শান্ত, আনন্দঘন সময় চাই। এটা কী এতই অসম্ভব– সপ্ত আসমানের সৃষ্টিকর্তার কাছে?"

তুমিও এমনি এক জীবনের স্বপ্ন দেখতে কিন্তু তার সবই ব্যয়িত হয়েছে ড্রেনপাইপ বেয়ে, ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ায়, কিংবা অন্ধকারে তাড়া খেয়ে লক্ষ্যভ্রষ্ট গুলি ছুঁড়ে নিরাপরাধ মানুষকে হত্যা করায়।

"তোমার একটু ঘুমানো দরকার," সম্পূর্ণ বিমর্ষ সায়ীদ নূরকে বলল।

"আমার যা দরকার তা একটি প্রতিশ্রুতি," সে বলল। "জ্যোতিষীর কাছ থেকে একটি প্রতিশ্রুতি। এবং সেই দিন আসবে।"

"তুমি আমার সাথে বাচ্চাদের সঙ্গে যেমন করো তেমন ব্যবহার করছ," রাগান্বিত হয়ে নূর বলল।

"কখ্খনো না।"

"সেই দিন সত্যিই একদিন আসবে!"

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বার

নতুন উর্দিতে শরীর গলিয়ে টেনেটুনে ঠিকঠাক করে শেষ বোতামটি আঁটা পর্যন্ত নূর ওর দিকে বিস্মিত আনন্দে একটানা চেয়ে থাকল। তারপর, দুয়েক মুহূর্ত বাদে নূর বলল, "এবার একটু চিন্তা-ভাবনা করো। তোমাকে আবার হারানোর ক্ষতি আমি সহ্য করতে পারব না।"

"আইডিয়াটা ভালোই ছিল," তার হাতের কাজ দেখিয়ে আয়নায় নিজের চেহারা দেখতে-দেখতে সায়ীদ বলল। "মনে হয়, ক্যাপ্টেনের পদমর্যাদা নিয়েই আমার সন্তুষ্ট থাকা উচিত!"

যা হোক, পরদিন সন্ধ্যা নাগাদ নূর অবশ্য সায়ীদের সাম্প্রতিক নাটকীয় অভিযানগুলো সম্পর্কে সবই জেনে ফেলল এবং তার অন্যতম সাময়িক পুরুষসঙ্গীর আনা একটা সাপ্তাহিকীতে ওর ছবিও দেখেছে। সায়ীদের সামনে সে একেবারে ভেঙে পড়ল। "তুমি মানুষ খুন করেছ!" হতাশার কান্নার মধ্যে সে কোনোরকম শব্দগুলো বের করল। "কী ভয়ানক! তোমাকে কী আমি নিষেধ করিনি?"

"কিন্তু আমাদের সাক্ষাতের আগেই এ ঘটনা ঘটে গেছে," ওকে আদর করতে-করতে সায়ীদ বলল।

অন্য দিকে চেয়ে থাকল নূর। "তুমি আমাকে একটুও ভালবাসো না," খুব আস্তে বলল সে। "সে আমি জানি। কিন্তু ভালবাসা শুরু করতে তোমার যতদিন সময় লাগত অন্তত ততদিন পর্যন্ত আমরা একসঙ্গে থাকতে পারতাম!"

"কিন্তু তা আমরা এখনো করতে পারি।"

"তুমি যখন মানুষ খুন করেছ তখন আর তাতে লাভ কী?" প্রায় কাঁদতে-কাঁদতে সে বলল।

"আমরা একসঙ্গে পালিয়ে তো যেতে পারি," আশ্বস্তকারী একটু হাসি ঠোঁটের আগায় ঝুলিয়ে-ঝুলিয়ে সায়ীদ বলল। "সেটা অনেক সহজ।"

"তাহলে আমরা আর কীসের জন্য অপেক্ষা করছি?"

"ঝড়টা একটু থামার জন্য।"

হতাশায় নূর মেঝেতে পা আছড়াল। "কিন্তু আমি তো শুনেছি কায়রো থেকে বেরোবার সমস্ত রাস্তায় সেনা-টহল বসানো হয়েছে, তুমিই যেন সর্বকালের সর্বপ্রথম হত্যাকারী!"

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খবর-কাগজগুলো! সায়ীদ ভাবল। গোপন যুদ্ধের এসবই অংশবিশেষ। কিন্তু অনুভূতি গোপন করে নূরকে শুধু সে বাইরের প্রশান্ত ভাবটি দেখাল। "তুমি দেখে নিও। যখন সিদ্ধান্ত নেব তখন ঠিকই বেরিয়ে যাব।" সে বলল। হঠাৎ রাগের ভান করে, নূরের চুলের মুঠি ধরে দাঁতে-দাঁত ঘষে সে বলল : "এখনো কী জানো না সায়ীদ মাহরান কে? সমস্ত কাগজ তার কথা বলছে! এখনো তুমি তার কথায় বিশ্বাস করো না? আমার কথা শোনো; আমরা চিরকাল একসঙ্গে থাকব। এবং দেখবে যে জ্যোতিষী তোমাকে যা বলেছিল তা ঠিকই ফলেছে!"

একাকীত্ব থেকে পালিয়ে এবং খবরের আশায় পরদিন সন্ধ্যায় আবার সে গুটিগুটি পায়ে এসে টারজানের রেস্তোরাঁয় উপস্থিত হল, কিন্তু দরজার কাছে তার মুখ দেখা যেতে-না-যেতেই টারজান প্রায় ছুটে এসে তাকে টেনে বাইরের দিকে বেশ খানিকটা দূরে খোলা জায়গায় নিয়ে গেল। "আমার ওপর তুমি রাগ করো না," সে ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে বলল। "এমনকি আমার রেস্তোরাঁও তোমার পক্ষে আর নিরাপদ নয়।"

"কিন্তু আমি তো ভেবেছিলাম ঝড় এতক্ষণে থেমে গেছে," সায়ীদ বলল, অন্ধকার তার উদ্বেগ ঢেকে রাখল।

"না। সময় যত যাচ্ছে অবস্থা ততই খারাপ হচ্ছে। খবর-কাগজগুলোর জন্যই এই ব্যবস্থা। আত্মগোপন করো। কিন্তু কিছুদিনের জন্য কায়রো ত্যাগের আশা ছেড়ে দাও।"

"কাগজগুলোর সায়ীদ মাহরানের কথা নিয়ে পড়ে থাকা ছাড়া আর কী কোনো কাজ নেই?"

"তোমার অতীতের অভিযানগুলো নিয়ে ওরা প্রত্যেকের কাছেই এত গোলমাল, চেঁচামেচি করেছে যে, এই এলাকার সমস্ত সরকারি শক্তিকে তোমার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলেছে।" যাবার জন্য সায়ীদ উঠে দাঁড়াল। "আবার আমরা দেখা করতে পারি– রেস্তোরাঁর বাইরে– তুমি যখনই চাইবে," বিদায় নিতে নিতে টারজান মন্তব্য করল।

নূরের ঘরের সেই একাকীত্ব, সেই অন্ধকার, সুদীর্ঘ অপেক্ষাময় সেই গোপন আস্তানায় ফিরে এল সায়ীদ এবং হঠাৎ করেই আবিষ্কার করল সে গর্জাচ্ছে, "এ তোমারই কাজ, রউফ, এসবের পেছনে রয়েছে তোমারই হাত!" এর মধ্যে রউফের 'আল-যাহরা' বাদে আর সমস্ত কাগজই তার ব্যাপার নিয়ে লেখালেখি বন্ধ করে দিয়েছে। খুঁচিয়ে-খুঁচিয়ে অতীতের কাহিনী বের করতে ঐ কাগজটি এখনো ব্যস্ত, পুলিশকে ক্ষেপিয়ে তোলার চেষ্টায়ও সে একই সময়ে নিবেদিত; তাকে মেরে ফেলার জন্য এই কঠিন পরিশ্রম করে কাগজটি আসলে তাকে জাতীয় বীরের পর্যায়ে টেনে তুলছে। ওর গলায় ফাঁসির দড়ি না-পরানো পর্যন্ত রউফ ইলওয়ান কখ্খনো বিরত হবে না এবং অবদমনের সমস্ত শক্তিই রউফের হাতে; আর সে শক্তি হচ্ছে দেশের আইন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবং তুমি। তোমার শত্রু-ইলীষ সিদ্রা, ঠিকানা অজ্ঞাত, এবং ইস্পাত-প্রাসাদের রউফ ইলওয়ান– এদেরকে মেরে ফেলা ছাড়া তোমার এই বিনষ্ট জীবনের আর কী আদৌ কোনো মূল্য আছে? তোমার শত্রুদেরকে যথোপযুক্ত একটি শিক্ষা দিতেই যদি ব্যর্থ হও তাহলে তোমার জীবনের আর কী অর্থ থাকবে? কুকুরগুলোকে শাস্তি দিতে পৃথিবীর কোনো শক্তিই বাধ সাধবে না! সে কথা ঠিক! কোনো শক্তিই না!

"রউফ ইলওয়ান," সায়ীদ শব্দ করে কাতর অনুনয় জানাল, "সময় মানুষের এত ভয়াবহ পরিবর্তন কেমন করে ঘটায় আমাকে একটু বলো!"

শুধু একজন বিপ্লবী ছাত্রই নয়, বরঞ্চ মূর্তিমান বিপ্লবই যেন ছাত্রের রূপ ধরে আছে। দালানের উঠানে বাবার পায়ের কাছে আমি বসে থাকতাম, তখন তোমার আবেগমথিত কণ্ঠস্বর নিচে নেমে আমার কান দিয়ে ঢুকে ঘুমিয়ে পড়া হৃদয়কে যেন ঘা দিয়ে জাগিয়ে দিত। তুমি কথা বলতে রাজপুত্র ও পাশাদের সম্পর্কে– তোমার কথার যাদু ঐ ভদ্রসন্তানদেরকে আস্তপিস্ত চোরে রূপান্তরিত করত। এবং মুদিরিয়া সড়কে জোব্বাজাব্বাপরা আখ-চিবোনো তোমার লোকজন, যাদেরকে তোমার সমান বলে পরিচয় দিতে, তাদের মধ্যে দৃপ্ত পদক্ষেপে গিয়ে সুউচ্চ জ্বালাময়ী ভাষায় যখন বক্তৃতা দিতে, মনে হত মাঠঘাটের ওপর দিয়ে তা সজোরে প্রবাহিত এবং তার তোড়ে খেজুরগাছগুলো যেন নুয়ে যেত– তা যে দেখেছে সে ভুলতে পারবে না। হ্যাঁ, তোমার মধ্যে অদ্ভুত একটা ক্ষমতা ছিল, যা আমি আর কোথাও এমনকি শেখ আলী আল জুনায়েদীর মধ্যেও দেখিনে।

এমনই ছিলে তুমি, রউফ। আমার বাবা যে আমাকে স্কুলে ভর্তি করিয়েছিল সে কৃতিত্ব কেবল তোমারই প্রাপ্য। আমার একেকটা সাফল্যে তুমি উচ্ছ্বসিত আনন্দে হেসে উঠতে। "এখন দেখছেন?" আমার বাবাকে তুমি বলতে "ও শিক্ষিত হোক আপনি তো তাই-ই চাননি। শুধু ওর চোখ দুটোর দিকে একবার তাকান: অনেক কিছুর ভিত ও একদিন কাঁপিয়ে দেবে!" পড়াশুনা ভালবাসতে তুমিই আমাকে শিখিয়েছিলে। আমি যেন তোমার সমান, এমনিভাবে সবকিছুই তুমি আমার সাথে আলাপ করতে। আমি তোমার অন্যতম শ্রোতামাত্র ছিলাম– সেই একই গাছের তলায় বসে যেখানে আমার প্রেমের ইহিহাসও শুরু হয়েছিল– এবং মহাকাল নিজেও তোমার কথা শুনছিল; "জনগণ! চুরি! পবিত্র আগুন! ধনবান ব্যক্তিরা! ক্ষুধা! সুবিচার!"

যেদিন তোমাকে জেলে নিয়ে গেল আমার চোখে সেদিন তুমি আসমান সমান উঁচু হয়ে উঠলে, তারও চেয়ে বেশি উঁচু হলে সেদিন যেদিন প্রথমবারের মতো চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ায় তুমি রক্ষা করে আমার আত্মসম্মান আমায় ফিরিয়ে দিলে। তারপর সেই সময় যখন দুঃখিত মনে তুমি আমাকে বললে, "বিচ্ছিন্ন চুরির সত্যিই কোনো মানে হয় না; সংগঠন থাকতে হবে।" তারপর থেকে একটানা পড়াশুনা এবং ডাকাতি– কোনোদিন আর বাদ দেইনি। সে সমস্ত লোকদের বাড়িতে ডাকাতি করা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দরকার তাদের নাম তুমিই আমাকে যোগাতে এবং চুরিতেই আমি সম্মান, গৌরব পেলাম। এবং অনেকের প্রতিই আমি খুব উদার ছিলাম, ইলীষ সিদ্রা তাদের অন্যতম।

ঘনায়মান আঁধার-ঘরে রাতে সায়ীদ চেঁচিয়ে উঠল: "তুমি কী সত্যিই সেই একই ব্যক্তি? যে রউফ ইলওয়ান আজ প্রাসাদের মালিক। খবর-কাগজের এই প্রচারাভিযানের পেছনে ধূর্ত শেয়ালটি তুমিই। তুমিও আমাকে খুন করতে চাও, তোমার বিবেক ও অতীতকেও হত্যা করতে চাও। কিন্তু তোমাকে না মেরে আমি মরব না: তুমিই এক নম্বরের বিশ্বাসঘাতক। একদম চিনিই না এমন একটি লোককে হত্যা করার প্রতিশোধে কেউ যদি কাল আমাকে মেরে ফেলে, তাহলে জীবন একেবারেই নিরর্থক-নিষ্ফল হয়ে যাবে। জীবন যদি অর্থব্যঞ্জক করে তুলতে হয়– এবং মরণও– তাহলে তোমাকে স্রেফ মেরে ফেলতেই হবে। পৃথিবীর শয়তানির বিরুদ্ধে আমার ক্রোধের শেষ বহিঃপ্রকাশ। এবং বাইরে জানালার নিচের গোরস্তানে যারা শুয়ে আছে তারা আমাকে সাহায্য করবে। বাকি সমস্ত সমস্যার সমাধানের ভার আমি শেখ আলির হাতে ছেড়ে দেব।"

ফজরের আজান শুরু হলে সে দরজা খোলার শব্দ শুনতে পেল এবং তারপরেই দেখল কাবাব, পানীয়, খবর-কাগজ হাতে নূর এসে উপস্থিত হয়েছে। তাকে বেশ সুখী মনে হল, গত দুদিনে বিষণ্নতা ও অশান্তি দৃশ্যত অনুপস্থিত। এবং ওর উপস্থিতি সায়ীদের নিজেরও ক্লান্তি ও বিমর্ষভাব একদম মুছে দিয়ে জীবনের সমস্ত আনন্দ-উচ্ছ্বাস, ভালবাসা দুহাত ভরে গ্রহণ করার মতো করে তাকে প্রস্তুত করে তুলল। এবং খাদ্য, পানীয় ও সংবাদ। নূর ওকে চুমু খেল এবং প্রথমবারের মতো কৃতজ্ঞতার অনুভূতি নিয়ে সায়ীদও তাতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দিল। এখন ও অনুভব করল যে, যতক্ষণ জীবিত থাকবে ততক্ষণ নূরই ওর জীবনের ঘনিষ্ঠতম মানবী। মনে মনে ও প্রার্থনা করল, নূর যেন কখনো ওকে ছেড়ে না যায়।

যথারীতি একটা বোতলের ছিপি খুলে, গ্লাস বোঝাই করে, ঢকঢক করে এক চুমুকে সায়ীদ শেষ করে ফেলল।

"তুমি একটুও ঘুমোওনি কেন?" ওর ক্লান্ত মুখের খুব কাছে এসে নূর বলল।

খবর-কাগজের পাতা উল্টাতে ব্যস্ত সায়ীদ কোনো উত্তর করল না।

"অন্ধকারের অপেক্ষা করা অত্যাচারের শামিল," ওর জন্য আন্তরিক দুঃখ অনুভব করে নূর বলল।

"বাইরের জগতের খবর কী?" খবর-কাগজ একপাশে ছুঁড়ে দিয়ে সায়ীদ বলল।

"অন্যসব সময়ের মতোই।" গায়ে-পায়ে আটা অন্তর্বাস ছাড়া আর সবকিছু খুলে ফেললে ঘামের সাথে পাউডার মেশানো ঘ্রাণ এসে সায়ীদের নাকে লাগল। "লোকজন তোমার কথা খুব বলছে," ও বলে চলল, "যেন তুমি কল্পকাহিনীর কোনো নায়ক। কিন্তু কী প্রচণ্ড যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে আমাদের যেতে হচ্ছে সে সম্পর্কে ওদের কোনো ধারণাই নেই।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"অধিকাংশ মিশরবাসীই চোরকে ভয়ও করে না অপছন্দও করে না," মাংসের একটা টুকরা কামড়ে ছিঁড়তে ছিঁড়তে সায়ীদ বলল। নীরবে কয়েক মিনিট তারা খেল, তারপর সে যোগ করল: "কিন্তু কুকুরের প্রতি তাদের একটা সহজাত ঘৃণা আছে।"

আঙুলের ডগা চুষতে-চুষতে খানিকটা মুচকি হেসে নূর বলল, "আমি অবশ্য কুকুর পছন্দ করি।"

"সে রকম কুকুরের কথা আমি বলছি না।"

"আমার এই শেষ কুকুরটা মারা যাওয়া পর্যন্ত সব সময়ই বাড়িতে একটা কুকুর থাকত। অনেক কেঁদেছি তার জন্য এবং তখন সিদ্ধান্ত নিয়েছি আর কখনো কুকুর পুষব না।"

"সেই ভালো," সায়ীদ বলল। "ভালবাসা যদি সমস্যা তৈরি করে, তাহলে তা থেকে দূরে থাকা ভালো।"

"তুমি আমাকে বুঝ না। অথবা ভালোও বাসো না।"

"এমনটি হয়ো না গো," অনুনয়ের সুরে সায়ীদ বলল। "তুমি কী দেখতে পাও না বর্তমানে সমস্ত পৃথিবীটা নিষ্ঠুর, যথেষ্ট অন্যায়ে ভরা?"

নূর এতটা পান করল যে সোজা হয়ে বসতে পারছিল না। সে স্বীকার করল তার আসল নাম শালবীয়া। তারপর বালিয়ানার পুরনো দিনের কাহিনী সে বলা শুরু করল, প্রশান্ত প্রতিবেশে তার বাল্যকাল, তার যৌবন এবং কেমন করে বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছে সেসব কাহিনী। "এবং আমার বাবা ছিল উমদা," গর্বের সাথে সে বলল, "গ্রামের মোড়ল।"

"মোড়লের চাকর বুঝাতে চাচ্ছ," নূর ভ্রূকুটি করল, কিন্তু সায়ীদ বলে চলল : "তুমি প্রথমে কিন্তু আমাকে তাই বলেছিলে।"

নূর এত জোরে হো-হো করে হেসে উঠল যে তার দাঁতের ফাঁকে আটকে থাকা তরকারির টুকরা সায়ীদের নজরে পড়ল। "আমি কী সত্যিই তাই বলেছিলাম?" সে বলল।

"হ্যাঁ, এবং সেই কারণেই রউফ ইলওয়ান বিশ্বাসঘাতকে পরিণত হয়েছে"

আগা-মাথা কিছু না বুঝতে পেরে ও সায়ীদের দিকে 'হা' করে তাকিয়ে থাকল। "রউফ ইলওয়ান কে?"

"আমাকে ভাড়িয়ো না," দাঁতে দাঁত চেপে সায়ীদ বলল। "অন্ধকারে একা একা যে মানুষকে দিনের পর দিন অপেক্ষা করতে হয় সে রকম লোক মিথ্যা সহ্য করতে পারে না।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তের

মাঝরাতের খানিকটা পর, পশ্চিমাকাশে চতুর্থী চাঁদের ক্ষীণ আলোয়, বিস্তীর্ণ পতিত প্রান্তরের ওপর দিয়ে আড়াআড়িভাবে সায়ীদ হেঁটে আসতে লাগল। রেস্তোরাঁ থেকে শ'খানেক গজ দূরে থাকতেই হাঁটা থামিয়ে তিনবার শিস দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। তার তখন অনুভব হচ্ছিল যে, যদি সে এখনই আঘাত করতে না পারে তাহলে পাগল হয়ে যাবে; সে আশা করতে লাগল যে শেষমেশ টারজান কোনো সংবাদ নিয়ে আসবে।

আঁধারের ঢেউয়ের মতো টারজান এসে উপস্থিত হলে তারা প্রথমে কোলাকুলি করল এবং তারপর সায়ীদ জিজ্ঞেস করল, "নতুন খবর কী?"

"ওদের একজন শেষ পর্যন্ত এসে হাজির হয়েছে," মোটা টারজান হাঁটার পরিশ্রমে হাঁসফাঁস করতে করতে বলল।

"কে?" ব্যগ্র কণ্ঠে প্রশ্ন করল সায়ীদ।

"বায়াযা," এখনো সায়ীদের হাত ধরা অবস্থায় টারজান বলল, "এবং এখন সে রেস্তোরাঁর মধ্যে বসে দরদাম ঠিক করায় ব্যস্ত।"

"তাহলে আমার প্রতীক্ষা বিফলে যায়নি। তুমি কী জানো কোন পথে সে যাবে।"

"জবল রোড ধরে সে ফিরে যাবে।"

"সত্যি অনেক ধন্যবাদ, বন্ধু।"

সায়ীদ তাড়াতাড়ি সে স্থান ত্যাগ করে চাঁদের ক্ষীণ আলোয় পূর্ব দিকে রওয়ানা হয়ে কূয়ার চারদিকে ছোট ঝোপের মতো জায়গাটিতে এসে উপস্থিত হল। ঝোপের দক্ষিণ দিক দিয়ে চলতে চলতে একেবারে শেষ মাথায় যেখানে বিস্তীর্ণ বালুরাশি আবার শুরু হয়েছে সেখানে এসে সে থামল। এখান থেকে শুরু হয়ে একটি রাস্তা এঁকেবেঁকে পাহাড়ের উপর উঠে গেছে। সেই সন্ধিস্থলে একটি গাছের আড়ালে গুটিসুটি মেরে লুকিয়ে সে অপেক্ষা করতে লাগল।

ঠাণ্ডা বাতাসের একটু প্রশান্ত স্রোত ছোট্ট ঝোপটির মধ্যে ফিসফিসানি তুলে বয়ে যেতে লাগল। স্থানটি পরিত্যক্ত, নির্জন। রিভলবারের বাট শক্ত করে ধরে তার শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বহু প্রতীক্ষিত সাফল্য অর্জনের সুযোগ কতখানি পাওয়া যাবে সে সম্পর্কে সে গভীরভাবে চিন্তা করতে লাগল। এবং তারপর শেষ বিশ্রামস্থল– মৃত্যু আসুক। "ইলীষ সিদ্রা," সে সজোরে বলে উঠল, "এবং তারপর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রউফ ইলওয়ান। দুজনকে একই রাত্রে সাবাড় করতে হবে। তারপর, যা হবার হোক।" নির্জন ঝোপের মধ্যে তার এই সশব্দ উচ্চারণ প্রশান্ত মলয়স্নাত গাছগুলোই শুধু শুনতে পেল।

"চাপা উত্তেজনা আর অধৈর্য নিয়ে ঝোপের প্রান্তে তাকে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। কারণ, অল্প সময়ের মধ্যেই রেস্তোরাঁর দিক থেকে অন্ধকারে একটি ছায়ামূর্তি তাড়াহুড়ো করে সে যেখানে লুকিয়ে সেদিকেই আসতে লাগল। রাস্তার মাথা থেকে লোকটি মাত্র দু-এক গজ দূরে থাকতে সায়ীদ এক লাফে ঝোপের বাইরে এসে তার দিকে রিভলবার তাক করে ধরল।

"আর এক পাও নড়বে না।" সে চিৎকার করে বলে উঠল।

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়ার মতো লোকটা ঠায় দাঁড়িয়ে পড়ল এবং হতবাক হয়ে সায়ীদের দিকে তাকিয়ে থাকল।

"বায়াযা, আমি জানি তুমি কোথায় ছিলে, কী করছিলে এবং তোমার সঙ্গে এখন কত টাকা আছে।"

ফোঁস ফোঁস করে লোকটির শ্বাসপ্রশ্বাস পড়তে লাগল এবং তার বাহু একটু সামান্য, ইতস্তত নড়ে সামান্য চিলকে উঠল। "আমার ছেলে-মেয়েদের জন্য এই টাকা ক'টি," সে হাঁফাতে হাঁফাতে বলল।

সায়ীদ এত জোরে ওর মুখের ওপর থাপ্পড় মারল যে সে চোখে শর্ষে ফুল দেখতে লাগল। "বায়াযা, কুত্তা, তুই এখনো আমাকে ঠিক চিনতে পারিসনি!"

"কে তুমি? গলার স্বর মনে হয় চিনি, কিন্তু আমি তো বিশ্বাস করতে পারি না..." বায়াযা বলল এবং তারপর চিৎকার করে উঠল, "সায়ীদ মাহরান!"

"একটু নড়বে না! এক পা নড়েছ কী নির্ঘাৎ মৃত্যু।"

"তুমি আমাকে মারবে? কেন? আমাদের মধ্যে শত্রুতার তো কোনোই কারণ নেই।"

"কারণ একটা তো এই," হাত বাড়িয়ে দিয়ে লোকটির কাপড়চোপড়ের মধ্য দিয়ে ভারী মানিব্যাগ বের করে তা খুলে ফেলে দাঁতে দাঁত চেপে সায়ীদ বলল।

"কিন্তু ও তো আমার টাকা। আমি তো তোমার শত্রু নই।"

"চুপ করো। যা আমি চাই তা সব এখনো পাইনি।"

"কিন্তু আমরা তো পুরনো বন্ধু। সেটা তোমার মানা উচিত।"

"যদি বাঁচতে চাস্, তাহলে ইলীষ সিদ্রা কোথায় বল্।"

"আমি জানি না," বায়াযা বেশ জোরের সাথে উত্তর করল। "কেউই জানে না।"

সায়ীদ আবার তাকে থাপ্পড় মারল, এবারে আগের চেয়েও জোরে, "সে কোথায় আমাকে যদি না বলিস, তাহলে তোকে মেরেই ফেলব," সে চিৎকার করে উঠল। "এবং সত্য কথা যতক্ষণ পর্যন্ত না বলবি ততক্ষণ পর্যন্ত এক পয়সাও ফেরত পাবি না।"

"আমি জানি না। দোহাই আল্লাহর, আমি জানি না," বায়াযা ফিসফিসিয়ে বলল।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"মিথ্যাবাদী।"

"তুমি যেভাবে কসম খেয়ে আমাকে বলতে বলো আমি সেভাবেই বলতে রাজি আছি!"

"তুই কী বলতে চাস পানিতে লবণ গোলার মতো সে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে?"

"আমি সত্যিই জানি না। কেউ জানে না। তুমি তার ওখানে যাওয়ার পরপরই সে তোমার ভয়ে অন্য জায়গায় চলে গেছে। আমি সত্যি কথা বলছি। সে রদ আল-ফারাগে গেছে!"

"তার ঠিকানা কী?"

"একটু থাম, সায়ীদ," ও অনুনয় জানাল। "এবং শাবান হোসেইনের খুনের পর সে তার পরিবার আবার কোথায় সরিয়ে নিয়ে গেছে। কোথায় যাচ্ছে কাউকেই সে বলে যায়নি। সে, তার স্ত্রী উভয়েই সাংঘাতিক ঘাবড়ে গেছে। তাদের সম্পর্কে এর বেশি কেউই আর কিছু জানে না।"

"বায়াযা!"

"আল্লাহর কসম আমি সত্যি বলছি!" সায়ীদ আবার তাকে আঘাত করলে লোকটি ভয় ও ব্যথায় গোঙাতে শুরু করে দিল। "আমাকে কেন মারছ সায়ীদ? জাহান্নামে যাক সিদ্রা; সে কী আমার ভাই না বাপ যে তার জন্য আমাকে মরতে হবে?"

অবশেষে এবং অনিচ্ছাসত্ত্বে সায়ীদ তাকে বিশ্বাস করল এবং তার শত্রুকে কোনোদিন আর খুঁজে পাওয়ার আশা পরিত্যাগ করতে শুরু করল। সে যদি খুন-মামলার আসামী না হত, পুলিশ যদি তাকে খুঁজে না বেড়াত তাহলে ধৈর্য সহকারে সেও সঠিক সুযোগের অপেক্ষায় বসে থাকত! কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট তার সেই গুলিটি তার নিজের তীব্রতম আকাঙ্ক্ষার হৃদয় বিদ্ধ করে দিয়ে গেছে।

"তুমি আমার প্রতি অন্যায় করছ," বায়াযা বলল। সায়ীদ কোনো উত্তর করল না দেখে, সে বলে চলল: "আর আমার টাকার কি হবে? আমি তো কোনোদিন তোমার কোনো ক্ষতি করিনি।" সায়ীদ তার মুখের যেখানে আঘাত করেছিল সেখানে হাত বুলাল। "আমার টাকা নিয়ে যাওয়ার তোমার কোনো অধিকার নেই। আমরা তো একই সঙ্গে কাজ করতাম।"

"এবং তুমি সব সময় সিদ্রার চেলা ছিলে।"

"হ্যাঁ, আমি তার বন্ধু ও অংশীদার ছিলাম, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, আমি তোমার শত্রু। তোমার প্রতি যে অন্যায় সে করেছে তাতে আমাদের কোনো হাত ছিল না।"

যুদ্ধ ততক্ষণে শেষ হয়ে গেছে এবং পিছু হটাই ছিল তখন একমাত্র পথ। "তা," সায়ীদ ওকে বলল, "আমার তো কিছু টাকার দরকার।"

"তাহলে তোমার যা ইচ্ছা রেখে দাও।" বায়াযা বলল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাঁচশ' টাকায়ই সায়ীদ সন্তুষ্ট। মুক্তি যেন প্রায় অসম্ভব এমনি একটা ধারণায় একটা ঘোরের মধ্যে আচ্ছন্ন হয়ে লোকটি চলে গেলে সায়ীদ নির্জন মরুভূমির মধ্যে আবার একাকী হয়ে গেল। ক্ষীণ চাঁদের আলো আগের চেয়ে উজ্জ্বলতর এবং ঝোপের মধ্যে ফিসফিসানি অধিকতর উচ্চকিত মনে হল তার কাছে। ইলীষ সিদ্রা তাহলে তার মুঠোর বাইরে গিয়ে, প্রাপ্য শাস্তি এড়িয়ে নিজের হারামি অস্তিত্বকে বাঁচিয়ে নিয়ে শাস্তি না-পাওয়া বিশ্বাসঘাতকদের দলের সংখ্যা বাড়াল। রউফ, যতটুকু আশা এখন আমার বেঁচে আছে তা তোমাকে ঘিরে, আর তা হল এই যে, আমার জীবনত্যাগ তুমি বিফলে যেতে দেবে না।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চোদ্দ

অফিসারের উর্দিপরা সায়ীদ ফ্ল্যাটে ফিরে আবার যখন বেরিয়ে গেল তখন রাত একটা ছাড়িয়ে গেছে। রাস্তার আলো এড়িয়ে এবং নিজেকে খুব সহজ-স্বাভাবিকভাবে হাঁটতে বাধ্য করে সে আব্বাসীয়া সড়কের দিকে রওয়ানা দিল। তারপর একটা ট্যাক্সি নিয়ে, পথে এক বিরক্তিকর সংখ্যক পুলিশ অতিক্রম করে সে গালা ব্রিজের কাছে এল।

পুলের কাছে জেটিতে রাখা ছোট্ট দাঁড়-বাওয়া একটি নৌকা ঘণ্টা দুয়েকের জন্য ভাড়া করে সাততাড়াতাড়ি ঐ নৌকায় করে দক্ষিণে রউফ ইলওয়ানের বাড়ির দিকে রওয়ানা দিল। রাতটি ছিল সুন্দর তারকাময়, মৃদু বাতাস বইছিল, নদীপারের গাছের সারির ওপর নির্মল আকাশে চতুর্থীর চাঁদ তখনো দেখা যাচ্ছিল। উত্তেজিত, শক্তিতে ভরপুর সায়ীদ প্রাণবন্ত কোনো কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রস্তুত বোধ করতে লাগল। ইলীষ সিদ্রার পলায়ন কোনো বিজয় নয়, অন্তত যতক্ষণ পর্যন্ত রউফের ওপর শাস্তির নিষ্ঠুর খড়্গ নেমে আসছে ততক্ষণ পর্যন্ত নয়। কারণ, শেষ বিবেচনায়, রউফই হচ্ছে বিশ্বাসঘাতকতার উচ্চতম মানদণ্ডের মূর্তপ্রতীক এবং ইলীষ সিদ্রা, নবাইয়া এবং পৃথিবীর অন্যান্য সমস্ত বিশ্বাসঘাতকেরা তার কাছ থেকে অনুপ্রেরণা খোঁজ করে।

"এবার হিসাব-নিকাশ মেলাবার সময় এসেছে, রউফ," দাঁড়ে জোরে জোরে টান দিতে দিতে সায়ীদ বলল। "এবং কেবল পুলিশ ছাড়া আর যে কেউ যদি আমাদের মধ্যে বিচারক হিসেবে দাঁড়ায়, তাহলে সবার সামনেই আমি তোমাকে শিক্ষা দিয়ে ছাড়ব। তারা, জনসাধারণেরা, সবাই– আসল ডাকাত ছাড়া আর সমস্ত লোকেরা– আমার পক্ষে এবং আমার চিরন্তন নরকবাসের মধ্যে তাইই আমাকে সান্ত্বনা যোগাবে। আমি আসলে তোমার আত্মা। আমাকে তুমি বলি দিয়েছ। আমার সংগঠনের অভাব, তুমি বলতে। তোমার অনেক কথা তখন যা আমি বুঝতে পারতাম না, এখন তা সম্যক উপলব্ধি করতে পারি। এবং সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক এই যে, লক্ষ লক্ষ মানুষের সমর্থন থাকা সত্ত্বেও আমি ক্রমাগতই নিরানন্দ একাকীত্বের দিকে কোণঠাসা হয়ে পড়ছি। কেউ নেই সাহায্য করার। এ সমস্ত কিছুই নিরর্থক, ক্ষমাহীন অপচয়। কোনো গুলির আঘাতই এর অসামঞ্জস্যকে সুসামঞ্জস্য করতে পারবে না। কিন্তু একটি গুলি হবে সঠিক, একটি রক্তাক্ত প্রতিবাদ, জীবিত ও মৃতদের সান্ত্বনা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেয়ার মতো কোনো একটা কিছু তাদের পক্ষে আশার শেষ সুতাটি ধরে ঝুলে থাকার উপায়।"

বিশাল বাড়িটি সোজা একটা বিন্দুতে এসে তীরের দিকে গলুই ঘুরিয়ে দাঁড় টেনে এসে পারে নৌকা ভিড়াল। লাফ দিয়ে নেমে, টেনে নৌকাটি শুকনো মাটির ওপর এনে রেখে তীর বেয়ে রাস্তায় উঠল সে। সেখানে খানিকটা দম নিয়ে অফিসারের উর্দিতে একটু ঠিকঠাক হয়ে নিয়ে রাস্তা ধরে হাঁটা শুরু করল। রাস্তা মনে হল জনশূন্য, বাড়ির কাছে পৌঁছে পাহারাদারদের কোনো চিহ্ন না দেখে সে একই সঙ্গে খুশি ও রাগান্বিত হল। প্রবেশদ্বারে শুধু একটি বাতি ছাড়া সমস্ত বাড়িটা আঁধারে ঢাকা। এতে বুঝা গেল যে, বাড়ির মালিক এখনো ফেরেনি, দরজা ভেঙে ঢোকার কোনো প্রয়োজন হবে না এবং আরো বেশ কয়েকটি অসুবিধাও এতে দূরীভূত হয়ে গেল।

অনেকটা উদ্দেশ্যহীনভাবে হাঁটার মতো করে বাড়ির বাঁ পাশের রাস্তা ধরে হাঁটতে হাঁটতে এর শেষ মাথায় শারীয়া গীর্জা পর্যন্ত পৌঁছে গেল এবং পুনরায় এসে নদীর তীরে দাঁড়াল। পথিমধ্যে প্রত্যেকটা জিনিস সে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে পরীক্ষা করে নিল। তারপর আরো খানিকটা এগিয়ে গাছের ছায়া-ঘেরা একখণ্ড খালি জমির ওপর এসে দাঁড়াল। গাছের আড়াল থাকায় রাস্তার বাতির আলোও এখানে পড়ে না। এখানে দাঁড়িয়ে চোখের দৃষ্টি একটানা বাড়িটির ওপর নিবু করে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকল, মাঝে মাঝে চোখের ব্যথা দূর করার জন্য নদীর অন্ধকার বুকের ওপর দৃষ্টি ফেরাতে লাগল। রউফের বিশ্বাসঘাতকতা, যে বিশ্বাসঘাতকতা তার জীবনকে চূর্ণ-বিচুর্ণ করে দিয়েছে, যে ধ্বংসের মুখোমুখি এসে সে দাঁড়িয়েছে, যে মৃত্যু এখন তার পথ আগলে দাঁড়িয়েছে, এই সমস্ত জিনিস যা রউফের মৃত্যু একান্ত অনিবার্য করে তুলেছে সেই দিকে তার চিন্তা ধাবিত হতে লাগল। অগ্রসরমাণ প্রতিটি গাড়িই সে রুদ্ধশ্বাসে পর্যবেক্ষণ করতে লাগল।

অবশেষে একটি গাড়ি সদর দরজার সামনে দাঁড়ালে দারোয়ান তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিল। বাড়ির বাঁয়ের রাস্তায় এসে সায়ীদ দাঁড়াল এবং দেয়াল ঘেঁষে এগিয়ে প্রবেশপথের উল্টোদিকে একটা বিন্দুতে এসে চুপ করে দাঁড়িয়ে গেল, ওদিকে গাড়িটি আস্তে আস্তে ভেতরের পথ ধরে সামনে এগোতে লাগল। এবার রিভলবারটি বের করে সায়ীদ বেশ যত্নের সাথে তাক ঠিক করলে গাড়ির দরজা খুলে রউফ ইলওয়ান বেরিয়ে এল।

"রউফ!" সায়ীদ চিৎকার করে উঠল। হতবিস্মিত হয়ে লোকটি চিৎকারের উৎপত্তিস্থলের দিকে চোখ ফেরালে, সায়ীদ আবার চিৎকার ছাড়ল : "এ সায়ীদ মাহরান! ভালো করে লক্ষ্য করো!"

কিন্তু সে গুলি ছোঁড়ার আগেই বাগানের মধ্য থেকে একটি গুলি ছুটে এসে হুশ্‌শ্‌ করে তার শরীরের একদম কাছ দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ায় তার হাত কেঁপে গেল। গুলি ছুঁড়ে বাগানের দিক থেকে আসা গুলির আঘাত এড়াবার জন্য লাফ দিয়ে পাশে শুয়ে পড়ে মাথা উঁচিয়ে মরণাপন্ন আক্রোশে তাক করে আবার গুলি ছুঁড়ল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এসব কিছুই মুহূর্তেকের মধ্যে ঘটে গেল। উন্মাদের মতো অতি তাড়াহুড়া করে আরেকটি গুলি ছুঁড়ে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নদীর কাছে গিয়ে, ঝটপট নৌকা ঠেলে নদীতে নামিয়ে তাতে লাফ দিয়ে উঠে বসে, জোরে জোরে দাড় বেয়ে অপর পারের দিকে চলে গেল। তার ভেতরের গভীর প্রদেশের অজ্ঞাত উৎস থেকে প্রভূত কায়িক শক্তির যোগান এল, কিন্তু তার আবেগ ও চিন্তা যেন ঘূর্ণাবর্তে পড়ে ঘুরপাক খেতে লাগল। গোলাগুলির শব্দ, ঘনায়মান কণ্ঠস্বর এবং শরীর থেকে যেন হঠাৎই সমস্ত শক্তি উধাও এমনি অনুভূতি তার মনে আসছিল। কিন্তু নদী এখানটিতে কম চওড়া থাকায় অল্পতেই সে অপরপাড়ে পৌঁছে গেল। তারপর একলাফে তীরে নেমে নৌকা ঠেলে স্রোতে ভাসিয়ে দিয়ে পকেটে রিভলবার চেপে ধরে রাস্তা ধরে জোরে ছুটতে লাগল।

বিশ্রস্ত মানসিক অবস্থা সত্ত্বেও সে ডানে বাঁয়ে কোনোদিকে না চেয়ে শান্তভাবে সাবধানে এগুতে লাগল। তার পেছনে ছুটে লোকজন নদীর তীরে একেবারে পানির কাছে এসে দাঁড়িয়েছে, পুলের দিক থেকে এলোমেলো চিৎকারের শব্দ, রাতের বাতাস ভেদ করে তীব্র একটি হুইসেল ধ্বনি– এসব সম্পর্কে সম্যক সচেতন হয়ে সে আশঙ্কা করতে লাগল যে, যে-কোনো মুহূর্তে হয়ত কোনো অনুসরণকারী তাকে ধরে ফেলবে এবং তার জন্য যে কোনো ভাঁওতার সাহায্যে বেঁচে যাওয়া কিংবা জীবনের শেষ যুদ্ধ দেবার জন্য প্রস্তুত ছিল। যা হোক, তেমন কোনোকিছু ঘটার আগে সে দেখল যে, তার পাশ দিয়ে একটি ট্যাক্সি চলে যাচ্ছে। ডেকে ট্যাক্সিটি থামিয়ে সে তাতে চড়ে বসল; সীটের সাথে গা হেলিয়ে বসার সাথে সাথে সে যে তীব্র ব্যথা অনুভব করল, পুনরায় নিরাপদ বোধ করার আরামের সাথে তার কোনো তুলনাই হয় না।

পুরোপুরি আঁধারের মধ্যে হামাগুড়ি দিয়ে নূরের ফ্লাটে উর্দি পরা অবস্থায়ই একটা সোফার ওপর সটান হয়ে শুয়ে পড়ল সে। ব্যথাটি ফিরে আসায় হাঁটুর সামান্য ওপরে তার উৎস শনাক্ত করে সেখানে হাত দিতে হাতে ভেজা ভেজা আঠালো কী লাগল এবং ব্যথাটা তীব্রতর মনে হল। কোনো কিছুর সাথে কী ধাক্কা খেয়েছে সে? অথবা দেয়ালের পেছনে থাকার সময় কিংবা দৌড়াবার সময় কী কোনো গুলি লেগেছে? ক্ষতস্থানের চারদিকে আঙুল বুলিয়ে বুলিয়ে সে বুঝতে পারল যে, জায়গাটা সামান্য ছড়ে গেছে; গুলি হলেও শরীরের মধ্যে না ঢুকে চামড়া ছড়ে পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেছে নিশ্চয়ই।

দাঁড়িয়ে উর্দি খুলে ফেলে আঁধারে হাতড়ে সোফার ওপর রাতের পোশাক পেল এবং তখন কাপড় পাল্টাল সে। তারপর হেঁটে ফ্লাটের মধ্যে পা পরীক্ষা করতে করতে তার মনে পড়ল একবার গুলি বেঁধা পা নিয়ে সে কেমন করে শারীয়া মোহাম্মদ আলী দিয়ে দৌড়ে এসেছিল। "কেন, তুমি অলৌকিক ঘটনা ঘটাতে পারো," সে নিজেকে বলল। "তুমি ঠিকই বেঁচে যাবে। সামান্য একটু কফির গুঁড়ো দিলে এই ক্ষত এক্কেবারে ঠিক হয়ে যাবে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু রউফ ইলওয়ানকে সে কী খুন করতে পেরেছে? এবং বাগানের মধ্য থেকে তার দিকে গুলি ছুঁড়ল কে?

আশা করি এবারও আগের মতো কোনো নিরীহ বেচারাকে আঘাত করোনি। এবং রউফ অবশ্যই মারা গেছে নিশ্চয়ই— পাহাড়ের পেছনে মরুভূমির মধ্যে লক্ষ্য ঠিক করে গুলি ছোঁড়ার সময় তুমি যেমন দেখা যেত যে, তোমার গুলি কখনো লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না। হ্যাঁ, এখন তুমি খবর-কাগজের সম্পাদকদের কাছে চিঠি লিখতে পারো: "কেন রউফ ইলওয়ানকে খুন করেছি।" বেঁচে থাকার যে অর্থ হারিয়ে ফেলেছো তাহলে তা আবার ফেরত পাওয়া যাবে। যে গুলি রউফ ইলওয়ানকে হত্যা করেছে একই সময় সে তোমার অপচয় ও ব্যর্থতা বোধেরও অপনোদন করবে। নৈতিকতাবিহীন পৃথিবী মধ্যাকর্ষণবিহীন মহাবিশ্বের মতো। যে মরণের কোনো একটা অর্থ আছে তেমন মরণের চেয়ে বেশি আর কোনো কিছুই আমি চাই না, কোনো কিছুর প্রত্যাশা করি না।

অত্যন্ত শ্রান্ত হয়ে খাবার ও পানীয় নিয়ে নূর ফিরে এল। যথারীতি সায়ীদকে চুমু খেয়ে তার অভ্যর্থনার মিষ্টি হাসি হাসতে গিয়ে সায়ীদের উর্দির প্যান্টের ওপর গিয়ে নূরের চোখ আটকে গেল। প্যাকেটটি সোফার ওপর রেখে, প্যান্ট হাতে তুলে নিয়ে খুলে সায়ীদের দিকে মেলে ধরল।

সায়ীদ প্রথমবারের মতো ব্যাপারটি খেয়াল করল। "সামান্য একটু চোট লেগেছে," ওকে পা দেখিয়ে সায়ীদ বলল। "ট্যাক্সির দরজার সাথে ধাক্কা লেগেছিল।"

"নিশ্চয়ই কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে ঐ উর্দি পরে তুমি বেরিয়েছিলে! তোমার পাগলামির কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। তুমি আমায় উৎকণ্ঠায়ই মেরে ফেলবে!"

"সামান্য একটু কফির গুঁড়ো লাগালে বেলা ওঠার আগেই এই ক্ষত সেরে যাবে।"

"অর্থাৎ, আমার আত্মা ওঠার আগে! তুমি তো আমাকে খুন করে ফেলছ। হায়রে, কখন শেষ হবে এই দুঃস্বপ্ন?"

হঠাৎ কোত্থেকে যেন অনেক শক্তির সরবরাহে বলীয়ান হয়ে ক্ষতস্থানে গুড়ো কফি লাগিয়ে পরিহিত পোশাক থেকে একটি টুকরা ছিঁড়ে তা দিয়ে ভালো করে বেঁধে দিল নূর; কাজ করতে করতে সে তার বদনসীব সম্পর্কে অনবরত অনুযোগ করছিল।

"তুমি গোসল করে আসো না কেন?" সায়ীদ বলল। "তাহলে অনেক ভালো লাগবে।"

"ভালোমন্দের তুমি কিছুই বুঝো না," শোবার ঘর থেকে চলে যেতে যেতে নূর বলল।

নূর আবার যতক্ষণে শোবার ঘরে ফিরে এল, সায়ীদ ওয়াইনের একটা বোতলের এক-তৃতীয়াংশ ততক্ষণে শেষ করে ফেলেছে এবং তখন তার মানসিক ও স্নায়ুর অবস্থা উন্নততর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নূর বসলে সায়ীদ বলল, "তুমিও একটু পান করো! যাই হোক, পুলিশের দৃষ্টির বাইরে, একটি সুন্দর নিরাপদ স্থানে, এখানে আমি সুস্থ অবস্থায় বসে আছি!"

ভেজা চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে নূর বলল, "আমার খুব খারাপ লাগছে।"

"যাই হোক, ভবিষ্যৎ কে নির্ধারণ করতে পারে বলো?" আরেক ঢোক গিলে সায়ীদ বলল।

"আমাদের নিজেদের কার্যক্রমই কেবল তা পারে।"

"কিছুই না, একদম কোনো কিছুই নিশ্চিত না। শুধু আমার সঙ্গে তোমার এই থাকা ছাড়া এবং এছাড়া আমারও কিছুতেই চলবে না।"

"এখন তুমি তাই বলছ!"

"আমার আরো বলার আছে। পেছনে ধাওয়া করে আসা গুলির ভীতি নিয়ে বাইরে থাকার পর তোমার সঙ্গে এখানে থাকা বেহেশতে থাকারই মতো।" রাতে নিজের সঙ্গেই যেন কথা বলার মতো উত্তরে তার দীর্ঘ নিশ্বাস ছিল অনেক গভীর; এবং সায়ীদ বলে বসল:

"তুমি সত্যিই আমার প্রতি অনেক সদয়। তোমাকে এটুকু অন্তত জানাতে চাই যে, আমি কৃতজ্ঞ।"

"কিন্তু আমি এত উদ্বিগ্ন। আমি শুধু এটুকুই চাই যে, তুমি নিরাপদে থাকো।"

"এখনো আমাদের সুযোগ আসবে।"

"পালাও! আমরা কেমন করে পালাতে পারি সেদিকে মন দাও।"

"হ্যাঁ, তা দেব। কিন্তু সারমেয় সকলের চোখ বন্ধ করার জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।"

"কিন্তু তুমি এত বেখেয়ালীভাবে বাইরে যাও! তুমি তোমার স্ত্রী এবং ঐ লোকটিকে খুন করার চিন্তায় একদম আচ্ছন্ন হয়ে আছ। তাদেরকে তো মারতে পারবে না, শুধু নিজের ধ্বংসই ডেকে আনবে তুমি।"

"শহরে কী কী শুনলে?"

"যে ট্যাক্সিওয়ালা আমাকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়েছে সে তোমার পক্ষে। কিন্তু সে বলেছে যে, তুমি এক নির্দোষ নিরীহ বেচারাকে মেরে ফেলেছ।"

সায়ীদ রাগে ঘোঁত ঘোঁত করে উঠল এবং কোনো রকম অনুতাপ চাপা দেয়ার জন্য ঢক ঢক করে অনেকখানি পান করে ফেলে ইশারায় নূরকেও তাই করতে বলল। সেও গ্লাস উঠিয়ে ঠোঁটে ছোঁয়াল।

"আর কী শুনলে?" সায়ীদ বলল।

"যে-হাউস বোটে সন্ধ্যা কাটিয়েছি সেখানে একটি লোক মন্তব্য করছিল যে, তুমি একটি উত্তেজক হিসেবে কাজ করো, মানুষের একঘেয়েমি কাটাতে সাহায্য করো।"

"উত্তরে তুমি কী বললে?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"কিছুই না," ঠোঁট উল্টে নূর জবাব দিল। "কিন্তু আমি একদিকে তোমার সমর্থন যুগিয়ে যাই, আর অন্যদিকে তুমি নিজের ব্যাপারে কোনো খেয়ালই করো না। আমাকে তুমি ভালোও বাসো না। কিন্তু আমার কাছে নিজের জীবনের চেয়ে তুমি অনেক বেশি মূল্যবান; একমাত্র তোমার বাহুবন্ধন ছাড়া সমস্ত জীবনে আমি আর কোনো সুখ পাইনি। কিন্তু আমাকে ভালবাসার চেয়ে তুমি বরং নিজেকে ধ্বংস করে ফেলতে বেশি মনোযোগী।" ওয়াইনের গ্লাস হাতে নিয়েই নূর ডুকরে কেঁদে উঠল।

সায়ীদ ওকে জড়িয়ে ধরল। "আমার কথার আর কোনো নড়চড় হবে না," ফিসফিসিয়ে সে বলল। "এখান থেকে পালিয়ে গিয়ে আমরা চিরকাল একসঙ্গে থাকব।"

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পনের

আহ্, কী বিশাল শিরোনাম আর নাটকীয় সব ছবি! স্পষ্টতই এটা ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদনিবন্ধ। রউফ ইলওয়ানের একটি সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে এবং সে তাতে বলেছে যে, সে যখন ছাত্রাবাসে থাকত সায়ীদ মাহরান তখন সেখানে চাকরের কাজ করত এবং সেজন্য তার খুব খারাপ লাগত এবং পরে জেল থেকে মুক্তি পেয়ে সায়ীদ তার কাছে সাহায্যের জন্য গেলে সে তাকে সাহায্য করেছিল যাতে সে নতুন করে আবার জীবন শুরু করতে পারে; সে আরো বলেছে যে, ঐ রাতেই সায়ীদ তার বাড়িতে ডাকাতি করতে এলে সে তাকে হাতেনাতে ধরে ফেলে, কিন্তু দয়া পরবশ হয়ে সামান্য কিছু বকাঝকা করে তাকে ছেড়ে দেয়। এবং তারপর সেই সায়ীদই আবার তাকে মেরে ফেলতে এসেছে।

কাগজগুলো সায়ীদকে একটি ক্ষমতালোভী রক্তপিপাসু উন্মাদ বলে অভিযুক্ত করল। তার স্ত্রীর অসতীত্ব তার মাথাটা গুলিয়ে দিয়েছে, ওরা বলছে এবং সে কারণেই সে এখন নির্বিচারে খুন করে চলেছে। রউফকে স্পষ্টতই ছোঁয়াও যায়নি, কিন্তু হতভাগা দারোয়ানটা মারা গেছে। আরেক নির্দোষ বেচারা মারা পড়ল!

'গোল্লায় যাক সব!' খবর পড়তে-পড়তে সায়ীদ অভিশাপ দিয়ে উঠল।

এবার কানে তালা লাগাবার মতো হৈ-হট্টগোল শুরু হল চতুর্দিকে।

তার সম্পর্কে কোনো সংবাদ দিতে পারলেও এক মোটা অঙ্কের পুরস্কার ঘোষণা করা হল এবং তার প্রতি কোনো রকম সহানুভূতি দেখানোর বিপক্ষে সতর্ক করে দিয়ে কাগজে-কাগজে নিবন্ধ লেখা হল। হ্যাঁ, ঠিক আছে, সে ভাবল, তুমিই আজকের সবচেয়ে গরম খবর।

এবং তোমাকে না মেরে ফেলা পর্যন্ত তুমি সবচেয়ে গরম খবর হয়েই থাকবে। তুমি এখন ভীতি ও আকর্ষণের উৎস– প্রকৃতির কোনো খেয়ালী সৃষ্টির মতো–এবং একঘেয়েমিতে দমবন্ধ হয়ে-আসা তোমার কারণেই এখন সবাই আনন্দ খুঁজে পাচ্ছে। আর তোমার রিভলবার, সে যে শুধু নিরীহ লোকদেরই মারবে সেটা এখন সুস্পষ্ট। ওর শেষ শিকার তুমি নিজেই হবে।

'একি তাহলে পাগলামী?' প্রশ্নটা উচ্চারণ করতে গিয়ে প্রায় দম বন্ধ হয়ে সে নিজেকে জিজ্ঞেস করল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হ্যাঁ, তুমি সব সময়ই, এমনকি ভাঁড় হিসেবে হলেও, একটা আলোড়ন সৃষ্টি করতে চেয়েছ। ধনীদের বাড়িতে তোমার সফল অভিযানগুলো কড়া মদের মতো তোমার অহঙ্কারপূর্ণ মাথাটাকে নেশার ঘোরে ভরিয়ে দিয়েছে। এবং রউফের সেই সমস্ত কথা যা তুমি বিশ্বাস করেছ, যদিও সে বিশ্বাস করেনি— সে কথাগুলোই তোমার মাথা খেয়েছে, তোমাকে মেরে লাশ করে ছেড়েছে!

এই রাতে সে সম্পূর্ণ একাকী। একটা বোতলের তলায় সামান্য একটু মদ তখনো অবশিষ্ট ছিল। সেটুকু শেষ ফোঁটা পর্যন্ত সে নিঃশেষে পান করল। প্রতিবেশী কবরগুলোর নীরবতায় আবৃত হয়ে অন্ধকার ঘরে একা দাঁড়িয়ে, সামান্য একটা নেশা-নেশা ভাবের মধ্যে তার মনে হতে লাগল যে, সত্যিই সে সমস্ত অসুবিধা কাটিয়ে উঠবে, মনে হল মৃত্যু সম্পর্কেও সে বেপরোয়া হতে পারে। নিজের অন্তর্লোকের রহস্যময় সঙ্গীতধ্বনি তাকে আনন্দে পরিপূর্ণ করে তুলল।

"একটা লক্ষ্যভ্রষ্ট গুলি আমাকে এই সময়ের সবচেয়ে আলোচিত ব্যক্তিত্বে পরিণত করেছে!" আঁধারের কাছে সে ঘোষণা করল।

বন্ধ জানালার ফাঁক দিয়ে গোরস্তানের ওপর দৃষ্টি প্রসারিত করে দিয়ে চাঁদের আলোয় প্রশান্তভাবে শুয়ে-থাকা কবরের সারি তার চোখে পড়ল।

"ওহে, বাইরের তোমরা সব বিচারকগণ, ভালো করে আমার কথা শোনো" সে বলল। "আত্মপক্ষ আমি নিজেই সমর্থন করব ঠিক করেছি।"

কক্ষের মাঝামাঝি জায়গায় আবার ফিরে গিয়ে সে গায়ের জামাটা খুলে ফেলল। কক্ষটা বেশ গরম, মদও তার গায়ের তাপমাত্রা বাড়িয়ে দিয়েছে। ব্যান্ডেজের নিচে ক্ষতস্থানটি টাটাতে শুরু করল, কিন্তু এই ব্যথায় বুঝা গেল যে, ক্ষতটা শুকোতে শুরু করেছে।

"এই কাঠগড়ায় আগে যারা দাঁড়িয়েছে," আঁধারের দিকে চেয়ে সে বলল, "সে রকম আর পাঁচজনের মতো আমি নই। আসামীর শিক্ষার ব্যাপারটিকে আপনাদের বিশেষ বিবেচনায় নিতে হবে। আসল ব্যাপার এই যে, আমি কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আর আপনারা তা নন, এছাড়া আমার ও আপনাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। এবং সে পার্থক্য শুধুই ঘটনাচক্রে তৈরি হয়েছে, এর সত্যিকারের কোনো গুরুত্ব আদৌ নেই। কিন্তু যা সত্যি হাস্যকর তা এই যে, আসামীর স্বনামখ্যাত শিক্ষক একটি বিশ্বাসঘাতক বদমাশ! এই ঘটনায় আপনারা অবাক হয়ে যেতে পারেন। এটা, যা হোক, হতে পারে যে, যে-রজ্জু বাতির মধ্যে বিজলি বয়ে নিয়ে যায় তা নোংরা, মাছির বিষ্ঠার ফুটকীযুক্ত।"

একটা সোফার কাছে গিয়ে সে তার ওপর শুয়ে পড়ল। দূর থেকে একটা কুকুরের ঘেউ-ঘেউ শব্দ ভেসে আসছিল।

তথাকথিত গণহিতের সাথে পুরোপুরি সম্পর্কহীন হওয়া সত্ত্বেও তোমার ও তোমার বিচারকদের মধ্যে যেখানে ব্যক্তিগত বিদ্বেষ বিরাজমান, সেখানে কেমন করে তুমি তোমার কথা তাদেরকে গ্রহণ করাবে? তারা তো বদমাশটার আত্মীয়, অথচ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোমার ও তাদের মধ্যে শতবর্ষের ব্যবধান। তোমাকে তাহলে নিহত লোকটিকেই সাক্ষী মানতে হবে। তোমাকে জোর দিয়ে বলতে হবে, বিশ্বাসঘাতকতাই গোপন ষড়যন্ত্রে পরিণত হয়েছে : "আমি রউফ ইলওয়ানের চাকরকে হত্যা করিনি। যে লোককে আমি চিনি না এবং সে-ও চেনে না, তাকে কেমন করে খুন করা যায়? রউফ ইলওয়ানের চাকর এই সহজ কারণেই নিহত হয়েছে যে, সে রউফ ইলওয়ানের চাকর। গত কাল তার আত্মা আমার সাথে দেখা করতে এলে লাফ দিয়ে উঠে লজ্জায় আমি পালাতে যাই, কিন্তু সে আমাকে বলে যে, ভুলে এবং কোনো সঙ্গত কারণ ছাড়াই অহরহ হাজার-হাজার লোক নিহত হচ্ছে।"

হ্যাঁ, এই কথাগুলো চকচক করবে; 'সম্পূর্ণ নির্দোষ' রায় পেয়ে তারা গৌরবমণ্ডিত হবে। যা বলো সে সম্পর্কে তুমি নিশ্চিত। এবং এসব বাদ দিলেও, তোমার পেশা যে আইনসঙ্গত, চিরকাল এবং সব জায়গায় এটা যে ভদ্রলোকদের পেশা এবং– হ্যাঁ-সত্যিকারের মিথ্যা মূল্যবোধ সেইগুলোই যা তোমার জীবনকে মূল্যায়ন করে পয়সায় আর মৃত্যুকে হাজার টাকায়– এ কথা তারা অন্তরের গভীরে বিশ্বাস করবে। বাঁ দিকে বসা বিচারক তোমার দিকে চোখ টিপছে; শাবাশ!"

"ফাসির জল্লাদের কাছ থেকে শেষ ইচ্ছা হলেও, এমনকি আমার মেয়েকে দেখতে চাওয়ারও আগে আমি রউফ ইলওয়ানের গর্দান চাইব। দিন-মাস দিয়ে জীবন গণনা পরিত্যাগ করতে আমি বাধ্য হয়েছি। নির্জন একাকীত্বে বৃষ্টির মতো যে উত্তেজনা ঝরে পড়ে, তারই জোরে বেঁচে থাকে আমার মতো পুলিশতাড়িত লোক।"

সানার নিরুত্তাপ জড়তার চেয়ে আদালতের রায় অধিকতর নিষ্ঠুর হবে না। জল্লাদ মারার আগেই ও তোমাকে মেরে ফেলেছে। মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষার মতোই তোমার প্রতি হাজারো মানুষের সহানুভূতি নির্বাক, অক্ষম। তাদের সর্বোচ্চ মনিব হওয়া সত্ত্বেও বন্দুকের এই ভুলটিকে তারা কী ক্ষমা করবে না?

"আমাকে যে খুন করবে সে এই হাজার-হাজার লোককেই খুন করবে। আমি আশা এবং স্বপ্ন, ভীরুদের মুক্তি; আমি ন্যায়-নীতি, সান্ত্বনা, ক্রন্দনরতকে যে বিনয়ী হতে শেখায় সেই অশ্রু আমি। আমাকে পাগল বলে ঘোষণা করা যাদের মধ্যে স্নেহ ভালবাসা আছে তাদের সবাইকে পাগল বলার নামান্তর। এই উন্মাদনাকর ঘটনার কারণগুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে, যেমন ইচ্ছা তেমন রায় দিন!"

তার মাথার ঝিমঝিমানি বেড়ে গেল।

এর পরেই রায় ঘোষণা করা হল; সে সব অর্থেই একজন সত্যিকারের মহামানব। বাইরের ঐ কবরগুলোর সাথে সহানুভূতির একাত্মতায় তার মহত্ত্ব সাময়িকভাবে অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যেতে পারে, কিন্তু তার মহত্ত্বের গৌরব চিরকাল, এমনকি তার মৃত্যুর পরেও বেঁচে থাকবে। গাছের শেকড়, প্রাণীর জীবকোষ এবং মানুষের হৃদয় থেকে যে শক্তি প্রবাহিত হয় তারই আশীর্বাদপুষ্ট এর তেজ।

অবশেষে ঘুম তার দখল নিয়ে নিল, যদিও ঘরভরা উজ্জ্বল আলোয় জেগে উঠে নূরকে দাঁড়িয়ে তার দিকে চেয়ে থাকতে দেখেই সে তা বুঝতে পারল। ওর চোখ দুটো ভীষণ ক্লান্ত, নিচের ঠোঁট ঝুলে পড়েছে এবং কাঁধ কুঁজো হয়ে আছে। হতাশার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মূর্তিমান প্রতিচ্ছবি যেন ও। গণ্ডগোলটা কোথায় তা এক পলকেই বুঝে গেল সায়ীদ; তার সাম্প্রতিকতম অভিযানের কাহিনী সে শুনেছে এবং এতে গভীরভাবে ধাক্কা খেয়েছে সে।

"আমি যা কল্পনা করেছি তুমি তারও চেয়ে বেশি নিষ্ঠুর," নূর বলল। "আমি তোমাকে একদম বুঝিই না। কিন্তু দোহাই খোদার, দয়া করে আমাকেও মেরে ফেলো।" সায়ীদ সোজা হয়ে উঠে সোফার ওপর বসল, কিন্তু কোনো কথা বলল না। "কেমন করে খুন করতে হবে সেই চিন্তায়ই তুমি ব্যস্ত, কেমন করে পালাবে সে চিন্তায় নয়। ফলে তুমি নিজেই মারা পড়বে। তুমি কী মনে করো যে শহরের রাস্তাভর্তি সৈন্য-সামন্তসহ পুরো সরকারকে তুমি পরাজিত করতে পারবে?"

"বসো, ঠাণ্ডাভাবে ব্যাপারটা আলোচনা করা যাক।"

"ঠাণ্ডা হয়ে কীভাবে বসব? আর আলোচনাই বা কী করব? সবই তো এখন শেষ। মেহেরবানী করে এখন আমাকেও মেরে ফেলো!"

"আমি কখনই চাই না যে, তোমার কোনো ক্ষতি হোক," সে শান্ত ও স্নেহসিক্ত কণ্ঠে বলল।

"তোমার একটা কথাও আর কোনোদিন বিশ্বাস করব না। দারোয়ানদের তুমি কেন খুন করো?"

"ওর কোনো ক্ষতিই আমি করতে চাইনি!" ব্যথিত স্বরে সায়ীদ বলল।

"আর বাকি জন? এই রউফ ইলওয়ানটি কে? তার সাথে তোমার সম্পর্কটা কী? তোমার বউয়ের সাথে তার কী কোনো সম্পর্ক ছিল?"

"কী হাস্যকর ধারণা," প্রায় কাশির মতো শব্দে শুকনো হাসি হেসে সায়ীদ বলল। "না, অন্য কারণ আছে। সেও বিশ্বাসঘাতক, তবে অন্য ধরনের। সব আমি তোমাকে বুঝিয়ে বলতে পারব না।"

"কিন্তু অত্যাচার করে তুমি আমাকে মেরে ফেলতে তো পারো।"

"ঠিক একটু আগেই তো বলেছি, বসো, ঠাণ্ডাভাবে আলাপ করা যাক।"

"তুমি এখনো সেই কুত্তী, তোমার স্ত্রীকে ভালবাসো, কিন্তু তা সত্ত্বেও দোজখের আগুনের যন্ত্রণায় আমাকে পুড়িয়ে মারছ।"

"নূর," অনুনয়ের সুরে সায়ীদ বলল, "দয়া করে আমাকে যন্ত্রণা দিও না। এমনিতেই আমার মন ভীষণ খারাপ।"

আগে কখনো না-দেখা কষ্ট সায়ীদের মধ্যে লক্ষ্য করে নূর কথা বলা বন্ধ করল। "মনে হচ্ছে, আমার সমস্ত জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান জিনিসটিই মরে যেতে বসেছে," ব্যথিত চিত্তে অবশেষে সে বলল।

"এ কেবল তোমার কল্পনা, তোমার ভয়। আমার মতো জুয়াড়িরা কখনো পরাজয় মেনে নেয় না। এক সময় সেটা আমি তোমাকে স্মরণ করিয়ে দেব।"

"কখন হবে সেটা?" শান্তভাবে নূর জিজ্ঞেস করল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"তুমি যা ভাবতে পারো তার চেয়ে তাড়াতাড়িই হবে," সীমাহীন আত্মবিশ্বাসের ভান করে সায়ীদ উত্তর দিল।

ওর দিকে ঝুঁকে হাত ধরে টেনে ওকে বসাল সায়ীদ। তারপর ওর মুখে মুখ ঘষলে ঘাম আর মদের গন্ধ পেল। কিন্তু তাতে কোনো বিরক্তি বোধ না করে সত্যিকারের স্নেহের সাথে সায়ীদ ওকে চুমু খেল।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ষোল

রাত প্রায় ভোর হয়ে এল, কিন্তু নূর তবুও ফেরেনি। অন্তহীন অপেক্ষা আর উদ্বেগ তাকে নিঃশেষ করে দিয়েছে, নিদ্রাহীনতার ঢেউ এসে মগজে হানছে আঘাত। এবং ফিকে অন্ধকার দু'ফাক হয়ে তার মধ্য থেকে প্রজ্জ্বলিত একটি প্রশ্ন দেখা দিল। এও কী সম্ভব যে, প্রতিশ্রুত পুরস্কার নূরের ওপর কোনো প্রভাব বিস্তার করে থাকতে পারে?

সন্দেহ এখন তার শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত সংক্রামিত করে ফেলেছে : ধূলিঝড়ে ধূলার আদিগন্ত ব্যাপ্তির মতো তার দিব্যদৃষ্টিতে এখন অসতীত্বের বিশাল বিস্তৃতি। তার মনে পড়ল, সে একসময় কত নিশ্চিত ছিল যে নবাইয়া তারই, কিন্তু সে হয়ত আসলে কোনোদিনই, এমনকি প্রথম দিককার সেই নির্জন খেঁজুরগাছের তলায়ও তাকে আদৌ ভালবাসেনি।

কিন্তু নূর তার সাথে নিশ্চয়ই কখনো বিশ্বাসঘাতকতা করবে না, পুরস্কারের লোভে পুলিশে ধরিয়ে দেবে না। এ সমস্ত টাকা-পয়সার ব্যাপারে নূরের এখন আর কোনো লোভ নেই। জীবনে এখন সে প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে। সে এখন কারো সাথে খাঁটি একটা ভালবাসার সম্পর্ক কামনা করে। ওকে এমন করে সন্দেহ করার জন্য নিজের অপরাধ বোধ করা উচিত।

নূরের অনুপস্থিতির উদ্বেগ রয়েই যাচ্ছে। তোমার ক্ষুধা, তৃষ্ণা এবং এই সীমাহীন অপেক্ষা তোমাকে কাবু করে ফেলছে, সে নিজে নিজে বলল।

এ ঠিক সেই সময়টির মতো যখন খেঁজুরগাছের নিচে দাঁড়িয়ে তুমি নবাইয়ার জন্য অপেক্ষা করেছিলে এবং সে শেষ পর্যন্ত এল না। ধৈর্যহারা হয়ে দাঁতে আঙুলের নখ কাটতে কাটতে বুড়ি তুর্কি মহিলার বাড়ির চারদিকে ঘুরপাক খাচ্ছিলে আর উদ্বেগে প্রায় এমন উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলে যে, ঐ মহিলার দরজায় প্রায় ধাক্কা মারার যোগাড় হয়েছিল। এবং অবশেষে সে যখন বেরিয়ে এল তখন আনন্দের উত্তেজনায় থরথর করে সে কী কাঁপন– তোমার সারা শরীর পল্লবিত করে হিল্লোল বয়ে গিয়ে তোমাকে যেন শ্রেষ্ঠতম বেহেশতে পৌঁছে দিয়েছিল।

সে ছিল অশ্রু ও হাসির দিন, অনিয়ন্ত্রিত আবেগ, বিশ্বাস ও সীমাহীন আনন্দের সময়। এখন আর খেঁজুরগাছের তলার সেই দিনগুলোর কথা মনে করো না। চিরতরেই তা বিদায় নিয়েছে, রক্ত, গুলি ও উন্মাদনার কারণে বিচ্ছিন্ন হয়েছে এখানে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অপেক্ষা করে, এই প্রায়– হত্যাকারক শ্বাসরুদ্ধকর অন্ধকারে বসে, এখন তুমি কী করবে শুধু তাই চিন্তা করো।

সে শুধু এই সিদ্ধান্তেই পৌঁছতে পারল যে, নূর ফিরে এসে তাকে ক্ষুধা-তৃষ্ণা ও অন্ধকার একাকীত্বের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিতে চায় না। অনুশোচনা ও হতাশার তুঙ্গে পৌঁছে এক সময় সে ঘুমিয়ে পড়ল অবশেষে। আবার যখন সে চোখ খুলল তখন বেলা অনেক উপরে উঠে গেছে এবং বদ্ধ ঘরের দরজা-জানালা চুঁইয়ে যে উত্তাপ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করছে তা সে অনুভব করল। বিভ্রান্ত ও উদ্বিগ্ন হয়ে সে দ্রুত পায়ে শোবার ঘরে ঢুকে দেখল যে, আগের দিন নূর যা যেখানে যেভাবে রেখে গেছে সব অবিকল সেভাবেই পড়ে আছে। অস্থির হয়ে তাড়াতাড়ি সারাটা ফ্ল্যাটই সে একবার ঘুরে এল। স্পষ্টতই নূর ঘরে ফেরেনি। কোথায়, সে ভাবল, নূর রাত কাটাতে পারে? কী কারণে সে আসতে পারল না? এবং কত সময় ধরে এই নির্জন একাকীত্বের যন্ত্রণা তাকে ভোগ করতে হবে?

উদ্বিগ্ন মানসিক অবস্থা সত্ত্বেও সে ক্ষুধার যন্ত্রণা অনুভব করে রান্নাঘরের দিকে গেল। গত রাতের না-ধোয়া প্লেটে রুটির কিছু টুকরা, হাড্ডির সাথে লাগানো ছিটে-ফোঁটা মাংস ও কিছু শাক সে দেখতে পেল। সে গোগ্রাসে সব খেয়ে ফেলল এবং প্রায় কুকুরের মতো করে হাড্ডিগুলো চিবাল। তারপর সারা দিন পড়ে-পড়ে চিন্তা করতে লাগল, নূর কেন ফিরল না, এবং আদৌ সে ফিরবে কি না। সারা দিন ঘরময় উঠ-বস আর পায়চারী করে বেড়াল। এর মধ্যে একঘেঁয়েমি কাটাবার একটাই বিষয়, আর তা হল বন্ধ জানালার ফাঁক দিয়ে বাইরের গোরস্তানের দিকে চেয়ে নতুন যাদের কবর দেয়া হচ্ছে তা দেখা এবং উদ্দেশ্যহীনভাবে কবরের সংখ্যা একবার গুনে আবার তা নতুন করে গোনা। আবার সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল, কিন্তু নূর তবুও ফিরল না।

একটা না-একটা কারণ অবশ্যই থাকতে হবে। কোথায় সে থাকতে পারে? রাগ, উদ্বেগ এবং ক্ষুধা তাকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলছে মনে হল। নূর নিঃসন্দেহে কোনো অসুবিধায় আছে, কিন্তু সে সমস্যা যাই হোক, তা থেকে মুক্তি পেয়ে অবশ্যই ওকে ফিরে আসতে হবে। না-হলে তার নিজের কী হবে?

রাত দুপুরের পর আস্তে করে ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে পতিত ভূমি অতিক্রম করে সে টারজানের রেস্তোরাঁর কাছে গিয়ে উপস্থিত হল। আগের ঠিক করা জায়গায় পৌঁছে সে তিনবার শিস দিয়ে টারজানের আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করল।

"অতিমাত্রায় সাবধান হতে হবে," হাত মেলাতে-মেলাতে টারজান বলল, "চরেরা সবখানেই নজর রাখছে।"

"আমাকে কিছু খেতে দাও!"

"কী বলো! কিছু খাওনি তাহলে!"

"হ্যাঁ, কোনো কিছুই তোমাকে আর অবাক করে না, তাই না?"

"এখনই আমি বেয়ারাকে তোমার জন্য রান্না করা মাংস আনতে বলে দিচ্ছি। কিন্তু তোমাকে বলে দিচ্ছি, তোমার পক্ষে এখন বাইরে বেরোনো সত্যি খুব বিপদজ্জনক।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"আহ্-হা, আগে তোমার-আমার সবচেয়ে অধিকতর ঝামেলা গেছে।"

"আমার তা মনে হয় না। তোমার শেষের আক্রমণটা সমস্ত দুনিয়াকে ওলট-পালট করে তোমার ওপর চেপে বসিয়ে দিয়েছে।"

"দুনিয়া সবসময়ই ওলট-পালট ছিল।"

"কিন্তু এত গুরুত্বপূর্ণ একটা লোককে আক্রমণ করা তোমার মারাত্মক ভুল হয়েছে।"

তারা পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিলে সায়ীদ একটু দূরে সরে গিয়ে দাঁড়াল। কিছুক্ষণ পরে খাবার পৌঁছুলে পূর্ণিমার আলোয় বালুর ওপর বসে সায়ীদ গপাগপ করে তা সাবাড় করে ফেলল। ছোট্ট টিলার ওপর অবস্থিত টারজানের রেস্তোরাঁ থেকে ঠিকরে পড়া আলোর দিকে চেয়ে সায়ীদ ভাবল যে ওখানে কক্ষের মধ্যে বসে খদ্দেররা এখন কত গল্প-গুজব করছে। না, একা থাকতে তার সত্যি ভালো লাগে না। অন্যের সাথে বসলে তার নিজেকে বেশ কেউকেটা মনে হয় : বন্ধুত্ব, নেতৃত্ব, এমনকি বীরত্বের জন্য তার বিশেষ মেধা রয়েছে। এ সমস্ত ছাড়া জীবন একেবারেই বিস্বাদ, আলুনি। কিন্তু নূর এখনো পর্যন্ত কী ফিরে এল? সে কী আদৌ ফিরে আসবে? বাসায় ফিরে গিয়ে সে কী ওকে দেখতে পাবে, নাকি আবার সেই আততায়ী নিঃসঙ্গতা আবার তাকে চেপে ধরবে?

অবশেষে উঠে দাঁড়িয়ে প্যান্টের ধুলো ঝেড়ে হেটে ঝোপের দিকে এগোল। শহীদের মাজারের দক্ষিণ দিক ঘুরে যে রাস্তা গেছে তা ধরে ফ্ল্যাটে ফেরার পরিকল্পনা নিয়েই সে ঐ দিকে গেল। ঝোপের শেষপ্রান্তে, ঠিক যেখানটিতে বসে সে বায়াযাকে আটকেছিল, সেখানটায় পৌঁছুতেই মনে হল মাঠ ফেঁড়ে দুটি মূর্তি বেরিয়ে তার দুপাশে দাঁড়াল।

"খবরদার, এক পা নড়বে না!" শহরায়িত গেঁয়ো উচ্চারণে তাদের একজন ভারি গলায় বলল।

"তোমার পরিচয়পত্র দেখাও!" অন্যজন ঘোঁত করে উঠল।

প্রথমজন ওর মুখের ওপর টর্চ মারলে আলো থেকে চোখ বাঁচানোর মতো মাথা নিচু করে রাগত স্বরে সায়ীদ জানতে চাইল, "নিজেদেরকে তোমরা কী ভাবো? উত্তর দাও, শিগগির!"

ওর ঔদ্ধত্য সুরে ওরা হকচকিয়ে গেল; টর্চের আলোয় এবার তারা ওর উর্দি দেখতে পেল।

"আমি সত্যি খুব দুঃখিত, স্যার," প্রথম লোকটি বলল। "গাছের ছায়ায় আপনি কে তা আমরা দেখতে পাইনি।"

"কিন্তু তোমরা কারা?" স্বরে আরো রাগ চড়িয়ে সায়ীদ চিৎকার দিয়ে বলল।

"আমরা আল-ওয়েলী স্টেশন থেকে আসছি, স্যার," তারা ঝটপট উত্তর করল।

টর্চের আলো আর জ্বলছে না, কিন্তু দ্বিতীয় লোকটি যে খুব উৎসুক দৃষ্টিতে সায়ীদের দিকে চেয়ে আছে, মনে হল হঠাৎ কোনো সন্দেহ করছে তার মুখের প্রকাশভঙ্গিতে। সায়ীদ অস্বস্তিকর কিছু দেখতে পেল। অবস্থা তার আয়ত্তের বাইরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চলে যেতে পারে এ আশঙ্কায় সায়ীদ নির্দ্বিধায় এবং সবশক্তি সহযোগে তাড়াতাড়ি দুজনের দিকে সরে গেল, এবং সোজা হয়ে পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসার আগে তাদের চিবুকে, পেটে ঘুষির পর ঘুষি মেরে তাদেরকে একদম বেহুশ করে ফেলল সায়ীদ। তারপর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দৌড়ে সে স্থান ত্যাগ করল সে। শারীয়া নাজিমুদ্দীনের কোণায় এসে থেমে পেছন ফিরে কেউ অনুসরণ করছে না এ সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে আস্তে-আস্তে হেঁটে সে ফ্ল্যাটে পৌঁছাল।

যাবার সময় যেমন খালি রেখে গিয়েছিল ফ্ল্যাটে ফিরে সে তেমনি খালিই দেখতে পেল, শুধু পার্থক্য এটুকু যে এখন আরো অধিকতর একঘেঁয়েমি ও উদ্বেগ তার জন্যে সেখানে অপেক্ষা করছিল। গায়ের জ্যাকেটটি খুলে ফেলে অন্ধকারের মধ্যেই একটা সোফার ওপর ধপাস করে বসে পড়ল। তার নিজের বিষণ্ন স্বরই শ্রুতিগোচর হয়ে তার কানে এসে বাজল : "নূর, কোথায় তুমি?"

এটা খুব পরিষ্কার যে, নূরের একটা কিছু হয়েছে। পুলিশ কী তাকে গ্রেফতার করল? কোনো গোঁয়ার প্রকৃতির লোক কী তাকে আক্রমণ করল? কোনো একটা অসুবিধায় সে অবশ্যই আছে। আবেগ ও ষষ্ঠেন্দ্রিয় তাকে এটুকু বলছে এবং তার মনে হল যে, নূরকে সে আর কোনোদিন দেখতে পাবে না এই চিন্তা মাথায় আসতেই হতাশায় তার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এল। এটা শুধু এই কারণেই নয় যে, শিগগিরই তাকে লুকানোর একটা নিরাপদ জায়গা হারাতে হবে, বরঞ্চ সে স্নেহ ও সাহচর্য হারিয়ে এই বেদনাবোধই তাকে অধিকতর উতলা করে তুলল। আঁধারে সে (নূর) তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে দেখতে পেল সায়ীদ– নূর, তার সমস্ত হাসি ও ঠাট্টা, তার সমস্ত ভালবাসা ও অশান্তি নিয়ে– এবং ভয়ঙ্কর এক হতাশাবোধের মধ্যে সে উপলব্ধি করল যে, সে যা কল্পনা করতে পারেনি তার চেয়ে তার মনের অনেক গভীরে নূর প্রবেশ করেছে, সে তারই একটি অংশ হয়ে গেছে যেন এবং সর্বনাশের গভীর অতলের কিনারে টলটলায়মানতার এই ছিন্নভিন্ন জীবন থেকে ওর কখনো সরে যাওয়া উচিত হয়নি। আঁধারে চোখ বুঁজে, সে নীরবে স্বীকার করল যে, সে নূরকে ভালবাসে এবং তাকে নিরাপদে ফিরিয়ে আনার জন্য সে তার নিজের জীবন দিতেও দ্বিধাবোধ করবে না। তারপর একটা চিন্তায় সে রাগে গড়গড় করে উঠল : "এবং তা সত্ত্বেও তার মৃত্যু কী কোথাও সামান্য একটু আলোড়নও তুলবে?"

না, অবশ্যই না। উদাসীন অথবা শত্রুভাবাপন্ন ঢেউয়ের সাগরে ভাসমান, রক্ষকবিহীন এক অতি সাধারণ মহিলা এই নূরের মৃত্যুতে শোকের একটু বাহানাও কেউ কোথাও করবে না। এবং সানাও হয়ত এতদিনে আবিষ্কার করবে যে, তাকে দেখাশুনা করার মতো কেউ কোথাও নেই। চিন্তা তাকে ভীত এবং রাগান্বিত করে তুলল এবং অজানাকে যেন হুঁশিয়ার করে দিচ্ছে এমনি করে রিভলবারটি শক্ত করে ধরে সামনে অন্ধকারের দিকে তাক করল। গভীর হতাশায়, আঁধার ও নীরবতায় বিকারগ্রস্ত হয়ে সে ডুকরে কেঁদে উঠল; এবং অনেক গভীর রাতে ঘুম এসে তাকে আবৃত না-করা পর্যন্ত সে একটানা ফুঁপিয়ে কাঁদল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে আবার যখন চোখ খুলল তখন চারদিকে দিনের আলো। সে বুঝতে পারল দরজায় কারো করাঘাতে তার ঘুম ভেঙেছে। বিপদের আশঙ্কায় সে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দ পায়ে আঙুলের ওপর ভর করে ফ্ল্যাটের সদর দরজার সামনে গেল। দরজায় তখন একটানা ধাক্কা পড়ছিল।

"নূর ভাবী! নূর ভাবী!" একটি মহিলা কণ্ঠ জোরে-জোরে ডাকছিল।

মহিলাটি কে এবং কী সে চাইতে পারে? অন্য কামরা থেকে সে রিভলবারটি নিয়ে এল। এবার সে একটি পুরুষের কণ্ঠ শুনতে পেল : "আচ্ছা, সে বেরিয়ে গেছে তাও হতে পারে।"

"না," মহিলাটিকে সে বলতে শুনল, "দিনের এ সময়টাতে সে সবসময়ই বাড়িতে থাকে। এবং ভাড়া পরিশোধ করতে এর আগে সে আর কখনো দেরি করেনি।"

অতএব, এ তো বাড়িওয়ালি হবে নিশ্চয়ই। মহিলাটি বেশ জোরে দরজায় একটা শেষ ধাক্কা দিয়ে চেঁচিয়ে বলল, "আজ মাসের পাঁচ তারিখ এবং আমি আর অপেক্ষা করতে পারব না!"

তারপর গজগজ করতে-করতে সে এবং পুরুষ লোকটি হেঁটে চলে গেল।

ঘটনাচক্র ... পুলিশ উভয়ই এখন তার পেছনে লেগেছে। মহিলাটি অবশ্যই বেশি অপেক্ষা করবে না এবং যেভাবেই হোক শিগগিরই সে ফ্ল্যাটের মধ্যে ঢুকবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখান থেকে ভেগে যাওয়াই এখন তার জন্য সর্বোকৃষ্ট পন্থা।

কিন্তু কোথায় যাবে সে?

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সতের

শেষ বিকেলে এবং তারপর সন্ধ্যায় বাড়িওয়ালি আবার আসল। "না, না, নূর আপা," শেষবার চলে যাওয়ার সময় সে বিড়বিড় করে বলল, "এ সবই এক সময় শেষ হতে হবে, আপনি নিশ্চয়ই জানেন।"

রাতদুপুরে সায়ীদ বেরিয়ে পড়ল। যদিও সবকিছুর ওপর থেকে তার বিশ্বাস উঠে গেছে, তবুও পায়চারী করতে বেরিয়েছে এমনিভাবে সাবধানে আস্তে-আস্তে পা ফেলে সে এগুতে লাগল। একাধিকবার, যখনই এই চিন্তা তার মাথায় এসেছে যে চলমান পথিক কিংবা দাঁড়িয়ে থাকা লোকেরা চর হতে পারে, তখনই সে শেষবারের মতো বাঁচি-কী-মরি ধরনের যুদ্ধের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে তুলেছে। গত কালের ঘটনার পর তার মনে সামান্যতম সন্দেহও ছিল না যে, টারজানের রেস্তোরাঁর আশপাশের সমস্ত জায়গায় পুলিশ দখল নিয়েছে। সুতরাং জবল সড়কের পথ ধরল।

ক্ষুধায় তার নাড়িভুড়ি মনে হয় ছিঁড়ে যাচ্ছিল। রাস্তায় বেরোনোর পর তার মনে হল যে, চিন্তা-ভাবনা করে পরবর্তী পদক্ষেপ নেয়া পর্যন্ত শেখ আলী আল-জুনায়েদীর বাড়ি একটি সাময়িক আস্তানা হিসাবে কাজ করতে পারে। এই নিঃশব্দ বাড়ির উঠানে পা দেয়ার পরে তার মনে পড়ল যে, নূরের ফ্ল্যাটের বসার ঘরে সে তার উর্দি ফেলে এসেছে। এই ভুলোমনের ওপর ক্ষেপে গিয়ে সায়ীদ বুড়োর ঘরে প্রবেশ করল। কুপির আলোয় সে দেখতে পেল যে নামাজের জন্য সংরক্ষিত কোণে শেখ সাহেব ফিসফিসানো স্বগতোক্তিতে সম্পূর্ণ আত্মমগ্ন। পরিশ্রান্ত সায়ীদ যে দেয়াল সংলগ্ন জায়গায় তার বইগুলো রেখে গিয়েছিল সেখানে গিয়ে বসে পড়ল।

'আসসালামু আলাইকুম, শেখ সাহেব' বলে সায়ীদ তাকে সম্বোধন না-করা পর্যন্ত শেখ সাহেব তার শান্ত উচ্চারণ চালিয়ে গেল।

তার স্বগতোক্তি বন্ধ না-করে কপালের কাছে হাত তুলে বুড়ো সালামের উত্তর দিল।

"শেখ, আমার খুব ক্ষিদে পেয়েছে," সায়ীদ বলল।

মনে হল স্বগতোক্তি বন্ধ করে শূন্য দৃষ্টি দিয়ে সায়ীদকে দেখে চিবুক নেড়ে বুড়ো তাকে ইশারায় পাশের একটি টেবিলের দিকে যেতে বলল। সেখানে সায়ীদ কিছু রুটি ও ডুমুর দেখতে পেল। তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়ে টেবিলের কাছে গিয়ে গপাগপ করে সবটা খেয়ে ফেলে তবুও ক্ষুধার্ত চোখ নিয়ে শেখের দিকে তাকাল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"তোমার কাছে কী টাকা-পয়সা একদম নেই?" প্রশান্তভাবে শেখ বলল।

"হ্যাঁ, আছে।"

"তাহলে কিনে কিছু খেয়ে আসো না কেন?"

সায়ীদ এর পর ধীর পায়ে ফিরে গিয়ে পূর্বের জায়গায় বসল। শেখ খানিকক্ষণ তাকে ভালো করে দেখল; তারপর বলে উঠল, "কখন তুমি থিতু হয়ে বসবে বলে মনে করো?"

"এপারে বসে আর তা হবে না।"

"সেজন্যই টাকা থাকতেও তুমি ক্ষুধার্ত।"

"তবে তাই হোক।"

"আমার কথা যদি ধরো," শেখ মন্তব্য করল, "জীবনের দুঃখকষ্ট সম্পর্কে আমি কয়েকটি আয়াত পাঠ করছিলাম। বেশ খুশি মনেই আমি তেলাওয়াত করছিলাম।"

"হ্যাঁ। আপনি অবশ্যই একজন সুখী শেখ," সায়ীদ বলল। "বদমাশরা কেটে পড়েছে," সে বলে গেল। "তারপরে আমি কেমন করে থিতু হয়ে বসি?"

"ওরা ক'জন?"

"তিনজন।"

"পৃথিবীর পক্ষে কী আনন্দের সংবাদ যদি এর বদমাশের সংখ্যা মাত্র তিন হয়।"

"না, অনেক-অনেক বেশি আছে, কিন্তু আমার শত্রুর সংখ্যা মাত্র তিন।"

"তাহলে অবশ্য কেউই 'কেটে পড়েনি'।"

"আপনি জানেন, সারা পৃথিবীর দায়িত্ব আমার নয়।"

"হ্যাঁ, তা জানি। তুমি ইহজগৎ ও পরজগৎ– এই দুটোর দায়িত্বই বয়ে বেড়াচ্ছ!" হাল ছেড়ে দিয়ে সায়ীদ মুখ দিয়ে জোরে বাতাস ছাড়লে, শেখ বলে চলল : "ধৈর্য পবিত্র এবং এর দ্বারাই সবকিছু আশীর্বাদপ্রাপ্ত হয়।"

"কিন্তু অপরাধীরাই সফলকাম হয় নিরীহরা হয় ব্যর্থ," বিষণ্ন মুখে সায়ীদ মন্তব্য করল।

শেখ একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ল। "কর্তৃপক্ষীয় শাসনের আওতায় মানসিক শান্তি অর্জনে আমরা কখন সফলকাম হব?"

"কর্তৃপক্ষ যখন ন্যায়ানুগ হবে," সায়ীদ বলল।

"কর্তৃপক্ষ সবসময়ই ন্যায়ানুগ।"

সায়ীদ রাগতভাবে মাথা নাড়ল। –"হ্যাঁ," সে বিড়বিড় করে বলল। "ঠিক আছে, এবার তারা কেটে পড়েছে, গোল্লায় যাক সব।" কোনো কথা না বলে শেখ শুধু একটু মুচকি হাসল। আলোচনার ধারা পরিবর্তনের চেষ্টা করতে সায়ীদের কথার সুরও পাল্টে গেল। "দেয়ালের দিকে মুখ করে আমি ঘুমুতে চাই। আপনার কাছে যারা আসবে তারা কেউ আমাকে দেখুক এ আমি চাই না। এখানে আমি আপনার সাথে পালিয়ে থাকতে চাই। আমাকে দয়া করে রক্ষা করুন।"

"আল্লায় বিশ্বাস করার অর্থ নিজের বাসস্থান আল্লাহ্‌র হাতে ন্যস্ত করা," নরম সুরে বলল শেখ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"আপনি কী আমাকে ত্যাগ করবেন?"

"আল্লাহ্ না-করুন, নিশ্চয়ই না।"

"আপনাকে যে ক্ষমতা খোদা দিয়েছেন, তা দিয়ে কী তাহলে আমাকে বাঁচাতে পারবেন?"

"চাইলে তুমি নিজেকেই তুমি নিজে বাঁচাতে পারো," শেখের উত্তর এল।

"ওদেরকে আমি খুন করব," নিজে-নিজে সায়ীদ বলল এবং জোরে বলল, "বাঁকা কোনো বস্তুর ছায়া কী আপনি সোজা করতে পারেন?"

"ছায়া নিয়ে আমি কারবার করি না," আস্তে করে শেখ উত্তর করল।

ঘরে নীরবতা নেমে এল এবং খোলা জানালা দিয়ে চাঁদের আরো উজ্জ্বলতর আলো ঢুকে সিলিং-এ পড়ল। গুনগুন করে শেখ একটি মরমি গানের কলি ভাঁজতে লাগল। "দুনিয়ার সব সৌন্দর্যই তোমার থেকে আসে।"

হ্যাঁ, সায়ীদ মনে-মনে নিজেকে বলল, বলার মতো উপযুক্ত কিছু-না-কিছু সবসময়ই শেখ পেয়ে যায়।

আপনি নিজে মূর্তিমান নিরাপত্তা হলেও, হুজুর, আপনার এ বাড়িটি কিন্তু মোটেও নিরাপদ নয়। যে-কোনো কিছুর বিনিময়েই হোক, এখান থেকে আমাকে সরে পড়তেই হবে। আর তোমার ব্যাপারে, নূর, এটুকুই আশা করব যে, বিচার অথবা দয়া কোনোটা যদি না-ও-পাও অন্তত ভাগ্য যেন তোমার প্রতি সুপ্রসন্ন হয়। কিন্তু উর্দিটির কথা কেমন করে আমি ভুলে গেলাম? সঙ্গে নিয়ে আসার জন্য সুন্দর একটা মোড়কে বেঁধে রেখেছিলাম। শেষ মুহূর্তে এ ভুলটা কেমন করে হল? আমার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলছি। সবই এই নিদ্রাহীনতা, একাকীত্ব, অন্ধকার আর উদ্বেগের ফল। উর্দিটি তো ওদের হাতে পড়বে। এটাই তোমাকে পাওয়ার প্রথম সূত্র যোগাবে : প্রশিক্ষণ পাওয়া কুকুরকে এই উর্দির ঘ্রাণ শুকিয়ে, তারপর চতুর্দিকে একেবারে পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত তোমার খোঁজে তা নিয়ে ওরা বেরিয়ে পড়বে। চারিদিকে গন্ধ শুঁকে-শুকে কুকুর খোঁজ করবে তোমাকে, তাতে খবর-কাগজের কাছে প্রবল আকর্ষণীয় নাটকের পরিসমাপ্তি ঘটবে।

হঠাৎ শেখ আবার বিমর্ষ স্বরে বলে উঠল : "আমি তোমাকে বলেছি আকাশের দিকে মুখ তুলতে, আর তুমি ওখানে বসে ঘোষণা করছ যে, তুমি মুখ ফেরাবে দেয়ালের দিকে।"

"কিন্তু বদমাশদের সম্পর্কে কী বলেছি তা কী আপনার মনে নেই?"

দুঃখিত চোখে তার দিকে সায়ীদ জানতে চাইল।

"যদি তুমি ভুলে যাও, তাহলে তোমার প্রভুর নাম স্মরণ করো।"

মনে যন্ত্রণা অনুভব করে সায়ীদ আবার চোখ নামাল এবং হতাশা যখন আরো আঁকড়ে ধরল তাকে তখন ভাবতে লাগল যে, কেমন করে সে উর্দিটির কথা ভুলে গিয়েছিল।

যেন অন্য কাউকে সম্বোধন করে বলছে, এমনি করে শেখ হঠাৎ আবার বলে উঠল, "তাকে জিজ্ঞেস করা হল : তুমি কী এমন কোনো যাদুমন্ত্র জানো যা আমরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উচ্চারণ করলে, কিংবা এমন কোনো মলম যা ব্যবহার করলে, আল্লাহর হুকুম রদ করা যাবে?" এবং সে উত্তর করল : "একমাত্র খোদার হুকুমই তা হতে পারে!"

"আপনি কী বুঝাতে চাচ্ছেন?" সায়ীদ বলল।

"তোমার বাবা এমন একজন ছিল যে আমার কথা বুঝতে কখনো ব্যর্থ হত না," দুঃখের নিশ্বাস ছেড়ে বুড়ো উত্তর করল।

"আচ্ছা," খানিকটা ঝাঁঝ মিশিয়ে সায়ীদ বলল, "আপনার বাড়িতে যথেষ্ট খাবার পাইনি এটা যেমন অনুতাপের বিষয়, তেমনি ভুলে উর্দিটা ফেলে এসেছি সেটা তেমনি দুর্ভাগ্যের ব্যাপার। আমার মনও আপনাকে অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয় এবং আমি দেয়ালের দিকে মুখ করেই শোব। কিন্তু আমি স্থির নিশ্চিত যে, আমি সঠিক কাজই করছি।"

বিষণ্ন হেসে শেখ বলল, "আমার গুরু বলেছেন : 'প্রত্যেক রোজ এই ভয়ে আমি অনেকবার আয়নার দিকে তাকাই যে, আমার মুখমণ্ডল কালো হয়ে গিয়ে থাকতে পারে'।"

"আপনি?"

"না, আমার ওস্তাদ স্বয়ং।"

"কেমন করে," ঘৃণার স্বরে সায়ীদ বলে উঠল, "বদমাশেরা ঘণ্টায় ঘণ্টায় আয়নায় নিজের চেহারা দেখে?"

মাথা নুইয়ে শেখ আবৃত্তি করতে লাগল। "সৃষ্টির সমস্ত সৌন্দর্য তোমার থেকেই উৎপত্তি হয়।"

চোখ বন্ধ করে, সায়ীদ নিজেকে নিজে বলল, "আমি সত্যি ক্লান্ত, কিন্তু উর্দিটি ফিরে না পাওয়া পর্যন্ত আমি মনে শান্তি পাব না।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আঠার

ক্লান্তি অবশেষে তার ইচ্ছাশক্তির ওপর বিজয় ঘোষণা করল। উর্দি ফেরত আনার ইচ্ছা ভুলে গিয়ে সে ঘুমের কোলে ঢলে পড়ল এবং সজাগ হল ফের দুপুরের একটু আগে। সন্ধ্যা নামার আগে কোথাও নড়া যাবে না এটা সে জানত। তাই দিনের বাকি অংশটুকু বসে বসে পলায়নের পরিকল্পনা আঁটতে লাগল। সে অবশ্য জানত যে, টারজানের রেস্তোরাঁর আশপাশ এলাকায় পুলিশের সতর্ক দৃষ্টিতে একটু ঢিলা না দিলে তেমন ঝুঁকিপূর্ণ কোনো পদক্ষেপ নেয়া যাবে না। কারণ, টারজানই সমস্ত পরিকল্পনার কেন্দ্রবিন্দু।

রাতদুপুর পেরোবার পর এক সময় সে শারীয়া নাজমদ্দীনে প্রবেশ করল। ফ্ল্যাটের একটি জানালা থেকে আলো দেখা যাচ্ছিল। অবাক বিস্ময়ে ঐ দিকে হাঁ করে তাকিয়ে সে দাঁড়িয়ে রইল। যা তার চোখে পড়ল অবশেষে তা যখন বিশ্বাস হল, তখন তার হৃৎপিণ্ডে হাতুড়ির ঘা-গুলোর মতো এত শব্দ হতে লাগল যে, মনে হল সে বধির হয়ে যাবে; উচ্ছল আনন্দের এক বিশাল ঢেউ তাকে মগ্ন করে দিয়ে তাকে দুঃস্বপ্নের এক জগৎ থেকে টেনে বের করে আনল। নূর ফ্ল্যাটের মধ্যে আছে। কোথায় ছিল ও? কেন ও বাইরে ছিল? যাক, অন্ততপক্ষে ফিরে তো এসেছে। যে নরকন্ত্রণায় সে নিজে ভুগেছে সায়ীদের কথা চিন্তা করে সেও এখন সেই নরক-যন্ত্রণাই ভোগ করছে। যে সহজাত বুদ্ধি তাকে কোনোদিন প্রতারণা করেনি তারই জোরে সে বুঝল যে, নূর ফিরে এসেছে, এবং দুঃসহ সদাপলায়মানতা কিছুক্ষণের জন্য, এমনকি চিরতরে দূর হয়ে যেতে পারে। দুহাতে শক্ত করে ওকে জড়িয়ে ধরে তার চিরন্তর ভালবাসা উজাড় করে দেবে সে।

আনন্দে উন্মাদ ও সফলতার নিশ্চয়তা নিয়ে সায়ীদ হামাগুড়ি দিয়ে দালানটির কাছে গিয়ে বিজয়ের পর বিজয়ের স্বপ্ন দেখতে দেখতে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠতে লাগল। কী যে সে করতে পারে তার কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। এখান থেকে চলে গিয়ে স্থির হয়ে অনেকদিন বসবাস করার পর বদমাশগুলোর সাথে বোঝাপড়া করার জন্য আবার আসবে।

হাঁপাতে হাঁপাতে সে দরজার কাছে এসে উপস্থিত হল।

তোমাকে আমি ভালবাসি, নূর। আমাকে তুমি যা ভালবেসেছ, আমার সমস্ত অন্তর দিয়ে তোমাকে আমি তার চেয়ে দ্বিগুণ ভালবাসি। আমার সমস্ত দুঃখ, বদমাশদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সকল বিশ্বাসঘাতকতা এবং আমার মেয়ের সব বিপদাশঙ্কা আমি তোমার বুকের মধ্যে লুকিয়ে রাখব।

দরজার ওপর সে আঘাত করল।

দরজা খুলে শুধু গেঞ্জি জাঙ্গিয়া পরা যে লোকটি অবাক চোখে তার দিকে তাকাল, তাকে সে আগে কোনোদিন দেখেনি। লোকটি বলল, "হ্যাঁ, বলুন, আপনার জন্য আমি কী করতে পারি?"

ছোটখাট লোকটির কৌতূহলী দৃষ্টি অল্প সময়ের মধ্যেই বিভ্রান্তি ও বিপদ সংকেতে রূপান্তরিত হল। লোকটি তাকে শনাক্ত করতে পেরেছে বুঝে সায়ীদ বোবা হয়ে গেল। মুহূর্তমধ্যে অবশ্য তার মুখে ও তলপেটে দুই জোরালো ঘুষি বসিয়ে দিয়ে তাকে নীরব করে দিল সায়ীদ। নিথর দেহটিকে দোরগোড়ায় শুইয়ে দিতে দিতে সায়ীদ একবার ভাবল যে ভেতরে ঢুকে সে তার উর্দিটি খুঁজবে, কিন্তু বাড়িটি যে খালি এ সম্পর্কে সে নিশ্চিত হতে পারল না। এর পরপরই ভেতর থেকে একটি নারী কণ্ঠে সে বলে উঠতে শুনল, "কে এসেছে গো দরজায়?

কোনো আশা নেই। উর্ধ্বশ্বাসে সিঁড়ি দিয়ে ছুটতে শুরু করে রাস্তায় এসে পড়ল, তারপর শারীয়া মাসানি ধরে জবল সড়কে পৌঁছে সেখানে বেশ কিছু সন্দেহভাজন লোকজন ঘোরাফেরা করছে দেখতে পেল। একটি দেয়ালের গায়ে সে একদম সেঁটে গেল। তারপর ভালো করে দেখে-দেখে রাস্তা যখন একেবারেই জনশূন্য হয়ে গেল বুঝতে পারল তখন সে পুনরায় হাঁটা শুরু করল। ফজরের সামান্য আগে আবার সে শেখের বাড়িতে এসে আস্তে করে ঢুকে গেল। নিদ্রাবিহীন তার নির্দিষ্ট কোণটিতে বসে বুড়ো ফজরের আজানের অপেক্ষা করছিল। বাইরের জামাজোব্বা খুলে, দেয়ালের দিকে মুখ করে সায়ীদ সতরঞ্চির ওপর সটান শুয়ে পড়ল, যদিও ঘুমিয়ে পড়ার আশা তখন খুবই কম ছিল।

"ঘুমিয়ে পড়ো কারণ তোমার মতো মানুষের জন্য ঘুমই এখন নামাজের শামিল," শেখ বলল।

সায়ীদ কোনো উত্তর করল না। শেখ তখনি আল্লাহ্ বলে উঠল।

ফজরের আজান ও নামাজের সময়ও সায়ীদ সজাগই থাকল। এবং তারপর দুধঅলা এসে আবার চলে গেছে তাও টের পেল। একটি দুঃস্বপ্ন দেখে চোখ খুলে ঘরময় কুয়াশার মতো ম্লান আলো দেখে সে বুঝতে পারল যে সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। মিটমিট করা প্রদীপের দিকে চেয়ে-চেয়ে তার মনে হল যে, প্রায় ঘণ্টাখানেক সে ঘুমিয়ে নিয়েছে। মাথা ঘুরিয়ে শেখের বিছানার দিকে চেয়ে দেখতে পেল, তা খালি পড়ে আছে, তারপর তার বইয়ের স্তূপের কাছে দেখল রান্না করা মাংস, ডুমুর ও পানির একটি জগ রাখা আছে। খাবার কখন আনিয়েছে এই কথা ভাবতে ভাবতে বুড়োকে সে মনে মনে ধন্যবাদ জানাল।

কক্ষের বাইরে থেকে আসা কথার শব্দ তাকে অবাক করে দিল। চার হাত-পায়ের ওপর ভর করে হামাগুড়ি দিতে-দিতে আংশিক খোলা দরজার কাছে গিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফাঁকা দিয়ে উঁকি মেরে নামাজ পড়তে আসা একদল লোককে সতরঞ্চির ওপর বসে থাকা দেখতে পেল। বাইরের দরজার ওপর একজন কাজের লোক তখন বড় একটি কেরোসিনের বাতি ধরাতে ব্যস্ত ছিল। হঠাৎই তার মনে হল এখন সূর্যাস্তের সময়, তার মনে করা উষাকাল নয়। কিছু অনুধাবন না করেই অত্যন্ত গভীর ঘুম ঘুমিয়েছে সে সারা দিন।

খাওয়া শেষ না করা পর্যন্ত আর কোনো চিন্তা না করার সিদ্ধান্ত নিল সায়ীদ। পেট পুরে খাবার-দাবার খেয়ে বাইরে বেরুবার কাপড়চোপড় পরে, তার বইয়ের স্তূপের সঙ্গে হেলান দিয়ে সতরঞ্চির ওপর বসে সোজা সামনে পা ছড়িয়ে দিয়ে সে বসে পড়ল। তার ভুলে যাওয়া উর্দি, যে লোকটি তাকে ফ্ল্যাটের দরজা খুলে দিয়েছিল, সানা, নূর, রউফ, নবাইয়া ও ইলীষ, গুপ্তচর, টারজান এবং চতুর্দিকের বেড়াজাল ছিন্ন করে বেরোতে যে গাড়িটি তাকে ব্যবহার করতে হবে— এই সমস্ত কিছুর চিন্তা অবিলম্বে একের পর এক এসে তার মাথায় ভিড় করতে লাগল। উত্তেজনায় মন তার উথালপাতাল করতে লাগল। ধৈর্য কিংবা ইতস্ততা স্পষ্টতই তার আর কোনো উপকারে আসবে না। যে বিপদই আসুক না কেন, মরুভূমির ওপর দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে গিয়ে হলেও আজ রাতে টারজানের সঙ্গে তার দেখা করতেই হবে। পুলিশ কাল সর্বত্র ব্যস্ত হয়ে পড়বে, আর বদমাশের দল ভয়ে দিশেহারা হয়ে যাবে।

বাইরে কেউ একজনকে হাতে চাপড় মারতে শুনল সে। হঠাৎ লোকজনের কথা বলা বন্ধ হয়ে গেল এবং আর কোনো শব্দ শোনা গেল না। শেখ আলী আন-জুনায়েদী তিনবার 'আল্লাহ' বলে উঠলে বাকি সবাই তার পুনরুক্তি করল। এর স্বরের মিষ্টতা তার আগের দেখা মরমি সাধকদের নাচের কথা মনে পড়িয়ে দিল। "আল্লাহ...আল্লাহ, আল্লাহ।" গান ও যিকিরের শব্দ ধাবমান ট্রেনের মতো অবিচ্ছিন্নভাবে চলল বেশ অনেকক্ষণ। তারপর আস্তে আস্তে ছন্দের গতি কমিয়ে, ইতস্তত করে জোর কমিয়ে কমিয়ে এক সময় তা চুপ হয়ে গেল। তখন একটি সুন্দর গলায় কে একজন সুস্পষ্ট সুরে গেয়ে উঠল :

"বৃথা সময় গেল আমার
কিছুই হল না করা।
তোমার দেখা পাবার আশায়
বসে থাকি আমি,
কিন্তু জীবন যখন দুদিনেই শেষ
শান্তির তখন আশা কোথায়।
দুদিনের একদিন বিরক্তির,
আর অন্যদিন বিরহের।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গানের আবেশমুগ্ধ অন্য লোকদের নিশ্বাসের গুঞ্জরণ ধ্বনি সায়ীদের কানে এল চতুর্দিক থেকে, তারপর অন্য একটি কণ্ঠ আর একটি সুর ধরল :

"আমাকে এতটা ভালবেসো যেন নিথর আবেশমুগ্ধ হয়ে যাই আমি :
সামনে শুধু উন্মাদনা, আর পেছনে পড়ে থাকবে অদৃষ্ট।"

এই গানটির পর আরো আবেশমুগ্ধ নিশ্বাস, আরো গান চলতে লাগল। আবার কেউ একজন একবার হাততালি দিলে সবাই সমস্বরে আল্লাহর নাম জপতে শুরু করল।

শুনতে শুনতে সায়ীদের মন এ বিষয় থেকে সে বিষয়ে ঘোরাঘুরি করতে লাগল; বিকেল ওদিকে শেষ হয়ে এল। শরত মেঘের মতো হালকা হাওয়ায় ভেসে স্মৃতি আসতে আরম্ভ করল। মনে পড়ল, তার বাবা আম্‌ম্‌ মাহরান কেমন করে অন্যদের সাথে মাথা দোলাতে-দোলাতে যিকির করত, আর তখন অনেক ছোট সে কেমন করে খেঁজুরগাছের কাছে বসে অবাক হয়ে চোখ বড় বড় করে সেদিকে তাকিয়ে থাকত। তার চোখের সামনে তখন ছায়ার মধ্য দিয়ে যেন অমর আত্মারা বেরিয়ে আসত। তারা সর্বশক্তিমান দয়ালু আল্লাহর রহমতে ঘুরে বেড়াত। একদা আশার স্মৃতি বিস্মৃতির ধুলা ঝেড়ে ফেলে আবার জীবন্ত হয়ে ঝকঝক করে উঠল : মাঠের শেষে সেই নির্জন খেজুরগাছের তলায় ফিসফিসিয়ে বলা মধুর শব্দাবলি খুব ভোরের সজীবতায় নতুন প্রাণ পেল; ছোট্ট সানা আবার তার কোলে বসে আধো-আধো কথা অনর্গল বলে গেল। তারপর দোজখের গহ্বর থেকে আগুনের মতো বাতাস ভয়ঙ্কর রূপে বেরিয়ে এসে তার ওপর একের পর এক চরম আঘাত হানল।

পটভূমিতে তখন শুরু হয়ে যাওয়া জামায়াতের ইমামের সুরা পড়ার শব্দ ও অন্য নামাজিদের আমিন, আমিন শব্দ তার কানে ভেসে আসছিল। তার জীবন যখন ব্যর্থতায় নিঃশেষ হয়ে গেছে, অসফলতাই যখন তার চারদিকে এবং অদৃষ্ট যখন তার পেছনে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে, তখন শান্তি আর কখন আসবে? কিন্তু পকেটে প্রস্তুত হয়ে থাকা তার সেই রিভলবার, সে তবু একটা কিছু। প্রতারণা ও দুর্নীতির ওপর এখনো তার পক্ষে বিজয়ী হওয়া সম্ভব। প্রথমবারের মতো চোরই সারমেয়দের তাড়িয়ে নিয়ে যাবে।

হঠাৎ তখন বাইরে জানালার নিচে একটি কণ্ঠের প্রচণ্ড গর্জন ও কথোপকথন শুনতে পেল।

"যেন একটা জঞ্জাল! কী ব্যাপার, সমস্ত বাড়িটিই একেবারে নিষ্প্রদীপ!"

যুদ্ধকালীন সময়ের চেয়েও তো খারাপ মনে হয়!

"সেই সায়ীদ মাহরান..."

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো কেঁপে উঠে এমন জোরে সে রিভলবারটি মুঠোয় ধরল যে তার সমস্ত মাংসপেশী শক্ত হয়ে উঠল। চতুর্দিকে সে সতর্কদৃষ্টি বোলাতে লাগল। সমস্ত এলাকাটিই মানুষে গিজগিজ করছিল। এবং তার মধ্যে নিঃসন্দেহে আগ্রহী গোয়েন্দাও ছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘটনার আবর্ত আমাকে পেছনে ফেলে সামনে এগিয়ে যাবে তা হতে দেব না। এখন তারা নিশ্চয়ই উর্দিটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে এবং কুকুর থাকবে অবশ্য। এবং এখন আমি এখানে বসে আছি, চতুর্দিক থেকে যেন অনাবৃত। মরুভূমির মাঝের রাস্তা নিরাপদ নয়, কিন্তু মরণ-উপত্যকাই মাত্র কয়েক পা দূরে। সেখানে বসে তাদের সাথে আমরণ যুদ্ধ করে যেতে পারি আমি।

উঠে দাঁড়িয়ে সে দৃঢ় পায়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। অন্য সবাই তখনো মাথা দুলিয়ে মোনাজাত করতে ব্যস্ত; বাইরের দরজায় যাওয়ার রাস্তা পরিষ্কার। গুটি-গুটি পায়ে রাস্তায় বেরিয়ে বাঁয়ে মোড় নিয়ে, ধীর স্থির পায়ে গোরস্তানে যাবার রাস্তা ধরে সে হাঁটতে আরম্ভ করল। রাত তখন অনেক, কিন্তু আকাশে চাঁদ না থাকায় গভীর এক আঁধার যেন তার চলার পথে কালো এক দেয়াল তুলে দিয়েছে। গোরস্তানের অজস্র কবররাজির মধ্যে ঢুকে সে যেন কোনো অন্ধকার পরিত্যক্ত জগতে প্রবেশ করল; পথ বাতলাবার কেউ বা কিছু না থাকায় হোঁচট খেয়ে খেয়ে সে চলতে লাগল, কিন্তু সে বুঝতে পারছে না যে, সে সামনে এগুচ্ছে না পেছনে পিছাচ্ছে। আশার কোনো শিখা যদিও তার মধ্যে ঝিলিক মারছিল না তবুও এক অবিশ্বাস্য প্রাণশক্তিতে ভরপুর মনে হচ্ছিল নিজেকে। উষ্ণ বাতাস যে সুউচ্চ শব্দ বয়ে তার কানে পৌঁছে দিচ্ছিল তাতে তার মনে কোনো কবরের মধ্যে আত্মগোপন করার ইচ্ছা জাগল, কিন্তু সে জানত তার পক্ষে থামা সম্ভব নয়। পুলিশের কুকুরগুলোকে তার প্রচণ্ড ভয়, কিন্তু কিছুই তার করার ছিল না। থামার মতো কোনো কিছুই তার ক্ষমতার মধ্যে ছিল না।

কয়েক মিনিট পর একটা পরিচিত দৃশ্যের সামনের শেষ কবরের সারির মধ্যে সে এসে পৌঁছাল : শারীয়া নাজমুদ্দীনের সাথে সংযোগকারী গোরস্তানে প্রবেশের উত্তরদিকের পথ। দেখেই সে জায়গাটা চিনতে পারল এবং এখানে যে একটিমাত্র দালান সেটাতেই নূরের ফ্ল্যাট। সেই জানালাটি সে ঠিক পেল। এখনো সেটি খোলা ছিল এবং তা দিয়ে বাইরে আলো ঠিকরে পড়ছিল। ঐ দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে জানালার মধ্য দিয়ে ভেতরে একটি মহিলাকে দেখতে পেল সে। তার মুখের মাথার পুরো চেহারা অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল, কিন্তু মাথার আকৃতি দেখে তার নূরের কথা মনে পড়ল। এই চিন্তায়ই তার হৃৎপিণ্ডে হাতুড়ির পিটান পড়তে শুরু করল। নূর কী তাহলে ফিরে এসেছে? অথবা আবেগ যেমন অতীতে তাকে প্রবঞ্চিত করেছে, তার দৃষ্টিও কী তাকে এখন সে রকম প্রবঞ্চিত করছে? সে যে সম্পূর্ণভাবে প্রতারিত হয়েছে সেই ঘটনাই বলে দিচ্ছে যে, শেষ ঘনিয়ে আসছে। ঐ যদি নূরই হয়, সে নিজে নিজে বলল এবং তার নিজের সময় যদি সত্যিই ঘনিয়ে এসে থাকে, তাহলে সে নূরের কাছে শুধু এটুকুই চাইবে যে, সে যেন সাজার দায়িত্বটা নেয়। বিপদ উপেক্ষা করে সে চিৎকার করে উঠতে চাইল, সে চায় তা নূরকে বলতে চাইল, কিন্তু মুখ দিয়ে কোনো শব্দ বেরোবার আগেই সে দূরে কুকুরের ঘেউ ঘেউ শুনতে পেল এবং নিঃশব্দ নীরবতার মধ্যে আগ্নেয়াস্ত্রের বিস্ফোরক শব্দের মতো ঘেউ-ঘেউ শব্দ একটানা চলতেই লাগল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সন্ত্রস্ত হয়ে সায়ীদ দৌড়ে পেছনে সরে গেল এবং ঘেউ-ঘেউ শব্দ যত উচ্চতর হতে লাগল সেও তত কবরের সারির মধ্যে সেঁধিয়ে যেত লাগল। একটা কবরের সঙ্গে পিঠ ঠেকিয়ে বন্দুকটি বের করে সে নিরাশ দৃষ্টি মেলে অন্ধকারের দিকে চেয়ে থাকল। "হ্যাঁ, এই তো" প্রশিক্ষণ পাওয়া পুলিশি কুকুর ধাওয়া করে আসছে এবং আর কোনো আশাই অবশিষ্ট নেই। সাময়িক কালের জন্য হলেও, বদমাশেরা এখন নিরাপদ। এই বলে তার জীবন সর্বশেষ উচ্চারণ করল যে, এর সবটুকুই ব্যর্থ হয়েছে।

কুকুরের ঘেউ-ঘেউ শব্দ ঠিক কোন্‌দিক থেকে আসছিল তা বুঝা যাচ্ছিল না; চারদিক থেকেই বাতাসে ভেসে আসছিল ঐ শব্দ। এই অন্ধকার থেকে দৌড়ে পালিয়ে আরেক অন্ধকারের মধ্যে গিয়ে পড়া অতএব পালাবার চিন্তা বৃথা। বদমাশেরা এবারের মতো বেঁচেই গেল, তার জীবন এখন প্রমাণিত ব্যর্থতা। কুকুরের ঘেউ ঘেউ আর মানুষের গণ্ডগোল এখন অনেক কাছ থেকে শোনা যাচ্ছিল এবং শিগগিরই, সায়ীদ বুঝতে পারল, যে শত্রুতা ও প্রতিহিংসা পরায়ণতা থেকে সে এতদিন পালিয়ে বেড়াচ্ছিল তার নিশ্বাস তার মুখের ওপর পড়তে শুরু করবে। কুকুরের ডাক আরো নিকটতর ও স্পষ্টতর হতে থাকলে সে রিভলবার উঁচিয়ে প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। এবং হঠাৎ চোখ ধাঁধানো আলোয় সমস্ত এলাকা দিনের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল। চোখ বন্ধ করে কবরের এক কোণে গুটিসুটি মেরে পড়ে রইল।

"আত্মসমর্পণ করো," এক বিজয়ী কণ্ঠ ডাক দিয়ে ঘোষণা করল।

"বাধা দিয়ে কোনো লাভ নেই।"

তার চতুর্দিক ঘিরে পায়ের আঘাতে মাটি কাঁপছিল এবং সূর্যালোকের মতো উজ্জ্বল আলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

"আত্মসমর্পণ করো, সায়ীদ," কণ্ঠস্বরটি দৃঢ়তার সাথে বলল।

কবরটির সাথে একেবারে যেন লেপ্টে গিয়ে গুলি করার জন্য প্রস্তুত হয়ে সে চতুর্দিকে নজর রাখতে লাগল।

"পরাজয় স্বীকার করো," আত্মবিশ্বাসী, আশ্বাসপূর্ণ ও শ্রদ্ধাশীল একটি কণ্ঠের সজোর আহ্বান শোনা গেল, "তাহলে কথা দিচ্ছি তোমার সাথে মানবিকতাপূর্ণ ব্যবহার করা হবে।"

নিঃসন্দেহে রউফ, নবাইয়া, ইলীষ এবং কুকুরগুলোর মতো মানসিকতাপূর্ণ?

"তোমাকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলা হয়েছে। সমস্ত গোরস্তানই ঘিরে ফেলা হয়েছে। সুস্থ মাথায় চিন্তা করে দেখো সায়ীদ। এখনো আত্মসমর্পণ করো।"

অবিন্যস্তভাবে ছড়ানো এই অসংখ্য কবরের মধ্যে তারা তাকে সরাসরি দেখতে পাচ্ছে না এ সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে, সায়ীদ কোনোরকম নড়াচড়া না করে ঘাপটি মেরে রইল। মরণকে বরণ করে নেয়ার সিদ্ধান্ত নিল সে।

"বাধা দেয়া নিরর্থক তা কী তুমি বুঝতে পারছ না?" প্রত্যয়ী কণ্ঠস্বরটি আবার ডাক ছাড়ল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শব্দটি পূর্বের চেয়ে আরো কাছে হওয়াতে সায়ীদ চিৎকার করে সতর্কবাণী উচ্চারণ করল, "আরো কাছে আসছ কী গুলি করব!"

"ঠিক আছে তুমি কী করতে চাও? মৃত্যু এবং বিচারের মুখোমুখি হওয়া এই দুটোর মধ্যে তোমার পছন্দেরটি তুমি বেছে নাও।"

"বিচার বটে!" ঘৃণায় সায়ীদ চিৎকার করে উঠল।

"অত্যন্ত অনমনীয় হচ্ছ তুমি। আর মাত্র এক মিনিট সময় দেয়া হল তোমাকে।"

তার ভীতিবিহ্বল চোখ এখন আঁধারের মধ্যে মৃত্যুদূতের পদচারণা দেখতে পেল। নিরাশ, শঙ্কিত হয়ে সানা তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল।

অতি নিকটে চুপিচুপি চলাফেরার শব্দ পেয়ে, প্রচণ্ড রেগে সে গুলি ছুঁড়ল।

চতুর্দিক থেকে বৃষ্টির ঝাঁকের মতো গুলি বর্ষিত হল, তাদের শব্দ তার কান ঝালাপালা করে দিল, চারদিকের কবরের ওপর দিয়ে টুকরা টুকরা পাথর, সিমেন্ট উড়ে যেতে লাগল এদিক ওদিক। বিপদ-আপদ সবকিছু ভুলে গিয়ে সে আবার গুলি চালাল এবং উত্তরে আর এক ঝাঁক গুলি বর্ষিত হল তার চারপাশে। "হারামজাদা, কুত্তার দল!" প্রচণ্ড রাগে উন্মত্তপ্রায় হয়ে সে গালি দিল এবং চারদিক থেকে আরো ঝাঁকেঝাঁকে গুলি উড়ে এল।

আকস্মিকভাবে চোখধাঁধানো আলো নিভে গেল এবং গুলিও থেমে গেল; অন্ধকারের মধ্যে আবার নীরবতা নেমে এল। সেও আর গুলি করছিল না। নীরবতা আস্তে-আস্তে একটু একটু করে চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। কিছু সময় পরে মনে হল যেন সমস্ত পৃথিবী এক অদ্ভুত হতচেতন অবস্থায় আক্রান্ত। সে ভাবল...? কিন্তু প্রশ্ন এবং এমনকি তার বিষয়বস্তুও কোনো চিহ্ন না রেখে, যেন দ্রবীভূত হয়ে গেল। সম্ভবত, সায়ীদ ভাবল, তারা পিছু হটে গিয়েছে, রাতের অন্ধকারে মিলিয়ে গেছে। তাহলে, সেই তো জয়লাভ করেছে।

এখন আরো ঘন হয়ে আঁধার নামল এবং সে কিছুই এমনকি কবরের কোনো ছায়াও, আর দেখতে পাচ্ছিল না। কিছুই যেন আর মুখ দেখাতে চাচ্ছিল না। অবস্থা, অবস্থান ও উদ্দেশ্য কোনো কিছুই না– বুঝে সে এক সীমাহীন গভীরতায় ক্রমশ তলিয়ে যেতে লাগল। যা হোক, কিছু একটার ওপর নিজের নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যতটা জোরে সম্ভব ততটা জোরেই সে চেষ্টা করে যেতে লাগল। শেষবারের মতো একবার বাধা দেয়ার জন্য পলায়মান স্মৃতি একটি শেষ সুতো ধরার জন্য। কিন্তু শেষাবধি, পরাজয় যেহেতু স্বীকার করতেই হচ্ছে তাই কোনো কিছুর পরোয়া না-করে সে আত্মসমর্পণ করল। কোনোকিছুরই আর পরোয়া করে না সে এখন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস বিষয়ক বিশ্বখ্যাত উপন্যাস
সোফির জগৎ-এর নরওয়েজিয়ান লেখক **ইয়স্তেন গার্ডার**-এর নতুন উপন্যাস

মায়া

মহাবিশ্বের সৃষ্টি, পৃথিবীতে প্রাণের বিবর্তন, মানুষের আবির্ভাব, চেতনার স্বরূপ এবং মানব অস্তিত্বের উদ্দেশ্যের মতো কিছু বৃহৎ প্রশ্ন বা বিষয় নিয়েই ইয়স্তেন গার্ডারের এই আকর্ষণীয় নতুন উপন্যাস।

ফিজির একটি দ্বীপে এসব বিষয় নিয়ে ভাবিত হয়ে পড়েন মৃতা নরওয়েজীয় স্ত্রীর শোকে কাতর এক ইংরেজ লেখক এবং পরস্পরের প্রতি প্রবল প্রেমে আপ্লুত এক স্পেনীয় দম্পতি। নানান বিভ্রম আর কুহকের ছড়াছড়ি এই চরিত্রগুলোর গল্পে। স্পেনীয় রমণী আনার চেহারার সঙ্গে বিখ্যাত স্পেনীয় চিত্রশিল্পী গোইয়া-র আঁকা 'মাজা'-র ছবির এমন সাদৃশ্য কেন? জোকার যখন তার তাসের তাড়া থেকে বেরিয়ে আসে তখন তার মানে কী দাঁড়ায়?

প্রেমের প্রয়োজনীয়তার স্বরূপ অন্বেষণে ফিজি থেকে স্পেন, অতীত থেকে বর্তমান পর্যন্ত বিস্তৃত *মায়া* এমন কিছু প্রশ্নের উত্তর মেলে ধরে যার কারণে অর্থবহ হয়ে ওঠে এই কাহিনীর চরিত্রগুলো। *সোফির জগৎ*-এর মতোই সাহসী এবং কল্পনাশক্তিসম্পন্ন *মায়া* আরো একবার প্রমাণ করলো যে, ইয়স্তেন গার্ডারের রয়েছে মহাবিশ্বের বিস্ময়গুলো সম্পর্কে আমাদেরকে ভাবিত ও সচেতন করে তোলার এক বিশেষ গুণ। বাংলায় অনুবাদ হয়ে খুব শিগ্রই প্রকাশিত হচ্ছে।

AMARBOI.COM

অনুবাদ : **শওকত হোসেন**

শওকত হোসেন অনূদিত বিশ্বখ্যাত লেখকদের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বই:

১. **মুহাম্মদ : মহানবীর (স:) জীবনী** মূল : ক্যারেন আর্মষ্ট্রং (বৃটিশ)
২. **ইসলাম : সংক্ষিপ্ত ইতিহাস** মূল : ক্যারেন আর্মষ্ট্রং (বৃটিশ)
৩. **স্রষ্টার ইতিবৃত্ত** মূল : ক্যারেন আর্মষ্ট্রং (বৃটিশ)
৪. **স্রষ্টার লড়াই** মূল : ক্যারেন আর্মষ্ট্রং (বৃটিশ)
৫. **রোজেস ফ্রম দ্য আর্থ : অ্যানা ফ্রাঙ্কের জীবনী** মূল : ক্যারল অ্যান লী (বৃটিশ)
৬. **একটি ব্যক্তিগত বিষয়** মূল : কেনজাবুরো ওয়ে (জাপান)
৭. **বালথাজার এণ্ড ব্লিমুণ্ডা** মূল : হোসে সারামাগো (পর্তুগাল)
৮. **ব্যাবিলন** মূল : মার্সেল মোরিং (নেদারল্যাণ্ড)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯৭৮ সালে সাহিত্যে নোবেল বিজয়ী

আইজাক বাশেভিস সিঙ্গার-এর বিখ্যাত উপন্যাস

শোশা

অনুবাদ : মহীবুল আজিজ

লুপ্ত জনপদের কথা

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে নিহত প্রায় ৬০ লাখ লোকের ৮০ শতাংশই ছিল ঈডিশবাসী। যুদ্ধের পর ঈডিশবাসী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইসরায়েলসহ ইউরোপের নানা দেশে বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস করতে থাকে। এই বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে ঈডিশ ভাষা ক্রমে সংকুচিত হতে থাকে। বিশ্ববাসীর কাছে প্রায় অপরিচিত ওই ঈডিশ ভাষায় লেখালেখি করেও ঐতিহ্য অনুসন্ধানী দৃষ্টিভঙ্গী, আপনজনের স্মৃতি বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা, বিভিন্ন চরিত্র বিশ্লেষণে অসাধারণ মমতা প্রভৃতি মানবিক গুণের জন্য আইজাক বাশেভিস সিঙ্গার (১৯০৪-১৯৯১) ১৯৭৮ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান। *শোশা* আইজাক বাশেভিস সিঙ্গারের অন্যতম একটি উপন্যাস, যেখানে লুপ্ত এক জনপদের কথা বর্ণিত হয়েছে।

শোশা লেখকের শৈশবের খেলার সাথী। যুদ্ধের কারণে ১৯১৪ থেকে ১৯১৭ সময়টা শোশা তার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল। কিন্তু এই বিচ্ছিন্নতার জন্য তারা পরস্পরকে ভোলেননি। সন্দেহটা শোশারই ছিল বেশি। আর এর জবাব এরিলের (উপন্যাসের লেখকের নাম এটি) সরল স্বীকারোক্তি, 'শোশা, তোমার কথা ভাবিনি এমন একটা দিনও আমার যায়নি।'

উল্লেখ্য, যুদ্ধের বাস্তবতা আর দারিদ্র্যের জন্য শোশার পড়ালেখা বেশিদূর এগোয়নি। *লাভ অ্যান্ড এক্সাইল* আত্মজীবনীতে আই বি সিঙ্গার শোশা নামের মেয়েটির কথা স্বীকার করেছেন। উপন্যাসে বারবার ক্রোখমালনার স্মৃতিচারণ এসেছে। পোল্যান্ডের ক্রোখমালনা স্ট্রিটে সত্যি সত্যি একসময় সিঙ্গার থাকতেন। শোশা ছিল তাদের প্রতিবেশী। ইহুদি অধ্যুষিত ক্রোখমালনা স্ট্রিটের জনগণের সংস্কার, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের নানাদিক ভিন্ন মাত্রায় উন্মোচিত হয়েছে *শোশায়*।যুদ্ধের বাস্তবতায় পোল্যান্ডবাসীর আশা-হতাশা ঐতিহাসিক সত্যরূপে আলোচ্য গ্রন্থে ছবির মতো প্রতিফলিত হয়েছে।

ক্রোখমালনার শত বর্ষের ইতিহাস, ঐতিহ্য, অসংখ্য বর্ণিল জীবনকথা, লোকগাথা–এসব একসময় হারিয়ে যাবে–এ কথা ভেবে লেখক ব্যথিত হয়েছেন। শুধু লিখে বিশ্ব জয় করার ইচ্ছা নিয়ে আমেরিকায় পাড়ি জমানোর পর এক সাক্ষাৎকারে সিঙ্গার বলেছেন, যে বর্ণিল স্মৃতি পোল্যান্ড থেকে বয়ে এনেছেন, সারা জীবন লিখে গেলেও ওই ভাণ্ডার ফুরোবে না। সাহিত্য সাধনায় মনোনিবেশ করার কারণে একমাত্র পুত্রের সঙ্গে ২০ বছর তার দেখা হয়নি।

প্রথম আলো, ২৪-০১-০৩

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অ্যানা, হ্যানা ও জোহ্যানা

তিন প্রজন্মের সুইডিশ নারীদের জীবন-কথা। যা প্রত্যেকটি নারীরই পড়া উচিৎ।

মূল : মারিয়ান্নি ফ্রেড্রিকসন

অনুবাদ : জাকির তালুকদার

স্টকহোম ১৯৯০ : অ্যানা হাসপাতালে শয্যাশায়ী মাকে দেখে ফিরে এসেছে। বিষণ্ন, নিদ্রাহীন। পৈত্রিক বাড়িতে সে বিক্ষিপ্তভাবে খুঁজছিল তার শৈশবকে। একপাশে ঠেস দিয়ে রাখা আলমারির দেরাজ থেকে সে খুঁজে পেল তার নানী, হ্যানার একটি বিবর্ণ ফটোগ্রাফ। তার স্মৃতিতে নানী হচ্ছে একজন ভীতিপ্রদ বৃদ্ধা, যে নিজেকে সবসময় মোটা কালো পোশাকে আবৃত করে রাখত। কিন্তু এই মুহূর্তে ছবিটাকে খুঁটিয়ে দেখে অ্যানা এই ছবির মাধ্যমে যেন নিজেকেই পুনরাবিষ্কার করল, বুঝতে পারল ছবিতে যাকে দেখছে সে তার স্মৃতির মহিলা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা একজন।

হ্যানা : পারিবারিক কিংবদন্তীর প্রতীক। অ্যানা একথা তার মাকে বলতে শুনেছে। বিস্ময়কর শক্তির অধিকারিণী, যে নিজের পিঠে পঞ্চাশ কিলো আটার বস্তা নিয়ে ষাট মাইল হেঁটে যেতে পারত। কিন্তু অ্যানা জানত না সেই প্রেক্ষিতের কথা, যখন শতাব্দীর ক্লান্তিলগ্নে গ্রামীণ সুইডেনে যে অকল্পনীয় কষ্টের মধ্য দিয়ে হ্যানা বেড়ে উঠেছিল। কীভাবে বয়ঃসন্ধিকালে তাকে পাঠানো হয়েছিল পার্শ্ববর্তী খামারে কাজ করতে, কীভাবে সেখানে সে তার সম্পর্কিত ভাইয়ের দ্বারা নির্মমভাবে ধর্ষিতা হয়েছিল, এবং কীভাবে এই ভীতিকর অভিজ্ঞতা তার মনের গভীরে পুরুষ জাতির প্রতি অবিশ্বাসের বীজ বুনে দিয়েছিল, এই অবিশ্বাস মা থেকে বাহিত হয়েছিল কন্যাতে। এমন কি নাতনিতেও...।

'অ্যানা, হ্যানা ও জোহ্যানা' উপন্যাসটি শুধু তিনজন সুইডিশ রমণীর জীবন-কথা নয়, তিন প্রজন্মের সুইডিশ নারীদের জীবন। এটি একটি ভুলে যাওয়া সম্পর্কের জীবন্ত দলিল, একটি স্মৃতিচারণ যার মাধ্যমে পরিপূর্ণ জাতির ছবি ফুটে উঠেছে তার নিজস্ব সংস্কৃতি রীতিনীতি এবং ঐতিহাসিক বিপর্যয় সমেত। যা প্রত্যেকটি নারীরই পড়া উচিৎ। পাঠক রুদ্ধশ্বাসে তিন রমণীর জীবনকে অনুসরণ করে, অনুসরণ করে তাদের গন্তব্যকে।'

নর্ডিক 'ওয়াইল্ড সোয়ান্স' নামে আখ্যায়িত মারিয়ান্নি ফ্রেড্রিকসনের এই উপন্যাসটি অনূদিত হয়েছে বাংলা ভাষা সহ (সারা বিশ্বে বইটি বাংলা ভাষায় প্রকাশ করে বাজারজাত করার লাইসেন্স পেয়েছে বুক ক্লাব) আটাশটি ভাষায় এবং স্থান করে নিয়েছে বিশ্বের সর্বাধিক বিক্রিত বইয়ের তালিকায়।

'অ্যানা, হ্যানা ও জোহ্যানা' উপন্যাসটির জন্য মারিয়ান্নি ফ্রেড্রিকসন ১৯৯৪ সালে 'অনার অব দ্য ইয়ার' এবং 'বুক অব দ্য ইয়ার' পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৯৮ সালে সারা বছর জুড়ে দশটি বেস্টসেলারের তালিকায় অন্যতম গ্রন্থ ছিল 'অ্যানা, হ্যানা ও জোহ্যানা'।

আপনার নিকটস্থ বুকস্টলে খোঁজ করুন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভিনসেন্ট ভ্যান গগ-এর জীবন-কাহিনী নিয়ে উপন্যাস

জীবন তৃষা

Irving Stone-এর লেখা **Lust For Life**-এর অনুবাদ

অনুবাদ : **অদ্বৈত মল্লবর্মণ**

'ওহ্, থিয়ো, এতগুলো তিক্ত মাস ধরে একটা কিছুর জন্যে কাজ করে এসেছি, জীবনের মৌলিক উদ্দেশ্য আর অর্থ খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছি, কিন্তু পারিনি! আমি শিল্পী হতে যাচ্ছি। হতেই হবে। সেজন্যেই অন্য সব কাজে ব্যর্থ হয়েছি, কেননা সেসব কাজের উপযুক্ত আমি নই। কিন্তু এখন এমন একটা জিনিস খুঁজে পেয়েছি যা কখনও ব্যর্থ হবার নয়। থিয়ো, অবশেষে কারাগারের দরজা খুলে গেছে–তুমিই খুলে দিয়েছ সেই দরজা!' **–ভিনসেন্ট ভ্যান গগ**

কাহিনী আকারে অত্যন্ত চমৎকারভাবে উপস্থাপিত **লাস্ট ফর লাইফ** মহান শিল্পী ভিনসেন্ট ভ্যান গগের জীবনী। ভ্যান গগের মত কোন শিল্পীই সৃষ্টিশীলতার তাগিদে এমন নিষ্ঠুরভাবে তাড়িত বা মানবীয় আনন্দের মামুলি উৎস হতে বিচ্ছিন্ন হননি। অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন এই শিল্পীর জীবন দারিদ্র, প্রতিবন্ধকতা, উন্মাদনা, হতাশার বিরুদ্ধে এক অবিরাম সংগ্রামের কাহিনী।

লাস্ট ফর লাইফ নৈপুণ্যের সঙ্গে পোস্ট-ইমপ্রেশনিস্টদের প্যারীসের উত্তেজনাময় পরিবেশ তুলে ধরেছে এবং অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে পুনর্নির্মাণ করেছে ভ্যান গগের শিল্পকর্মের বিকাশ। চিত্রকর ভ্যান গগকে এখানে কেবল শিল্পী হিসাবেই নয়, বরং তার ব্যক্তিসত্তাকেও জীবন্ত করে তোলা হয়েছে। এ উপন্যাসটি তার উন্মাতাল, বর্ণিল আর যন্ত্রণাময় জীবনের এক বিরল আবেগপূর্ণ ও প্রাণময় অ্যাখ্যান।

পাঠক হয়তো আপনমনে প্রশ্ন করবেন, 'এ কাহিনীর কতখানি সত্যি?' সংলাপসমূহ অবশ্যই পুনঃকল্পনা করতে হয়েছে; নিখাদ কাহিনীর কিছু কিছু পর্যায় রয়েছে, যেমন মায়া পর্ব, যা পাঠক অনায়াসেই চিহ্নিত করতে পারবেন; দু-একটি ক্ষেত্রে আমি ক্ষুদ্র ঘটনা তুলে ধরেছি, যেগুলোর সত্যতার ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পেরেছি, যদিও প্রমাণ হাজির করতে পারব না, উদাহরণ স্বরূপ, প্যারীসে সেযানে ও ভ্যান গগের মধ্যেকার সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎ; কাজের সুবিধার জন্যে কিছু কৌশল অবলম্বন করেছি আমি, যেমন ভিনসেন্টের ইউরোপ সফরের সময়ে বিনিময় মাধ্যম হিসাবে ফ্রাঙ্কের ব্যবহার, সমগ্র কাহিনীর বেশকিছু গুরুত্বহীন অংশ বাদ দিয়ে গেছি। এসব কৌশলগত স্বাধীনতার কথা বাদ দিলে, এ গ্রন্থ সম্পূর্ণ সত্য।

আমার মূল সূত্র ছিল ভাই থিয়ো-কে (হিউটন মিফলিন ১৯২৭-১৯৩০) লেখা ভিনসেন্ট ভ্যান গগের ৩ খণ্ড পত্রাবলী। বিষয়বস্তুর সিংহভাগ উদ্ধার করেছি হল্যান্ড, বেলজিয়াম এবং ফ্রান্সে ভিনসেন্টের যাত্রা-পথ থেকে। **–আর্ভিং স্টোন**

আপনার নিকটস্থ বইদোকানে খোঁজ করুন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~